বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩২৬ ॥ ১৬ মার্চ ২০২৫ ॥ ০২ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৫ রমজান ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

গণপরিষদের মাধ্যমেই সংবিধান সংস্কার করতে হবে: নাহিদ ইসলাম

স্টাফ রিপোর্টার : গণপরিষদের মাধ্যমেই সংবিধান সংস্কার করতে হবে বলে দাবি করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। শনিবার (১৫ মার্চ) দুপুরে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমন দাবি জানান তিনি।

সংস্কারের নামে টালবাহানা না করে দ্রুত নির্বাচন দিন: আব্দুস সালাম

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, সাত মাস হয়ে গেছে, কোনো সংস্কারই করতে পারলেন না। গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার একটি মামলাও আদালতে তুলতে পারলেন না। সংস্কার করা আপনাদের কাজ না, রাজনীতিবিদদের কাজ, সংস্কারের নামে কোনো টালবাহানা না করে তাড়াতাড়ি নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সম্মানের সঙ্গে বিদায় নিন।

অ্যাপে অভিযোগ জানালেই এফআইআর হিসেবে নথিভুক্ত হবে: ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলী বলেন, গণপরিবহনে নারীর সুরক্ষায় চালু হওয়া ঐউখচ অ্যাপে যারা অভিযোগ করবেন অটোমেটিক্যালি সেটা এফআইআর হিসেবে নথিভুক্ত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করবে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রতি জাতিসংঘের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস শনিবার ঢাকায় গুলশানে এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এসময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সমর্থন অব্যাহত রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর গুলশানে জাতিসংঘের নতুন ভবনে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি এই আশ্বাস দেন। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অবদানের কথা স্মরণ করে গুতেরেস বলেন, তারা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ সময় তিনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা করেন। গুতেরেস আজ জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখতে এবং জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন করতে গুলশানে জাতিসংঘের নতুন ভবন পরিদর্শনে যান। বাংলাদেশে জাতিসংঘের কান্ট্রি টিমের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের শেষে তিনি ভবন পরিদর্শন করেন। গুতেরেস এবং শিল্প,গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিষয়ক উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান যৌথভাবে গুলশানে ‘ইউএন হাউস ইন বাংলাদেশ’ উদ্বোধন করেন। এ সময় সেখানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গুয়েন লুইস।

যান্ত্রিক ত্রুটিতে ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বে বিঘ্নিত হচ্ছে বিমানের যাত্রীসেবার মান

স্টাফ রিপোর্টার : যান্ত্রিক ত্রুটিতে ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বের কারণে বার বার বিঘ্নিত হচ্ছে বিমানের যাত্রীসেবা। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের অন টাইম পারফরম্যান্সে এর প্রভাব পড়ছে। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছর বিমানের ফ্লাইট ডিপারচারের ক্ষেত্রে বিমানের অন টাইম পারফরম্যান্স ছিল ৬৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ। ফ্লাইট অ্যারাইভালের ক্ষেত্রে এ হার আরো কম, ৬৬ শতাংশ। যদিও সম্প্রতি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস এক প্রতিবেদনে অন টাইম পারফরম্যান্স খারাপ হওয়ার জন্য ১২টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রকৌশল বা কারিগরি কারণও রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিমানের কারিগরি ত্রুটি কমিয়ে আনা ও অন টাইম পারফরম্যান্স উন্নত করতে উড়োজাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের ওপর জোর দেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, রাষ্ট্রীয় আকাশ পরিবহন সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহরে ছয়টি ড্রিমলাইনার রয়েছে। ওসব উড়োজাহাজে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের কারিগরি ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। বিগত ২০২৪ সালে ড্রিমলাইনার

২-এর পাতায় দেখুন

জাতিসংঘ মহাসচিব সংস্কারের ব্যাপারে কোনো কথা বলেননি : মির্জা ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জাতিসংঘ মহাসচিব সংস্কারের ব্যাপারে কোনো কথা বলেননি। এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। শনিবার (১৫ মার্চ) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জাতিসংঘ মহাসচিবের আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। বৈঠকে বিএনপির পক্ষে থেকে উপস্থিত ছিলেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। মির্জা ফখরুল বলেন, মূলত এখানে সংস্কারে যে কমিশনগুলো করা হয়েছে, সে বিষয়গুলো জাতিসংঘ মহাসচিবকে অবহিত করা হয়েছে। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। আমরা আমাদের বক্তব্যের মধ্যে যে কথাগুলো বলে আসছি, সেই একই কথা বলেছি। সংস্কার অবশ্যই করতে হবে, সেই সংস্কারের কথা সবার আগে বলেছে বিএনপি মন্তব্য করে দলটির মহাসচিব বলেন, কিন্তু সেই সংস্কারটা যত দ্রুত করা যায়। আমরা যেটা বলেছি, মূলত নির্বাচন কেন্দ্রিক বিষয়গুলো সংস্কারগুলো করে ফেলা, তারপর দ্রুত নির্বাচন করা, এরপর একটি সংসদের মাধ্যমে বাড়তি সংস্কারগুলো করা। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, এটাই আমরা বলেছি। নির্বাচন নিয়ে কোনো টাইম ফ্রেমের কথা বলেছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের কোনো টাইম ফ্রেমের কথা বলার প্রয়োজন নেই। সংস্কার আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমরা সংস্কার কমিশনগুলোর সঙ্গে কথা বলছি, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। তারা যা চাইছে আমরা সব দিয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

ফতোয়া (১৫)

স্টাফ রিপোর্টার : সিয়াম পালনকারীর মিসওয়াক ও টুথপেস্ট ব্যবহারের বিধান যদি গলার মধ্যে না যায় তবে টুথপেস্ট ও পাউডার ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। এমনিভাবে দিনের শুরুতে ও শেষে যে কোন সময়ে মিছওয়াক করতে কোন অসুবিধা নেই। কতিপয় আলেম দুপুরের পর মিছওয়াক করাকে মাকরূহ বলেছেন। অবশ্য এ মত শুদ্ধ নয়। সঠিক কথা হল যে কোন সময় মিছওয়াক করা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাললহু আলাইহি ওয়াসালম মিছওয়াক সম্পর্কে যা বলেছেন তা “আম”

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিক্রি হচ্ছে ২৫ মার্চের ট্রেনের অগ্রিম টিকিট

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি চলছে। গতকাল শনিবার পাওয়া যাচ্ছে ২৫ মার্চের যাত্রার টিকিট। সকাল ৮টা থেকে অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে টিকিট। এখন পাওয়া যাচ্ছে রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট। বেলা ২টায় শুরু হবে পূর্বাঞ্চলের টিকিট বিক্রি। বরাবরের মতো এবারও আন্তঃনগর ট্রেনের সাতদিনের অগ্রিম টিকিট বিশেষ ব্যবস্থায় বিক্রি করা হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি করা হবে। এবার ঈদযাত্রায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের মোট আসন সংখ্যা ৩৫ হাজার ৯৩৫টি। রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঈদের আগে আন্তঃনগর ট্রেনের ২৪ মার্চের যাত্রার টিকিট বিক্রি হয় শুক্রবার। ২৬ মার্চের টিকিট বিক্রি হবে ১৬ মার্চ; ২৭ মার্চের টিকিট ১৭ মার্চ; ২৮ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৮ মার্চ; ২৯ মার্চের টিকিট বিক্রি করা হবে ১৯ মার্চ এবং ৩০ মার্চের টিকিট বিক্রি হবে ২০ মার্চ। চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে ৩১ মার্চ, ১ ও ২ এপ্রিলের টিকিট বিক্রি করা হতে পারে। এছাড়া যাত্রীদের অনুরোধে ২৫ শতাংশ স্ট্যান্ডিং টিকিট যাত্রা শুরুর আগে প্রারম্ভিক স্টেশন থেকে পাওয়া যাবে

২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিকের মৃত্যুতে ঢাবিতে ১ দিন ছুটি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের মৃত্যুতে রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেওয়াজ অনুযায়ী তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্লাস বা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। এছাড়া ইতোমধ্যে প্রাক্তন উপাচার্য ও অধ্যাপকের মৃত্যুতে পরিবারের সম্মতিক্রমে জানাজার সময় ও স্থান সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে মাইকিং, শোকবার্তা প্রকাশ, কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশেষ মোনাজাতসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত সব প্রথা অনুসরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে

২-এর পাতায় দেখুন

ঈদ টার্গেট করে জালনোট তৈরি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিবছরের মতো এবারও রমজান ও ঈদকে কেন্দ্র করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জাল টাকা তৈরি ও বাজারজাতকরণ চক্র। সম্প্রতি এমনই একটি চক্রকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন, সুমন (৩৮), সুলতানা (২৮) ও হানিফ গাজী (৪৮)। কামরাঙ্গীচরের মাতবর বাজারের বুড়িগঙ্গা গণপাঠাগার সমাজকল্যাণ সংস্থার সামনে বেড়িবাঁধে চেকপোস্ট পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে কামরাঙ্গীচর থানা পুলিশ। পুলিশ বলছে, রমজান ও ঈদকে টার্গেট করে বিপুল জালনোট তৈরি করেছে চক্রটি, যার ৩০ থেকে ৪০ লাখ টাকা ইতোমধ্যে বাজারে ছেড়েছেও। নিজেদের তৈরিকৃত বি-গ্রেড মানের এক লাখ টাকার জাল নোট ৯ থেকে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করছে তারা। শনিবার (১৫ মার্চ) সকালে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান লালবাগ বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. জসিম উদ্দিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন লালবাগ জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) জুয়েল চাকমা ও ডিএমপির মিডিয়া শাখার সহকারী কমিশনার (এসি) জাহাঙ্গীর কবির। সংবাদ সম্মেলনে ডিসি জসিম

২-এর পাতায় দেখুন

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলেও অন্তর্বর্তী সরকার গভীর ঘুমে: গণফোরাম

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হলেও অন্তর্বর্তী সরকার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন বলে মন্তব্য করেছেন গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী। সরকারকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, দ্রুত জেগে ওঠেন, না হলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন না। গতকাল শনিবার রাজধানীর পুরানা পল্টনের মুক্তি ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে খুন, ধর্ষণের বিচারসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে গণফোরাম। এতে গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য নেতাকর্মী অংশ নেন। অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, একটি মহল দেশকে

২-এর পাতায় দেখুন

আছিয়া ধর্ষণ-হত্যায় অভিযুক্তদের বাড়ির গাছও কেটে নিয়ে গেল স্থানীয়রা

স্টাফ রিপোর্টার : মাগুরার আলোচিত শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার অভিযুক্তদের ঘরের ইট, টিন ও গাছপালা কেটে নিয়ে গেছে স্থানীয়রা। গত শুক্রবার দিনভর জেলা শহরের নিজনান্দুয়ালী চরপাড়ার ওই বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন বিক্ষুব্ধরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, যে বাড়িতে এমন জঘন্য ঘটনা ঘটেছে, সে বাড়ি আমরা এলাকায় রাখবো না। হিটু শেখের প্রতিবেশী রাবেয়া খাতুন বলেন, ইফতারের পরপরই বিক্ষুব্ধ জনতার একটি অংশ সেখানে এসে বাড়িটিতে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর চালাতে থাকে। তারা টিনের চালা খুলে নিয়ে যায়। ঘরের দেয়াল হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এ সময় তারা আমাদের এলাকায় ধর্ষকের ঠাঁই নাই- এমন স্লোগান দেয়। মাগুরা সদর থানার ওসি আইয়ুব আলী

২-এর পাতায় দেখুন

শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে রেমিটেন্স যোদ্ধাদের মুক্ত করতে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউনূস এর হস্তক্ষেপ কামনায় সংবাদ সম্মেলন করে রেমিটেন্স যোদ্ধা পরিবার।

ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালালে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল: ডিএনসিসি প্রশাসক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালালে সংশ্লিষ্ট দোকানের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে এবং দোকান সিলগালা করা হবে। শনিবার (১৫ মার্চ) সকালে মিরপুর ৬০ ফিট রাস্তার চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘অনেক গ্যারেজ মালিক ফুটপাত ও রাস্তা ব্যবহার করে মোটরসাইকেল ও গাড়ি পরিষ্কার করছেন, আবার অনেক ব্যবসায়ী নিজেদের দোকানের সীমানার বাইরে এসে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালাচ্ছেন। ঈদের পর এসব দখলদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে।’ মিরপুর ৬০ ফিট সড়কের সংস্কারে আটটি পয়েন্টে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে জানিয়ে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন,

২-এর পাতায় দেখুন

ধর্ষকের বিচার ৯০ দিনে নয়, সাত দিনে দেখতে চাই: জামায়াত আমির

মাগুরা প্রতিনিধি : শুধু আছিয়া নয় সমাজে এই ধরনের ভয়ংকর অপরাধ সংঘটিত হলেই আপনারা সাংবাদিক মহল সংবাদের মাধ্যমে তুলে ধরবেন। সাদাকে সাদা হিসেবে কালোকে কালো হিসেবে তুলে ধরবেন। কালোদের চেহারা সমাজে তুলে ধরবেন যাতে ওদের শাস্তি নিশ্চিত করা হয়। ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ যারা করবে তাদের সমাজ থেকে বয়কট করবেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনায় অপরাধীদের বিচারের কার্যক্রম আমরা খুব দ্রুত সময়ে দেখতে চাই। বিচার কার্যকর হয়েছে এবং শাস্তি নিশ্চিত হয়েছে এটা আমরা দেখতে চাই। এরকম যারা লম্পট তারা এ ধরনের জঘন্যতম কাজ করতে যেন ভয় পায়। আমরা দেশে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে ৯০ দিনের মধ্যেই এর বিচারকাজ দেখতে চাই। শনিবার (১৫ মার্চ) মাগুরার সোনাইকুন্ডিতে ধর্ষণের ঘটনায় মৃত শিশুর কবর জিয়ারতের সময় একথা বলেন বাংলাদেশ জামায়াতের আমির ড. শফিকুর রহমান। তিনি আরও বলেন, কুরআনের আইন দেশের মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে, শান্তি বয়ে আনবে। এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে সব শ্রেণি পেশার মানুষ একসঙ্গে বসবাস করবে হানাহানি করবে না। এর আগে শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় হেলিকপ্টারে করে সব্দালপুর হাইস্কুল মাঠে নামেন জামায়াতের আমির ড. শফিকুর রহমান। এ সময় জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক এ বি এম বাকেরসহ জেলার জামায়াতের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এ

২-এর পাতায় দেখুন

জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের আহ্বান চরমোনাই পীরের

স্টাফ রিপোর্টার : রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রত্যাবর্তনের করার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করিম। গত শুক্রবার ইসলামী আন্দোলন বরিশাল মহানগরের আয়োজনে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চরমোনাই পীর বলেন, জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশ সফর করছেন। তার কাছে আমরা সবাই উদাত্ত আহ্বান জানাবো রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মম জুলুম নির্যাতন করা

২-এর পাতায় দেখুন

যুদ্ধবিরতি শুরুর পর ৯৮ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুদ্ধবিরতির পরও গাজায় নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এতে অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে যুদ্ধবিরতির পর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৯৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে হামাস ও ইসরায়েল মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। সবশেষ গাজা সিটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার বাহিনী। এতে অন্তত চার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদিকে হামাস ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে যুদ্ধবিরতির সফল বাস্তবায়নে ভীত বলে অভিযুক্ত করেছে এবং তার অবরোধের ফলে ইসরায়েলি বাসিন্দা ও বন্দিরা অনাহারে রয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যুদ্ধে ইসরায়েলের হামলায় মোট ৪৮ হাজার ৫২৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন এক লাখের বেশি। অন্যদিকে গাজায় যুদ্ধবিরতির নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওস প্রথম বিষয়টি প্রকাশ্যে আনে। তাদের প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট দিনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে সূত্রের বরাত দিয়ে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, উইটকফ ৫০ দিনের যুদ্ধবিরতি

২-এর পাতায় দেখুন

দুই বিভাগে ঝড় বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের দু'টি বিভাগে ঝড় বৃষ্টি হতে পারে অন্যত্র আকাশ থাকতে পারে মেঘলা। এছাড়া তাপমাত্রাও সামান্য বাড়তে পারে। শুক্রবার (১৪ মার্চ) এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক জানান, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। শনিবার (১৫ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা

২-এর পাতায় দেখুন

হাসিনাকে ফেরাতে জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্র ভাইরাল অডিওতে যা শোনা গেল

স্টাফ রিপোর্টার : সোশ্যাল মিডিয়ায় ১১ মিনিট ৯ সেকেন্ডের একটি অডিও রেকর্ড ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমকে দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলতে শোনা যাচ্ছে, দলের প্রধানকে (শেখ হাসিনা) কীভাবে দেশে ফেরানো যায় তার প্রস্তুতি নিন। মনে রাখবেন, যদি এক সঙ্গে হই, কোনো শক্তিই আমাদের দমাতে পারবে না। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশ থেকে পালিয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যা মামলা : হাইকোর্টের রায় আজ

স্টাফ রিপোর্টার : বহুল আলোচিত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় আজ রোববার রায় ঘোষণা করবেন হাইকোর্ট। গতকাল শনিবার মামলাটি বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চের কার্যতালিকায় রোববার রায় ঘোষণার জন্য রাখা হয়েছে। এর আগে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শেষে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমাণ রাখেন। আদালতে

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা রবিবার ॥ ১৬ মার্চ ২০২৫ ॥ ০২ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে কমেছে বিদেশী ঋণের প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড়

- সাত মাসে ৩৯৪ কোটি ডলারের বিদেশী ঋণের অর্থছাড় হয়েছে
- আর আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছাড় হয়েছিল ৪৪০ কোটি ডলার
- এই সময়ে বিদেশী ঋণের অর্থছাড় ৪৬ কোটি ডলার বা প্রায় ১০ দশমিক ৪৫ শতাংশ কমেছে

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে নতুন বিদেশী ঋণের প্রতিশ্রুতি কমার পাশাপাশি অর্থছাড়ও কমেছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ২৩৫ কোটি ডলারের বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় ঋণের প্রতিশ্রুতি এসেছে। আর গত অর্থবছরের একই সময় ৭১৭ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি এসেছিলো। এ সময় বিদেশী ঋণগ্রহণ নিয়ে ৮টি ও অনুদানের বিষয়ে ৩১টি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। তার মধ্যে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি ৯৪ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি এসেছে। তারপরই এডিবি সবচেয়ে বেশি ৭০ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের কাছ থেকে ৪৫ কোটি এবং এশিয়া ও জেইসির কাছ থেকে ১৬ কোটি ডলারের প্রতিশ্রুতি এসেছে। পাশাপাশি প্রতিশ্রুত বিদেশী ঋণের অর্থছাড়ও কমেছে। সাত মাসে ৩৯৪ কোটি ডলারের বিদেশী ঋণের অর্থছাড় হয়েছে। আর আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছাড় হয়েছিল ৪৪০ কোটি ডলার। এই সময়ে বিদেশী ঋণের অর্থছাড় ৪৬ কোটি ডলার বা প্রায় ১০ দশমিক ৪৫ শতাংশ কমেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ ছাড় করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। সংস্থাটির ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ১১০ কোটি ডলার। বিশ্বব্যাংক ছাড় করেছে ৮৭ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের কাছ থেকে এসেছে ৭৬ কোটি ডলার। তবে চীনের কাছ থেকে এ সময় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কোনো অর্থছাড় হয়নি। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ৬৯ কোটি ডলার এবং এশিয়া ও জেইসি থেকে ৪১ কোটি ডলারের ঋণ এসেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ইইউ ছাড়া কমেছে অন্য সব জায়গা থেকে বিদেশী ঋণের অর্থছাড়। অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বিদেশী ঋণের প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড় কমেছে। দেশের শিল্পোৎপাদন ও বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি নিম্নমুখিতা অর্থনীতিকে বেশ চ্যালেঞ্জে ফেলেছে। তাছাড়া দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও নাজুক। তাতে নতুন করে বিনিয়োগের ভরসা পাচ্ছেন না দেশী বিনিয়োগকারীরা। ফলে বিদেশী বহুপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় দাতারাও বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নতুন করে ঋণসহায়তার প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড়ের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি না হলে দাতাদের কাছ থেকে সামনের দিনগুলোয় তা আরো কমে আসতে পারে অর্থপ্রবাহ। সূত্র জানায়, বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণেই বিদেশী সহায়তা কমেছে। কারণ দেশের অর্থনীতি এক প্রকার স্থবির হয়ে আছে। অর্থনীতিসংশ্লিষ্ট সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে সংকট মোকাবেলায় ব্যস্ত রয়েছে। সংকট মোকাবেলা করতেই তারা সর্বশক্তি দিয়ে নিয়োজিত রয়েছে। এমন অবস্থায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কিংবা দীর্ঘ বা মধ্যমেয়াদি কোনো পদক্ষেপ বাস্তবায়নে নজর দেয়ার সুযোগ সীমিত। তবে চলমান ও স্বল্পকালীন ক্ষেত্রে বহুপক্ষীয় দাতাদের কাছ থেকে কিছু অর্থ ছাড় হতে পারে। তবে দ্বিপক্ষীয় দাতারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ

৭-এর পাতায় দেখুন

সালিশে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জের শাল্লায় পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ির আঙিনায় কাজ করার সময় তাকে মানিক লাল দাস (৩০) নামে একজন ধর্ষণের চেষ্টার করলে তার চিৎকারে লোকজন এগিয়ে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। ঘটনাটি সালিশের মাধ্যমে প্রভাবশালী মাতবররা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ভুক্তভোগীর পরিবার ও স্থানীয়রা জানান, গ্রামের তিন পাড়ার মাতবররা জড়ো হয়ে ভবিষ্যতে এসব না করার জন্য অভিযুক্ত যুবককে বলে দেন। মাতবরদের সামাজিক সালিশের রায় ভুক্তভোগী পরিবারের ও প্রতিবাদী মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। গ্রাম্য সালিশে ধর্ষণ স্বীকার করে রণজিৎ সরকার বলেন, স্থানীয় ইউপি সদস্য দ্বিজেন্দ্রসহ অনেকেই সালিশে উপস্থিত ছিলেন। তবে সেখানে বিষয়টি সমাধান হয়নি। স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনন্ত লাল দাস জানান, ঘটনাটি সালিশের মাধ্যমে সামাজিকভাবে শেষ, এটা তিনি শুনেছেন। তবে এ ধরনের ঘটনা সামাজিক সালিশে শেষ হলে অপরাধ প্রবণতা বাড়ার শঙ্কা রয়েছে। বিকাশ দাস জানান, বিষয়টি নিয়ে গ্রামে সালিশ বৈঠক হয়েছে। অভিযুক্ত মানিক লাল দাসকে সালিশি শাসন করে এ ধরনের ঘটনা না করার কথা বলেন উপস্থিত সালিশি ব্যক্তিরা। যদিও এরকম ঘটনা সালিশে শেষ করার কোনও অধিকার নেই গ্রামের মাতবরদের। তারপরও তারা সালিশ করে আইন অমান্য

৭-এর পাতায় দেখুন

দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য দূরীকরণে শরীয়াহ ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: ধর্ম উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্ম উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, যাকাত, সাদাকা ও ওয়াকফের মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করে শরীয়াহ ব্যাংকিং। এটি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আয় বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শনিবার (১৫ মার্চ) রাজধানীর বাড্ডায় ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক ব্যাংকিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকিং শুধু মুসলিম দেশেই নয়, বরং যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশেও জনপ্রিয় হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিসরেও এটি একটি নির্ভরযোগ্য ও লাভজনক ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। সারা দুনিয়ায় ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার ট্রানজেকশন হয় এ ব্যবস্থায়। ড. খালিদ হোসেন বলেন, ইসলামিক ফিন্যান্স একটি ন্যায়সঙ্গত ও নৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা সুদের পরিবর্তে লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে লেনদেন করে। এটি শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং যে কেউ ন্যায়সঙ্গত ও স্বচ্ছ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হতে পারে। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. আবুল কাশেম মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ উমর ফারুক। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দীন তালুকদার এবং সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের ফেলোস ফোরামের সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ শরীফ। এর আগে ধর্ম উপদেষ্টা নবনির্মিত ইনস্টিটিউট অব ফিন্যান্স, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইকোনোমিক্স ভবনের ফলক উন্মোচন করেন।

ধর্ষণ থেকে বাঁচতে অটোরিকশা থেকে লাফিয়ে কিশোরী আহত, আটক ২

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জের দিরাই পৌর এলাকা থেকে এক কিশোরীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ও তার সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই কিশোরী। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই কিশোরী তিন বান্ধবীর সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে দিরাই শহরে শপিংয়ে আসে। দুজন বান্ধবী কেনাকাটা শেষে আগেই বাড়ি চলে যায়। ভুক্তভোগী ওই কিশোরী সন্ধ্যায় কেনাকাটা শেষে বাড়ি ফেরার অটোরিকশায় ওঠে। এ সময় অটোরিকশার যাত্রী হয়ে ওঠে আরও দুই যুবক। পরে চালক গাড়িটি দিরাই বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ছেড়ে মেয়েটির গ্রামের বাড়ির সড়কে এলে চালককে গাড়ি থামিয়ে নামিয়ে দেওয়ার কথা বলে। চালক মেয়েটির কথা না শুনে জোরপূর্বক গাড়ি চালিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কিশোরীকে কয়েক কিলোমিটার দূরের গণিগঞ্জ এলাকায় নিয়ে আসে। এ সময় গাড়ির যাত্রীবেশী দুই যুবক কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ

৭-এর পাতায় দেখুন

সংসদে হবে মূল সংস্কার নাহিদকে ফারুক

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের উদ্দেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, আপনি গণপরিষদ, উপজেলা এসব বাদ দেন। নিজেদের জনপ্রিয়তা যাচাই করার জন্য গ্রামে-গঞ্জে যান এবং নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলে প্রার্থী দেন। সংসদে যান, সেখানেই হবে মূল সংস্কার। ভোটকেন্দ্রের সংস্কার করেন। আর যারা ভোট নেবে তারা যেন হাসিনার মতো রাতে ভোট না করে সে ব্যবস্থা করেন। শনিবার (১৫ মার্চ) জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে সামাজিক পরিবেশ ও মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত 'স্থিতিশীল রাষ্ট্র বিনির্মাণে জাতীয় নির্বাচন' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এনসিপির উদ্দেশে ফারুক বলেন, আপনারাতো আমার দলের নেতা তারেক রহমানের মতোই সংগ্রামের নেতা। এ নোবেল বিজয়ীকে সরকারে বসিয়ে দিয়ে একটি নির্বাচনের প্রতীক্ষা করছিলেন, তখনই মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিনের মতো আরেকটা ষড়যন্ত্র মনে হয় শুরু হওয়ার পথে। তিনি আরও বলেন, এ আন্দোলনকে হাজার হাজার মানুষ সহায়তা করেছে শুধুমাত্র একটি কারণে। সেটি হলো নির্বাচন। শেখ হাসিনা যে নির্বাচন শব্দটি বাংলাদেশ থেকে মুছে দিয়েছে, সেই নির্বাচনের জন্য জীবন দিয়েছে সাঈদ, মুগ্ধরা। এখন নির্বাচন নিয়ে আপনারা নতুন দল করে আবার বলেন গণপরিষদ। ফারুক বলেন, গণপরিষদ, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ এ কথাগুলো আসছে কেন জানেন? আমার সন্দেহ হচ্ছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন আমরা নাকি ওনার পাশে বসলে ওনার বুকের সাহস অনেক বেড়ে যায়। আবার আমরা যখন ওনার কাছ থেকে চলে আসি তখন নাকি উনি সাহস হারিয়ে ফেলেন। এ কথাগুলো সম্পর্কে জনগণ আমাদের বলে, আরেকটা ষড়যন্ত্র মোটাদাগে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশে। এ ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করে দেশে সাইদ-মুগ্ধের রক্তে অর্জিত দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার পরিকল্পনা চলছে। তিনি আরও বলেন, আমার নেতা তারেক রহমানের আশা এবং দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ চায় নিজের ভোট নিজে

৭-এর পাতায় দেখুন

পাবনায় শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে জামাইয়ের আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে রাকিব হোসেন (২২) নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার সাঁড়া ইউনিয়নের মাঝদিয়া বড় পাড়া এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সুরতাহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য নিহত ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে। মৃত রাকিব ঈশ্বরদী উপজেলার সাড়া ইউনিয়নের ইলশামাড়ি গ্রামের স্বপন আলী ছেলে। পেশায় তিনি একজন রিকশাচালক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার সাঁড়া ইউনিয়নের মাঝদিয়া বড়পাড়া এলাকার কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেনের মেয়ের সঙ্গে প্রায় ৮ মাস আগে বিয়ে হয় রিকশাচালক রাকিবের। বর্তমানে জলি কয়েক মাসের অন্তঃসত্ত্বা। গত শুক্রবার রাতে রাকিব শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে আসেন। রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েন। গতকাল শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাকিব স্ত্রী জলিকে দোকান

৭-এর পাতায় দেখুন

শিগগিরই প্রাথমিকের শূন্যপদে নিয়োগ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে দ্রুত সময়ের মধ্যে শূন্যপদে শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর কথা জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। শনিবার (১৫ মার্চ) সকালে পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের মাথায় রাখতে হবে আমরা যা করছি সবকিছুই শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষকদের বদলি ও পদায়নের বিষয় নিয়ে উপদেষ্টা বলেন 'কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবারের শিক্ষকদের বদলির বিষয়টি একটি স্বচ্ছতার মধ্যে নিয়ে আশা যায় সে বিষয়ে সরকার কাজ করছে। এরই মধ্যে শিক্ষকদের বদলির বিষয়টি অনলাইনে নিয়ে আশা হয়েছে।' পটুয়াখালী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোল্লা বখতিয়ার উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মিজানুল হক, পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বরিশালের বিভাগীয় পরিচালক নিলুফা ইয়াসমিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) যাদব সরকার বক্তব্য রাখেন।

দুদিনের সরকারি সফরে শনিবার সকালে পটুয়াখালী আসেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার।

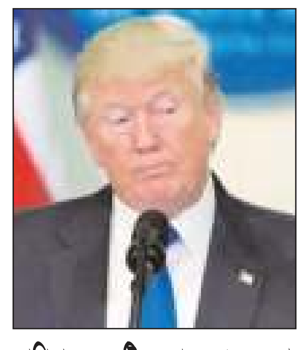

রাশিয়াসহ ৪৩টি দেশের ওপর ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার পরিকল্পনা ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্বের ৪৩টি দেশের নাগরিকদের জন্য ব্যাপক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারির কথা বিবেচনা করছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের দেখানো অভ্যন্তরীণ মেমো এবং এ বিষয়ে অবগত সূত্রের কাছ থেকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। নতুন নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে ট্রাম্প প্রশাসন এ উদ্যোগ নিয়েছে। রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, দেশগুলোকে আলাদা তিনটি দলে ভাগ করে একটি খসড়া তালিকা তৈরি করা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক মার্কিন

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা, কর্মসূচি থেকে সরে এলো বাম সংগঠনগুলো

স্টাফ রিপোর্টার : আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা এবং দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিবেচনায় পূর্ব-ঘোষিত গণমিছিল কর্মসূচি স্থগিত করেছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো। শনিবার দুপুরে শহীদ মিনারের পাদদেশে আয়োজিত একটি সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশ) সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দীন শুভ বলেন, পূর্ব-ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আমরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এলেও আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিবেচনায় আজকের গণমিছিল কর্মসূচিটি স্থগিত ঘোষণা করছি। নিশ্চয়ই আমরা শঙ্কিত নই; নারীদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের এ লড়াই আমরা চালিয়ে যাব। বাম ঘরানার আটটি সংগঠনের পক্ষ থেকে সারা দেশে হত্যা, ধর্ষণ, নিপীড়নের প্রতিবাদে ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অপসারণের

৭-এর পাতায় দেখুন

'বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়'ড় জীবনানন্দ দাশের বাংলার মুখ কবিতার লাইনের মতো বাংলার নদী-মাঠে ভাঁটফুলের সৌন্দর্য ঠিকরে পড়ে। পথের ধারে ঝোপঝাড়ে এই ফুল গাছ দেখা যায়। এই ফুলের সুবাসে মেতে থাকে চারপাশ। ছবিটি শনিবার রাজশাহীর পবা উপজেলা থেকে তোলা।

দুই দফা দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : ইনকিলাব মঞ্চ একমাসের কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ২৫ এপ্রিল শহীদি সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটি। শনিবার (১৫ মার্চ) রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এ ঘোষণা দেয় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। এর আগে বাম দলগুলোর গণমিছিল প্রতিহতের ঘোষণা দিয়ে শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হন তারা। বাধা পেয়ে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ফিরে এসে এ ঘোষণা দেন তিনি। শরিফ ওসমান হাদি বলেন, আমাদের ৫ দফা দাবি এখন দুই দফায় পরিণত হয়েছে। আমাদের দাবি হলো- জুলাই-পিলখানা ও শাপলা চত্বরের বিচার অতি দ্রুত শুরু করতে হবে এবং গণহত্যার দায়ে খুনিদের সংগঠন আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এ দাবিতে আগামী এক মাস আমরা প্রতিদিন লিফলেট বিতরণ ও

৭-এর পাতায় দেখুন

সিরাজগঞ্জে ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে কিশোর গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে ১৪ বছরের এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার দুপুরে পাবনার বেড়া উপজেলায় অভিযুক্তের মামার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিরাজগঞ্জ ডিবি পুলিশের এসআই নাজমুল হক জানান, বেড়া উপজেলার মামার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারের পর ওই কিশোরকে সিরাজগঞ্জ ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। আসামি কিশোর হওয়ায় বিকালে তাকে গাজীপুর কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে ৯ মার্চ রায়গঞ্জ উপজেলার ওই গ্রামে এ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। মাঝে চার দিন সামাজিকভাবে সালিশের নামে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে বৃহস্পতিবার রাতে ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে মামলা করেন। রায়গঞ্জ থানার ওসি আসাদুজ্জামান জানান, বাড়ির পাশে এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত একটি স্কুলে সাত বছর বয়সী শিশুটি পড়াশোনা করে। স্কুল ঘরের মালিকের স্ত্রী সেখানে শিক্ষকতা করেন। পাঠদানের পাশাপাশি স্কুলটিতে শিশুদের সাঁতার শেখানো হয়। ঘটনার দিন সকালে স্কুলে এলে ওই শিক্ষিকার ছেলে শিশুটিকে আরেকটি ঘরে ঢেকে নিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর শিশুটি ঘটনা জানালেও তার স্বজনরা বিষয়টি থানায় না জানিয়ে গোপন রেখেছিল। শিশুটি বর্তমানে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আজ রাজধানীর কয়েকটি এলাকায় গ্যাস থাকবে না

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কামারপাড়া ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকা থেকে বলাকা ভবন পর্যন্ত তিতাস গ্যাসের বিদ্যমান লাইন স্থানান্তরের জন্য কয়েকটি এলাকায় ছয় ঘণ্টা সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শনিবার (১৫ মার্চ) সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের জরুরি গ্যাস শাটডাউন বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) আওতাধীন এমআরটি লাইন-১ এর ভূগর্ভস্থ স্টেশনের (বিমানবন্দর ও খিলক্ষেত) অ্যালাইনমেন্ট থেকে

৭-এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক নারীসহ তিন জন নিহত ও দুই জন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকাল সোয়া ৮টায় উপজেলার মাওনা-ফুলবাড়ী সড়কের নামাশুলাই এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- সিএনজিচালক ওবায়দুল ও অজ্ঞাত এক নারী (৫৬) ও অজ্ঞাত এক বৃদ্ধ (৭০) নিহত হয়। এ ঘটনায় দুই জন আহত হয়েছেন। আহতদের পরিচয়ও প্রাথমিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে কালিয়াকৈরের থানার এসআই কামরুল হাসান জানান, শ্রীপুরের মাওনা চৌরাস্তা থেকে যাত্রী পাঁচ যাত্রী নিয়ে কালিয়াকৈরে আসছিলেন দুর্ঘটনাকবলিত ওই অটোরিকশা। মাওনা-ফুলবাড়ী সড়কের কালিয়াকৈর উপজেলার নামাশুলাই পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শ্রীপুরগামী ইটভর্তি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সিএনজি দুমড়েমুচড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই চালকসহ তিন জন

৭-এর পাতায় দেখুন

তিন মাসে ব্যাংকের হিসাবেই কোটিপতি বেড়েছে ৪৯৫৪ জন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ব্যাংক খাতে আমানতের পরিমাণ বাড়ছে, একই সঙ্গে কোটিপতি হিসাবের (ব্যাংক একাউন্ট) সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে ১ কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছেড় এমন ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২২ হাজার ৮১টি, যা তিন মাসে বেড়েছে ৪ হাজার ৯৫৪টি। তিন মাসে ব্যাংকে নতুন হিসাব ১২ লাখ, আমানত বেড়েছে ৪৫ হাজার কোটি টাকা

ব্যাংক খাতের সামগ্রিক হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিন মাসে মোট হিসাব সংখ্যা বেড়েছে ১২ লাখ ১৯ হাজার ২৭৭টি, আর আমানত বেড়েছে ৪৫ হাজার ৬২৮ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশে মোট ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি ৩২ লাখ ৪৭ হাজার ৫৩২টি। এর আগে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর শেষে ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ২০ লাখ ২৮ হাজার ২৫৫টি। অর্থাৎ তিন মাসে নতুন হিসাব খোলা হয়েছে ১২ লাখ ১৯ হাজার ২৭৭টি। এ সময়ে ব্যাংকে আমানতের পরিমাণও বেড়েছে। ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখ ৮৩ হাজার ৭১১ কোটি টাকা, যা সেপ্টেম্বরের তুলনায় ৪৫ হাজার ৬২৮ কোটি টাকা বেশি। অর্থাৎ দেশের ব্যাংকগুলোতে আমানত বাড়ছে, সঙ্গে নতুন হিসাব খোলার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এর আগে গত বছরের জুন প্রান্তিকে কোটি টাকার বেশি

৭-এর পাতায় দেখুন

মৌলভীবাজারে হঠাৎ শিলাবৃষ্টি, ফসলের ব্যাপক ক্ষতির শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : মৌলভীবাজারের বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এতে কৃষকের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে তরমুজ ও পেঁয়াজ জাতীয় ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। জুড়ী উপজেলার কৃষক ইসলাম উদ্দিন বলেন, হঠাৎ করে বৃহস্পতিবার রাতে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এতে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছি। বিশেষ করে বর্তমানে শীতকালীন সবজির ক্ষতি হয়েছে। প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা যায়নি। তবে জুড়ীতে শিলাবৃষ্টি বেশি সময় স্থায়ী হয়নি যার কারণে ফসলের ক্ষতির পরিমাণ খুব একটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। বড়লেখা উপজেলার আব্দুল্লাহ আল মাহবুব বলেন, রাতে বড়লেখা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর শিলাবৃষ্টি হয়েছে। ফাল্গুন মাসের একেবারে শেষের দিকে এসে এই বৃষ্টিতে টিনের ঘরের ব্যাপক ক্ষতি

৭-এর পাতায় দেখুন

নওগাঁর টুপি যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে আসছে শত কোটি টাকা

নওগাঁ প্রতিনিধি : রপ্তানিযোগ্য টুপি তৈরিকে কেন্দ্র করে নওগাঁয় কর্মসংস্থান বাড়ছে নারীদের। অবসর সময়ে টুপি তৈরি করে সংসারে সচ্ছলতা ফিরেছে অন্তত ৪০ হাজার নারীর। জেলায় তৈরি এসব টুপি রপ্তানি হচ্ছে ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। যেখান থেকে প্রতি বছর শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা। তবে এ কাজে সম্পৃক্ত নারীদের অনেকেরই অভিযোগ তারা মজুরি বৈষম্যের শিকার। সম্ভাবনাময় এ খাতকে আরও এগিয়ে নিতে উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি নারী কারিগরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। উদ্যোক্তাদের তথ্যমতে, রপ্তানিযোগ্য এসব টুপিতে চেইন, দেওয়ান, বোতাম, গুটিদানা ও মাছকাটা নামে পাঁচ ধরনের সেলাই করা হয়। আকর্ষণীয় এসব টুপি ওমানের জাতীয় টুপি নামে পরিচিত হলেও সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচের বিভিন্ন দেশে এর চাহিদা রয়েছে। এসব দেশে প্রতি বছর নওগাঁ থেকে অন্তত শত কোটি টাকার টুপি রপ্তানি করেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা। টুপি তৈরির এ কর্মযজ্ঞ দেখতে শুক্রবার (১৪ মার্চ) দুপুরে সরেজমিন নওগাঁ সদর উপজেলার বর্ষাইল ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে গেলে

দেখা যায়, ওই গ্রামের নারীরা বাড়ির উঠানে বসে দলবদ্ধভাবে টুপি তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। সাদা কাপড়ের ওপর সুইয়ের সাহায্যে বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়ে নকশার ওপর ফুল তুলছেন তারা। গ্রামীণ এসব নারীদের সুইয়ের ফোঁড়ে নান্দনিক নকশা ফুটে উঠছে একেকটা কাপড়ে। কয়েক হাত বদলের পর বিশেষ কায়দায় সেলাই ও ভাঁজ করে এই কাপড় দিয়ে বানানো হচ্ছে চেইন, দেওয়ান, বোতাম, গুটিদানা ও মাছকাটা নামে পাঁচ ধরনের টুপি। অবসর সময়ে হাতখরচের টাকা জোগাড় করতে ক্ষুদ্র এ শিল্পে যোগ দিয়েছে স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীরাও। ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের গৃহবধূ লিপি বেগম বলেন, ভালো মানের একটি গুটিদানা টুপি তৈরিতে ১৫ থেকে ২০ দিন সময় লেগে যায়। সংসারে কাজের পাশাপাশি এই টুপি তৈরি করে মানভেদে দেড় হাজার থেকে ২ হাজার টাকা

৭-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে তর্ক, বিএনপি কর্মী গুলিবিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের চৌগাছায় আওয়ামী লীগ কর্মী ইমরানের গুলিতে বিএনপি কর্মী আজগর হোসেন (২৫) আহত হয়েছেন। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় এবং ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, ২ রাউন্ড তাজা গুলি ও ১ রাউন্ড গুলির খোসা উদ্ধার করে। গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে চৌগাছা উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামের একটি চায়ের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত আজগর ফুলসারা ইউনিয়নের সৈয়দপুর গ্রামের বিএনপি নেতা আব্বাস আলীর ছেলে। ইমরান একই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালামের ছেলে। আহতের ফুফাতো ভাই বিপুল হোসেন বলেন, শেখ হাসিনার দেশে ফেরা না ফেরা নিয়ে সন্ধ্যায় ইউপি সদস্য কবীর হোসেনের বাবা আওয়ামী লীগ নেতা আলতাফ হোসেনের সঙ্গে বিএনপি কর্মী ওলিয়ার রহমান এবং গুলিবিদ্ধ আজগরের বাবা ওয়ার্ড

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে

হয়েছে। তাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি। সাহায্যে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আপনারাও তাদের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে তাদের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, দল ও ব্যক্তিস্বার্থ অগ্রাধিকার না দিয়ে ইসলাম, দেশ ও মানবতার দিকে অগ্রাধিকার দিন। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বরিশাল মহানগর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ লোকমান হাকিমের সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম আরও বলেন, যদি মুসলমান হয়ে থাকি তাহলে সৃষ্টিকর্তা আমার কাজে বেজার না খুশি এতটুকু চিন্তা থাকবে। একজন মানুষ কখনোই আরেকজনকে কষ্ট দিতে পারবে না। মিথ্যা বলতে পারবে না। দেশের সম্পদ লুট করতে পারবে না। অর্থ পাচার করতে পারবে না। একটি মিথ্যা কেসের মাধ্যমে একটি সংসার ধ্বংস করতে পারবে না। একটি মানুষ রাস্তায় নামলেই গুম করবে না। ঘরে থাকলেও খুন করবে না। হাজার হাজার মায়ের কোল সন্তানহারা করতে পারবে না। রমজান মাসের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা নিতে হবে মন্তব্য করে তিনি বলেন, গত ৫ আগস্টের পর দেশে একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এখন যদি আমরা একত্র হতে পারি তাহলে দেশটা একটা সুন্দর ভাবে গড়ে উঠতে পারে। মাহফিলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দিয়েছেন।

বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যা

রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কে বি রুমি। তাদের সঙ্গে ছিলেন সরকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার সুমাইয়া আজিজ ও জামিউল হক ফয়সাল। আসামিপক্ষে ছিলেন আইনজীবী এস এম শাহজাহান ও আইনজীবী শিশির মনির। গত ১০ ফেব্রুয়ারি বহুল আলোচিত বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শুরু হয়। ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে বুয়েটের শের-ই-বাংলা হলে আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় ১৯ জনকে আসামি করে পরের দিন ৭ অক্টোবর চকবাজার থানায় একটি হত্যা মামলা করেন নিহতের বাবা বরকত উল্লাহ। মাত্র ৩৭ দিনে তদন্ত শেষ করে একই বছরের ১৩ নভেম্বর চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিদর্শক মো. ওয়াহিদুজ্জামান। পরে ২০২১ সালের ৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় ২০ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৫ জনের যাবজ্জীবনের আদেশ দেন আদালত। ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক আবু জাফর মো. কামরুজ্জামানের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলো, বুয়েট ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রাসেল (সিই বিভাগ, ১৩তম ব্যাচ), সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান রবিন (কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ১৫তম ব্যাচ), তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক অনিক সরকার অপু (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৫তম ব্যাচ), সাহিত্য সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির (ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৬তম ব্যাচ), ক্রীড়া সম্পাদক মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৫তম ব্যাচ), উপসমাজসেবা সম্পাদক ইফতি মোশাররফ সকাল (বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, ১৬তম ব্যাচ), সদস্য মুনতাসির আল জেমি (এমআই বিভাগ), সদস্য মোজাহিদুর রহমান (ইইই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ), সদস্য হোসেন মোহাম্মদ তোহা (এমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), সদস্য এহতেশামুল রাব্বি তানিম (সিই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), শামীম বিল্লাহ (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), মাজেদুর রহমান মাজেদ (এমএমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), খন্দকার তাবাক্কারুল ইসলাম তানভীর (মেকানিক্যাল, ১৭তম ব্যাচ), মুহাম্মদ মোর্শেদ-উজ-জামান মণ্ডল জিসান (ইইই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ), এস এম নাজমুস সাদাত (এমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম (এমই বিভাগ, ১৭তম ব্যাচ), মিজানুর রহমান (ওয়াটার রিসোর্সেস, ১৬ ব্যাচ), শামছুল আরেফিন রাফাত (মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং), উপ-দপ্তর সম্পাদক মুজতবা রাফিদ (কেমিকৌশল) এবং এসএম মাহমুদ সেতু (কেমিকৌশল)। যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ৫ আসামি হলেন, বুয়েট ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মুহতাসিম ফুয়াদ (১৪ তম ব্যাচ, সিই বিভাগ), গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক ইসতিয়াক আহমেদ মুন্না (মেকানিক্যাল, তৃতীয় বর্ষ), আইন বিষয়ক উপ-সম্পাদক অমিত সাহা (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), সদস্য আকাশ হোসেন (সিই বিভাগ, ১৬তম ব্যাচ) ও মোয়াজ আবু হোরায়রা (সিএসই, ১৭ ব্যাচ)। এরপর ২০২২ সালের ৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যা মামলায় ২০ জনের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদনের জন্য ডেথ রেফারেন্স ও মামলার নথি হাইকোর্টে আসে। ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ থেকে ৬ হাজার ৬২৭ পৃষ্ঠার ডেথ রেফারেন্স ও মামলার যাবতীয় নথি হাইকোর্টের ডেথ রেফারেন্স শাখায় পাঠানো হয়।

হাসিনাকে ফেরাতে জাহাঙ্গীরের

যাওয়া জাহাঙ্গীরের এমন কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে এরইমধ্যে সরব হয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতারা। তারা বলছেন, আওয়ামী লীগ একটি সন্ত্রাসী রাজনৈতিক দল। বিদেশে থেকে তারা দেশকে সংকটের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। এজন্যই দেশের অভ্যন্তরে পালিয়ে থাকা নেতাদের এসব নির্দেশনা দিচ্ছে। সবার ঐক্যমতের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের এসব অপকর্ম প্রতিহত করতে হবে। এদিকে ভাইরাল হওয়া সেই অডিওতে সাবেক গাসিক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমকে বলতে শোনা যায়, 'পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাদের বাড়ির মধ্যে গুছিয়ে দেবে না। আমাদের নেতা (শেখ হাসিনা) তার কাজ তিনি করছেন। আমাদের যে কাজ, তা আমাদেরই করতে হবে। নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে হবে। আপনাদের কী করতে হবে, ২৪ ঘণ্টা আগেই তা জানিয়ে দেওয়া হবে। যা বলা হবে-আপনারা নিজ নিজ জায়গা থেকে পালন করবেন। দ্রুতই আপনাদের সিদ্ধান্ত জানানো হবে।' তিনি আরও বলেন, 'শকুনেরা দেশ দখল করছে। তাদের দখল থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের শৃঙ্খল থাকতে হবে। আমাদের দলের প্রধানকে কীভাবে দেশে আনা যায়, সেজন্য সবার মধ্যে ঐক্য, সততা ও সাহসের জায়গাটা থাকতে হবে। আমরা ১ লাখ মানুষ যদি এক সঙ্গে হই, কোনো শক্তিই আমাদের দমাতে পারবে না। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নিজের অবস্থান তৈরি করতে পারলে সারাদেশে অবস্থান হয়ে যাবে।' সবশেষে জাহাঙ্গীর বলেন, 'শুধু ছাত্রলীগে ৩৬ লাখ নেতা থাকার কথা। আওয়ামী লীগের সব সহযোগী সংগঠন মিলে ১ কোটি ৭২ লাখ নেতা পদে থাকার কথা ছিল। কিন্তু কী কারণে হয়নি আপনারা সবাই জানেন। আমাদের ভুলত্রুটি ছিল, তা-ও সবাই জানি। আমরা সবাই কেন্দ্রীয় ও আন্তর্জাতিক নেতা হয়েছি। কিন্তু নিজের ওয়ার্ডের খবর জানি না। নিজের ওয়ার্ডে অন্য কেউ অবস্থান করে দেবে না। নিজ নিজ ওয়ার্ডে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে হবে। তাহলে সারাদেশেই আমাদের অবস্থান হয়ে যাবে।' এ বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন গণমাধ্যমকে বলেন, পতিত ফ্যাসিস্টরা নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত। ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের এ চক্রান্ত মোকাবিলা করতে হবে। না হলে তারা আত্মগোপনে থেকে অপরাধমূলক কাজ চালিয়ে যাবে এবং দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করবে। প্রসঙ্গত, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট দেশ থেকে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। তার সঙ্গে পালিয়ে যান দলটির শীর্ষসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক নেতাকর্মী। যারা আত্মগোপনে থেকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। তাদেরই একজন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম। যাকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

দুই বিভাগে ঝড় বৃষ্টির আভাস

আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শনিবার সন্ধ্যা থেকে রোববার (১৬ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। রোববার সন্ধ্যা থেকে সোমবার (১৭ মার্চ) সন্ধ্যা পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিনের সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের শেষের দিকে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

যুদ্ধবিরতি শুরুর পর ৯৮

প্রস্তাব দিয়েছেন। এক্সিওসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউজের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ গাজার যুদ্ধবিরতি চুক্তি কয়েক সপ্তাহ বাড়ানোর জন্য একটি পরিমার্জিত মার্কিন প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে অবগত চারটি সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছে, এই ধাপে হামাস বাকি জিম্মিদের মুক্তি দেবে এবং গাজায় মানবিক সহায়তা পুনরায় চালু করা হবে। পরিমার্জিত এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, ইসরায়েল ও হামাস যুদ্ধবিরতি মেয়াদ বাড়ানোর সময় গাজায় একটি দীর্ঘমেয়াদি অস্ত্রবিরতির ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাবে। যদি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি হয়, তাহলে বর্ধিত যুদ্ধবিরতির শেষ দিনে বাকি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে, যা দীর্ঘমেয়াদি অস্ত্রবিরতির আগে ঘটবে।

ধর্ষকের বিচার ৯০ দিনে নয়, সাত

সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের নায়েবে আমির সাবেক এমপি ড. মো. শহীদুল্লাহ তাহের, নির্বাহী পরিষদের সদস্য মো. মোবারক হোসেন। কবর জিয়ারত শেষে সোনাইকুন্ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ড. শফিকুর রহমান বলেন, দেশে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ যে করবে দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই তার শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। দেশের আইনের প্রতি সবার শ্রদ্ধাশীল থাকার কথা বলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, অনেকেই বলেছেন ৯০ দিনের মধ্যে দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে এ ঘটনার বিচার হবে, কিন্তু আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই এই শিশু ধর্ষণের ঘটনায় আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি। যারা ধর্ষণের মতো জঘন্যতম কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমরা সামাজিকভাবে তাদের বয়কট করি। তিনি আছিয়ার কবর জিয়ারত করে তাদের বাড়িতে যান কিন্তু সেখানে আছিয়ার মা কিংবা পরিবারের কেউ ছিলেন না। যে কারণে তাদের সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারেন নি।

ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালালে

'সরকারি রাস্তা দখল করে মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করা চলবে না। আগামী ২৩ মার্চ আমি নিজেই ৬০ ফিটের আটটি পয়েন্টে উপস্থিত থাকবো এবং অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সমাধান করবো।' সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পহেলা বৈশাখের আগেই ডিএনসিসি এলাকায় চলমান সব রাস্তার সংস্কারকাজ শেষ করা হবে। প্রয়োজনের তুলনায় লোকবল কম থাকলেও রাতেও কাজ চলছে।'

আছিয়া ধর্ষণ-হত্যায় অভিযুক্তদের

বলেন, শিশু ধর্ষণে অভিযুক্ত হিটু শেখের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর পুলিশ কয়েক দফা সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বিক্ষুব্ধদের প্রতিরোধের মুখে সেটি সম্ভব হয়নি। তবে গ্রামের নিরীহ সাধারণ মানুষের জানমালের যাতে কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। আট বছরের শিশুটি ৫ মার্চ মাগুরায় বোনের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে গভীর রাতে ধর্ষণের শিকার হয়। শিশুটিকে প্রথমে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে তার অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। পরে বৃহস্পতিবার রাতে অচেতন অবস্থায় শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে গত শুক্রবার রাতে শিশুটিকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। অবস্থার আরও অবনতি হলে গতকাল শনিবার বিকালে শিশুটিকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল। গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। এর আগে বুধবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় চারবার ও বৃহস্পতিবার আরও দু'বার 'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট' (আকস্মিকভাবে হৃৎস্পন্দন বন্ধ) হয় শিশুটির। ওই দিনই হেলিকপ্টারে করে তার লাশ নিজ গ্রামে নেওয়া হয়। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। ধর্ষণের ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে চার জনের নামে মামলা করেন। এই ঘটনায় শিশুটির ভগ্নীপতি সজিব (১৮), সজীবের ভাই রাতুল (১৭), তাদের বাবা হিটু মিয়া (৪২) ও মা জাবেদা বেগমকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি

বিরাজনীতি করণের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের মা-বোনদের ওপর প্রতিনিয়ত নির্যাতন করছে। খুন ও ধর্ষণ মহামারি আকার ধারণ করেছে। নারীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছে। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উল্টো তাদের ফুলের মালা গলায় দিয়ে বরণ করা হচ্ছে। তারা কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের অপসংস্কৃতি যদি আগের মতো আবার চালু হয়, তাহলে বাংলাদেশের অবস্থা হবে ভয়াবহ। আজ নতুন নতুন স্লোগান দিয়ে আমাদের আবারও বিভাজিত করার চেষ্টা চলছে। মুক্তিযোদ্ধারা বেঁচে থাকতে বাংলাদেশকে পেছনে ঠেলে দিতে পারি না। এখানে কোনও অন্যায় আবদার প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। অবিলম্বে এসব কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে তিনি সরকারকে আহ্বান জানান। প্রতিটি রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবিও জানান তিনি।

ঈদ টার্গেট করে জালনোট তৈরি

উদ্দিন বলেন, জালনোটের ব্যবসায়ীদের ধরতে বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদবর বাজারের বুড়িগঙ্গা গণপাঠাগার সমাজকল্যাণ সংস্থার সামনে বেড়িবাঁধে চেকপোস্ট বসায় পুলিশ। দুপুর দেড়টার দিকে একটি অটোরিকশায় জাল টাকার ব্যবসায়ীরা সেখানে পৌঁছালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। পরে সুমন, সুলতানা ও হানিফ গাজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের দেহ তল্লাশি করে ১০০০ ও ৫০০ টাকার মোট চার লাখ টাকার জালনোট উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই দিন বিকেলে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের কদমতলীর গ্যাস লাইন এলাকায় সুমনের ভাড়া বাসা থেকে ১৬ লাখ টাকার জালনোট, একপাশে ছাপানো ৯ লাখ ৭৬ হাজার টাকার জালনোট, একটি সিপিইউ, একটি মনিটর, একটি কালার প্রিন্টার, জালনোট তৈরির ১০টি ডাইস, তিনটি আঠার কৌটা, দুটি ফয়েল পেপার রোল, পাঁচটি কালির কৌটা, একটি রাবার কাটার, দুটি কাগজ ছিদ্র করার ভাইস ও জাল নোট তৈরির কাজে ব্যবহৃত এক বস্তা সাদা কাগজ উদ্ধার করা হয়। লালবাগ বিভাগের ডিসি জানান, গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানো হলে প্রত্যেকের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়েছে। তাদের চক্রে আরও সদস্য আছে কিনা রিমান্ডে জানতে চাওয়া হবে। যেভাবে জাল টাকা বাজারে ছাড়তো গ্রেপ্তার আসামিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে পুলিশ কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন বলেন, গ্রেপ্তার তিনজনই অভ্যাসগত জাল টাকা প্রস্তুতকারী। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের জালনোট তৈরি করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করত। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কারও নাম না বললেও তারা জানিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় সরবারহ করতো নোটগুলো। তাদের ভাষায় বি-গ্রেড মানের এক লাখ টাকার সমমানের এক হাজার টাকার বান্ডিল ৯-১০ হাজার টাকায় বিক্রি করে। যেটা হাত দিয়ে ধরলে অনেক বেশি সচেতন না থাকলে বুঝারও উপায় নেই।

সাবেক উপাচার্য আরেফিন সিদ্দিকের

জানানো হয়, পরিবারের সিদ্ধান্তক্রমেই অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকের জানাজা ও দাফনের স্থান নির্ধারণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিবারের এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানায়। প্রসঙ্গত, অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অসুস্থ হয়ে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের নিউরোসায়েন্স ইউনিটের আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার পরের দিন গত শুক্রবার উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান হাসপাতালে তাকে দেখতে যান এবং তার শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার পরিবার এবং পারিবারিক বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। ইন্তেকালের পর উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এবং প্রশাসনের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা মরহুমের জানাজা ও দাফন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং দাফন প্রক্রিয়ায় সার্বিক সহযোগিতা দেন।

রমজান বিষয়ক ফতোয়া

অর্থাৎ ব্যাপক। তিনি বলেছেন : "মিছওয়াক মুখকে পবিত্র ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। (নাসায়ী, আয়েশা (রা:) থেকে) তিনি আরো বলেছেন : "যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হত তা হলে আমি প্রত্যেক সালাতে মিছওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম) আর এ হাদীস জোহর ও আছরের সালাতকেও শামিল করে। কারণ এ দু সালাত দুপুরের পরেই হয়ে থাকে।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বিক্রি হচ্ছে

। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈদযাত্রার অগ্রিম টিকিট একজন যাত্রী সর্বোচ্চ একবার কিনতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে চারটি আসন সংগ্রহ করতে পারবেন। কোনো টিকিট রিফান্ড করা যাবে না।

জাতিসংঘ মহাসচিব সংস্কারের

দিচ্ছি। ইতোমধ্যে আমাদের সঙ্গে একটা বৈঠক হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিবকে আমরা আমাদের টাইম ফ্রেমটা দিতে যাব কেন?

যান্ত্রিক ক্রটিতে ফ্লাইট বাতিল ও

দিয়ে ফ্লাইট পরিচালনার সময় উইন্ডশিল্ডে ফাটলের দুটি ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া অন্তত দুই দফায় কারিগরি ক্রটি দেখা দিয়েছে। যার জন্য ফ্লাইটে বিলম্ব, এমনকি যাত্রা বাতিলও হয়েছে। বিশ্বব্যাপীই হঠাৎ উচ্চতা হারানো ছাড়াও আকাশে থাকা অবস্থায় উইন্ডশিল্ডে ফাটলের ঘটনাও ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজে বেশি ঘটছে। সূত্র জানায়, বাংলাদেশ বিমানের বহরে ২০১৮-২০১৯ সালে বোয়িংয়ের ছয়টি ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ যুক্ত হয়েছে। গত ২০ জানুয়ারি বিমানের ঢাকা-দাম্মাম ফ্লাইট পরিচালনাকালে বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পর উড়োজাহাজটির উইন্ডশিল্ডে ফাটল দেখা দেয়। ২ ঘণ্টা পর বিমানটি আবার ঢাকায় জরুরি অবতরণ করানো হয়। আর গত ৮ সেপ্টেম্বর রাতেও দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করা বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ফ্রন্ট উইন্ডশিল্ডে ফাটল ধরা পড়ে। ঝুঁকি এড়াতে ফ্লাইটটি আবার দুবাই বিমানবন্দরে ফিরিয়ে নেয়া হয়। পরদিন উদ্ধারকারী উড়োজাহাজ পাঠিয়ে ওই ফ্লাইটের ২৪৪ যাত্রীকে ঢাকায় আনা হয়। শুধু উইন্ডশিল্ডে ফাটল নয়, গত বছর ফ্লাইট পরিচালনার সময় বিমানের ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজে অন্তত দুটি যান্ত্রিক ক্রটির ঘটনা ঘটেছে। গত ২৩ এপ্রিল চট্টগ্রাম থেকে দুবাইগামী একটি ফ্লাইট যান্ত্রিক ক্রটি সারিয়ে প্রায় ১৯ ঘণ্টা পর চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে। ১৪ মে ঢাকা-টরন্টো ফ্লাইটে যান্ত্রিক ক্রটি দেখা দিলে ভারতের আকাশসীমা থেকে সেটিকে ফিরিয়ে আনা হয়। সূত্র আরো জানায়, বিমানের বহরে থাকা শুধু ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ নয়, বোয়িং ৭৩৭-৮, ৭৭৭-৩ ও ড্যাশ-৮ মডেলের উড়োজাহাজেও ঘন ঘন যান্ত্রিক ক্রটি দেখা দিচ্ছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া একটি ফ্লাইট যান্ত্রিক ক্রটির কারণে ভারতের নাগপুরে জরুরি অবতরণ করে। ওই ফ্লাইটটিতে ৩৯৫ জন যাত্রী ছিলো। উড্ডয়নের প্রায় ২ ঘণ্টা পর একটি টেকনিক্যাল সিগন্যাল পাওয়ার পর ফ্লাইটটি ভারতের নাগপুরে জরুরি অবতরণ করে। মূলত উড়োজাহাজের বয়স বাড়ার সাথে যান্ত্রিক ক্রটি দেখা দেয়ার প্রবণতা বাড়ে। বোয়িংয়ের উড়োজাহাজগুলোর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ প্রথম পাঁচ-সাত বছর ভালো সার্ভিস দিলেও তারপর নষ্ট হতে শুরু করে। এ বিষয়ে বিমানের রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব দেয়া জরুরি।

পাকিস্তান থেকে এলো ২৬ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল

স্টাফ রিপোর্টার : পাকিস্তান থেকে ২৬ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন আতপ চাল নিয়ে একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। জাহাজে আসা চালের নমুনা পরীক্ষা শেষে সেগুলো খালাসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল শনিবার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলামের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ৩১ জানুয়ারি সম্পাদিত জি টু জি চুক্তির আওতায় পাকিস্তান থেকে ২৬ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন আতপ চাল নিয়ে এমভি মরিয়ম জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। এর আগে গত ৫ মার্চ পাকিস্তান থেকে সরকারি উদ্যোগে আমদানি করা চালের প্রথম চালান নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ভেড়ে 'এমভি সিবি' নামে পাকিস্তানি পতাকাবাহী একটি জাহাজ। প্রথম চালানে এসেছে ২৬ হাজার ২৫০ মেট্রিক টন চাল। খাদ্য বিভাগের চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের দফতর জানিয়েছে, পাকিস্তান থেকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল আমদানি নিয়ে গত ১৪ জানুয়ারি ঢাকায় সরকারি পর্যায়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়।

টাঙ্গাইলে আলুর ট্রাক উল্টে শ্রমিক নিহত, থানার ওসিসহ আহত ৬

স্টাফ রিপোর্টার : টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে মহাসড়কের ওপর উল্টে পড়া আলুর ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কায় এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এতে ঘটনাস্থলে থাকা গোড়াই হাইওয়ে থানার ওসিসহ আহত হয়েছেন ছয় জন। তাদের উদ্ধার করে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতের নাম ইলিয়াস। তার বাড়ি রংপুর বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত শুক্রবার দিনগত রাত ৩টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মির্জাপুর বাইপাস এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। হাইওয়ে পুলিশ জানায়, মির্জাপুর বাইপাস এলাকায় উত্তরবঙ্গ থেকে আসা আলুর ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের ওপর উল্টে যায়। পরে ট্রাক উদ্ধার ও আলু অন্য ট্রাকে তোলার সময় পেছন থেকে আরেকটি ট্রাক এসে ধাক্কা দেয়। এতে ইলিয়াস নামের এক শ্রমিক মারা যান। এ সময় ট্রাকের পাশেই থাকা গোড়াই হাইওয়ে থানার ওসি মাসুদ খান ও আরও তিন পুলিশসহ ছয় জন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোড়াই হাইওয়ে থানার এসআই সিরাজ জানান, ওসিসহ চারজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তাদের কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় এক শ্রমিক মারা গেছে।

চা বাগানে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক আটক

স্টাফ রিপোর্টার : মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ধর্ষণের অভিযোগে রাজেন রায় (২৪) নামে এক যুবককে আটক করেছে বড়লেখা থানা পুলিশ। গত শুক্রবার বিকালে বড়লেখার নিউ সমনবাগ চা বাগানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। বড়লেখা থানার ওসি আবুল কাশেম সরকার বলেন, বৃহস্পতিবার নিউ সমনবাগ চা বাগানের এক তরুণীকে (২১) ধর্ষণ করা হয়েছে বলে একটি সংবাদ পাই। তার ভিত্তিতে অভিযুক্ত রাজেন রায়কে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার এম কে এইচ জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, নারীদের প্রতি যেকোনও যৌন হয়রানি বা সহিংসতার বিরুদ্ধে মৌলভীবাজার জেলা পুলিশ জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না।

মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় যুবক আটক

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে মন্দিরে ঢুকে প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় জাকির হোসেন (২৬) নামের যুবককে আটক করেছে পুলিশ।। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় যুবক জাকির হোসেনকে চরমোহনা গ্রাম থেকে আটক করা হয়। জাকির হোসেন চরমোহনা ইউপির ৯নং ওয়ার্ডের দিনমজুর মনির আহাম্মদের ছেলে। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় শহরের মুড়িহাটা এলাকার শ্রী শ্রী মহামায়া মন্দিরে ভাঙচুরের এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ আটক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। গতকাল শনিবার সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হবে। মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মন্দিরের পুরোহিত চলে যান। পরে রাতে এসে মন্দিরের ভেতর ভাঙাচোরা প্রতিমা দেখতে পেয়ে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে জানান। খবর পেয়ে তারা এসে দেখেন প্রতিমা ভাঙা অবস্থায় আছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, মুখে কাপড় বাঁধা এক যুবক মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমা ভেঙে চলে যায়। রায়পুর থানার ওসি নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া জানান, প্রতিমা ভাঙার ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে প্রতিমাগুলো ভেঙেছে তা বের করার জন্য পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কুষ্টিয়ায় তামাক ক্ষেতে পড়ে ছিল নারীর লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের মশান গ্রামে তামাকের একটি ক্ষেত থেকে সন্দশী বালা দাসী (৫০) নামে এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সকালে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত সন্দশী বালা দাসী বারুইপাড়া ইউনিয়নের ঋষি পাড়ার ঝন্টু দাসের স্ত্রী। পাতা কুড়াতে গিয়ে বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিলেন এ নারী। পুলিশ ধারণা করছে, শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য জিন্নাহ আলী খান বলেন, গত শুক্রবার বিকেলে পাতা কুড়াতে বাড়ি থেকে পার্শ্ববর্তী মাঠের দিকে যান সন্দশী বালা দাসী। এরপর আর ফিরে না আসায় খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। গতকাল শনিবার সকালে তামাক ক্ষেতে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখতে পান স্থানীয় কৃষকরা। তিনি জানান, ওই নারীর কানে স্বর্ণের দুল ছিল। ঘটনাস্থলের আশেপাশে প্রতিনিয়ত মাদকসেবীদের আড্ডা বসে। হয়তোবা দুল ছিনিয়ে নিতে চিনে ফেলায় এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মিরপুর থানার ওসি মমিনুল ইসলাম জানান, স্থানীয়দের দেওয়া খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শ্বাসরোধ করে হত্যাকাণ্ডটি হয়েছে। তবে কে বা কারা এর সঙ্গে জড়িত তা শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এ নিয়ে থানায় হত্যা মামলা দায়ের হবে।

হিলি স্থলবন্দরে পণ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের হোলি উৎসবের কারণে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে গতকাল শনিবার হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক ছিল বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আজ রোববার থেকে আবারও বন্দর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম আগের নিয়মে শুরু হবে। হিলি বন্দরের আমদানি রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন শিল্পী জানান, ১৫ মার্চ ভারতে হোলি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দিনটি উপলক্ষে সরকারি ছুটি থাকায় সেদেশের ব্যবসায়ীরা এদিন হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের ব্যবসায়ী সংগঠন হিলি এক্সপোর্টারস অ্যান্ড কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছে। ফলে গতকাল শনিবার এই বন্দর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে সব ধরনের পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকে। তিনি আরও জানান, গতকাল শনিবার এই বন্দর দিয়ে ভারত থেকে সব কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও বেসরকারি অপারেটর পানামা হিলি পোর্টের ওয়্যারহাউজে পণ্য লাড-আনলোড কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকে। এ বিষয়ে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ওসি আরিফুল ইসলাম জানান, যেকোনো উৎসব বা সরকারি ছুটি হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দুই দেশের আওতামুক্ত থাকে। তাই হোলি উৎসব উপলক্ষে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রফতানি কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বৈধ পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক রয়েছে।

সিরাজগঞ্জে সীমানা প্রাচীর ধসে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জ পৌরসভার রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণের সময় একটি বাড়ির পুরোনো সীমানা প্রাচীর ধসে চাপা পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দুই শ্রমিক। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সিরাজগঞ্জ পৌরসভা এলাকার বেপারীপাড়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুজনের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা গেছে, তার নাম রাজা শেখ (৩৬)। তিনি কামারখন্দ উপজেলার চৌদুয়ার গ্রামের মানিক শেখের ছেলে। নিহত অপরজনের বাড়ি সদর উপজেলা বহুলী গ্রামে জানা গেলেও নাম জানা যায়নি। আহত দুজনের মধ্যেও একজনের পরিচয় জানা গেছে, তার নাম আব্দুল খালেক (৬০)। তিনি সদর উপজেলার শিবনাথপুর গ্রামের মৃত ফজল মণ্ডলের ছেলে। সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খালেক। আহত আরেক জনের পরিচয় জানা যায়নি তবে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেপারীপাড়া সড়কে পৌরসভার ড্রেন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছিল। ইমরুল হাসান নামে এক ব্যক্তির বাড়ির পুরোনো সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে ড্রেনের খনন কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। ওই সীমানা প্রাচীরের চেয়েও গভীর করে ড্রেন খনন কাজ করায় নিচের মাটি আলগা হয়ে প্রাচীরটি ধসে যায়। এ সময় ধসে যাওয়া সীমানা প্রাচীরের নিচে চাপা পড়ে চার শ্রমিক। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয়দের সহায়তায় চার শ্রমিককে হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে যাওয়ার পথে দুজনের মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে সিরাজগঞ্জ সদর থানার এসআই কমল চন্দ্র, এসআই দানিউল ইসলাম ও এসআই আল-আমিন জানান, নিহতের মধ্যে রাজা শেখের লাশ সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে রয়েছে। অপরজনকে স্বজনেরা বাড়িতে নিয়ে গেছেন।

ভালুকায় সরকারী খাল ভরাট করে স্থাপনা ও প্রাচীর নির্মাণ

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার মল্লিকবাড়ি ইউনিয়নের ধামশুর গ্রাম দিয়ে উজানের ৫ গ্রামের পানি নিষ্কাশনের সিংড়া বিলের শতবর্ষী খালটি মাটি ফেলে ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছে সানি ফিড নামে একটি পোল্ট্রি খামারের বিরুদ্ধে। ফলে সানির মোড় হতে মামারিশপুর সড়কের সিংড়া খালের উপর অনুমান ৪০ ফুট দৈর্ঘের পাকা সেতুটি গুরুত্বহীন হওয়ার পাশাপাশি জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে উজানের শত শত ধানি জমি অনাবাদির আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, ধামশুর সিংড়া ব্রীজের উত্তরে বিলের মাঝখানে ড্রাম ট্রাক দিয়ে মাটি ফেলে ভরাট কাজ চলছে। কয়েক বছর আগেও শুকনো মওসুমে এখানে বোরো ধানের ক্ষেত ছিলো। বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসে বোরো ধান ঘরে তোলার পর বর্ষায় অথৈ পানিতে ভরে সিংড়া বিলের চারপাশ প্রকৃতির রুপরসে পরিপুর্ণ হয়ে থাকতো। জল ফসলের সিংড়া বিলের শীতল বুকে এখন ধুলি উড়া কঠিন মাটির স্তর। ধামশুর গ্রামের আহেদ আলী সেখ (৭৫) জানান, তিনি ১৫ কাঠা জমিতে বোরো আবাদ করেছেন ফ্যাক্টরীর মাটি ভরাটের কারনে শত বছরের খালটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে কোন সময় মৌসুমী বৃষ্টি হলে তাদের বোরো ধানের ক্ষেত পানির নীচে তলিয়ে যাবে। এতে তারা বোরো ধান ঘরে তুলতে পারবেন না। একই গ্রামের কৃষক দুলাল মিয়া (৬০) জানান, সিংড়া বিলের সরকারী খাল ও হালটের জমি ভরাটের কারনে উজানের প্রায় শতাধিক কৃষকের বোরো ফসল হুমকির মুখে পরবে। বর্ষা শুরু হলে খালের মুখে নতুন পানিতে এলাকার লোকাজন চার কাঠির ধর্মজাল দিয়ে মাছ ধরায় মেতে উঠতো। জালের কাঠি ও মাচা গুলি খালের মুখে স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে। তিনি জানান, উজানের হাজিরবাজার, মামারিশপুর, ধামশুর ও গাদুমিয়া এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের বর্ষার অতিবর্ষণের পানি সিংড়া ব্রীজের নীচ দিয়ে সিংড়া খাল হয়ে ভালুকার খিরু নদীতে নামায় জলাবদ্ধতা হতে কৃষকের বোরো ধান রক্ষা পেতো। খালের উপর ব্রীজটি বিদ্যমান থাকলেও ব্রীজের উত্তরে ধানি জমিসহ খাল ভরাট হওয়ায় উজানের পানি নামার পথ বন্ধ হয়ে গেছে বলে কৃষকরা জানান। ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ বিলের পশ্চিম কিনার ধরে একটি সরু খালের মত রাখলেও তাতে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন হবেনা বলে কৃষকদের দাবী। রাকিব সরকার নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, তাদের প্রায় দুই একর জমি ওই ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ দখল করে রেখেছেন। তাছাড়া তার ১৭৬ নম্বর দাগে বনবিভাগের প্রায় এক একরের বেশি জম দখল করে রেখেছেন।স্থানীয় কৃষকদের দাবি, ওই বিলে মাটি ভরাট করে বন্ধ হওয়া পূর্বের খালটি ভূমি প্রশাসনের মাধ্যমে সঠিক তদন্তপূর্বক পুনরুদ্ধার করে তাদের কৃষি ফসল রক্ষায় ব্যবস্থা নেয়া হোক। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ভালুকা আঞ্চলিক শাখার সদস্য সচিব কামরুল হাসান পাঠান কামাল জানান, গত কয়েক বছরে ভালুকা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় খাল বিলসহ অনেক জলাশয় ভরাট হয়েছে যা এখনও অব্যাহত আছে। ধামশুর গ্রামে সিংড়া বিলের সিংড়া খালটি ওই এলাকার পানি প্রবাহের একমাত্র গতিপথ। দীর্ঘদিন যাবৎ সানি ফ্যাক্টরী কর্তৃক ও খালসহ বিলের ফসলী জমি ভরাট কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে জানতে সানি ফিডের মালিক কাজী শওকত হোসেনের মুঠোফোনে একাধিকবার চেষ্টা করলেও রিসিভ না করায় তার বক্তব্য দেয়া সম্ভব হয়নি। ভালুকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসান আব্দুল্ল্যাহ আল মাহমুদ জানান, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দখলকারীর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অগ্নি ডিভাইস ও রোবট আগুন লাগলে সতর্ক বার্তা দেবে, খুদে বিজ্ঞানী ইরানের উদ্ভাবন

স্টাফ রিপোর্টার : আগুন লাগলেই সতর্ক করবে 'অগ্নি' নামে একটি ডিভাইস উদ্ভাবন করেছেন বরিশালের খুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার। অফিস আদালত, শিল্প-কারখানা কিংবা বাসা-বাড়িতে আগুন লাগলে মানুষের মতো করে আশপাশের লোকজনকে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ডেকে সতর্ক করার পাশাপাশি অ্যালার্ম বাজিয়ে সতর্ক করে দেবে খুদে 'বিজ্ঞানী' ইরান সরদারের উদ্ভাবিত 'অগ্নি' নামের ডিভাইস। এর পূর্বে সে একটি 'রিবা' নামে একটি রোবট বানিয়েছে। অগ্নি ডিভাইসটির প্রধান কাজ হচ্ছে বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানার লাইন থেকে গ্যাস লিকেজ হলে ডিভাইসটি গ্যাস শনাক্ত করে সেকেন্ডের মধ্যে অটোমেটিক গ্যাস লাইন এবং বাসার গ্যাস সিলিন্ডার বন্ধ করে দেবে। পাশাপাশি রেড সিগন্যাল এবং অ্যালার্ম বাজিয়ে আশপাশের লোকজনকে সতর্ক করে দেবে। এছাড়াও বাসা-বাড়ির গ্যাস ছড়িয়ে পড়ার আগে ডিভাসইটি গ্যাস বাসার বাইরে বের করে দেবে এবং সেখানে যদি আগুন লাগে বা অগ্নিকান্ডে দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে "অগ্নি"ডিভাইসটি সেকেন্ডের মধ্যে মানুষের মতো আশপাশের লোকজনকে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় ডেকে সতর্ক করার পাশাপাশি অ্যালার্ম বাজিয়ে সতর্ক করে দেবে। এমনই এক ডিভাইস ও রোবট উদ্ভাবন করে রীতিমতো হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা গ্রামের ইব্রাহিম সরদার ও মমতাজ বেগমের ছোট ছেলে খুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার। সরকারি গৈলা মডেল মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ইরান সরদার বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও মাহিলাড়া ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছেন। ইরান বর্তমানে ঢাকা ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি পড়াশোনার জন্য ভর্তি হতে ইচ্ছুক। খুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার বলেন, আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত অগ্নিকান্ড-দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। যা একটি মানবসৃষ্ট ভয়াবহ দুর্যোগে রূপ নিয়েছে। অগ্নি দুর্ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে গ্যাস লাইন লিকেজ এবং মানুষের অসাবধানতা। এই অগ্নি দুর্ঘটনা থেকে বেশ কিছুটা সমস্যা সমাধান করার জন্য 'অগ্নি' নামের এই ডিভাইসটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানায় 'অগ্নি' নামের এই ডিভাইসটি ব্যবহার করা হলে অগ্নি দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। খুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদার আরও বলেন, সর্বশেষ দেশের অন্যতম স্থান বাংলাদেশ সচিবালয়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পর আমি অগ্নি ডিভাইস উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করে ইতোমধ্যে সফল হয়েছি। মানুষের ব্যবহার উপযোগ্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে অগ্নি ডিভাইসটি তৈরি করা সম্ভব। ডিভাইসটি তৈরি করতে সর্বমোট দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এর পূর্বে আমি 'রিবা' নামে একটি রোবট বানিয়েছি। তিনি আরও জানান, সরকারি কিংবা কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেলে বাণিজ্যিকভাবে অগ্নি ডিভাইস তৈরি করে বাজারজাত করা সম্ভব হবে। আর এ ডিভাইস সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশের একটি বড় ভয়াবহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগ অগ্নিকান্ড থেকে বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত এবং শিল্প-কারখানাকে অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এব্যাপারে আগৈলঝাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারিহা তানজিন বলেন, বাংলাদেশে অলিতে-গলিতে এখন মানবসৃষ্ট নানা দুর্যোগের মধ্যে অন্যতম অগ্নিকান্ড। আমাদের দেশে অগ্নিদুর্ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে। এরই মধ্যে খুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদারের নতুন উদ্ভাবন 'অগ্নি' ডিভাইসটি সময়োপযোগী একটি উদ্ভাবন।দেশে অগ্নিকান্ডে কোটি কোটি টাকা সম্পদের ক্ষতি হয়। খুদে বিজ্ঞানী ইরান সরদারের 'অগ্নি' ডিভাইসটি অগ্নিকা-থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে এবং মানুষকে সচেতন করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। বর্তমান বাংলাদেশে অগ্নিদুর্ঘটনা পরিস্থিতি বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ এই টেকসই উদ্ভাবনের বিষয়টি ব্যাপক প্রসারের লক্ষে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হবে।

পলাশবাড়ীতে গলায় ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে হৃদয় মিয়া (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ শয়ন ঘর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৫ মার্চ) সকালে উপজেলার মহদীপুর ইউনিয়নের পার্বতীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় ওই গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা যায়, হৃদয় মিয়া প্রায় অর্ধমাস আগে তার বন্ধুর স্ত্রী লামিয়া বেগমকে ২য় স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। স্বামীর বাড়ী আসার পর লামিয়া জানতে পারে তার আগেও একটি বউ আছে। এরপর থেকেই লামিয়া বাবার বাড়ীতে ফিরে যেতে চায়। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকে। শুক্রবার (১৪ মার্চ) রাতে আবারো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। শনিবার (১৫ মার্চ) সকালে লামিয়ার চিৎকারে বাড়ীর লোকজন ছুটে এসে দেখতে পায় হৃদয়ের মরদেহ পড়ে আছে। লামিয়া জানান, আমাদের সম্পর্ক করে বিয়ে হয়েছে। আমার আগের স্বামী-সন্তান আছে। গত রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে হৃদয় গলায় ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা করে। আমি তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম। তবে রাতে আবার কখন গলায় ফাঁস দিয়েছে বুঝতে পারিনি। থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. জুলফিকার আলী ভূট্টো জানান, হৃদয়ের স্ত্রী ও পরিবারের লোকজন থানায় এসেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্যবস্থা নেয়া হবে। দুর্গাপুরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলেকে খুজে পেতে এক মায়ের আকুতি

এফএনএস (দুর্গাপুর, নেত্রকোনা) : বাজারে যাওয়ার কথা বলে বাড়িথেকে বের হয়ে ২২ দিন যাবৎ নিখোঁজ রয়েছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এমদাদুল হক(২২)। তার সন্ধানে থানায় সাধারণ ডায়েরি(জিডি)করা হয়েছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে। ১৫মার্চ শনিবার সকালে সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এমদাদুলের মা মঞ্জুয়ারা খাতুন। থানায় করা ডায়েরি সূত্রে জানা গেছে, গত ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সকালে চন্ডিগড় এলাকা থেকে নিখোঁজ হয় এমদাদুল হক। তার গায়ের রং কালো, উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, তার পড়নে ছিল লালরঙের জ্যাকেট, লুঙ্গি ও মাথায় লাল রঙের টুপি। প্রতিবন্ধী ছেলে এমদাদুল হককে ফিরে পাওয়ার আকুতি জানিয়ে তার মা মঞ্জুয়ারা খাতুন বলেন, আমার ছেলে চন্ডিগড় বাজারে যাওয়ার কথা বলে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মাগরিবের নামাজের পরও বাড়িনা ফিরলে আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ নিতে বলি। কিন্তু কেউ কোথাও খুঁজে পায়নি। আমার ছেলেকে সবাই মিলে খুঁজে দেন। এই বলে আহাজারিও করেন তিনি। এ নিয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাকে খুঁজে পেতে পুলিশি তৎপরতা অব্যাহত আছে।

ধর্ষনে জরিতদের বিচারের দাবিতে দুর্গাপুরে মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে ধর্ষকদের মৃত্যুদন্ডের দাবিতে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে সর্বস্তরের নাগরিক সমাজ ও সময় শিল্প চর্চা কেন্দ্রের আয়োজনে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার(১৫মার্চ) দুপুরে দুর্গাপুর প্রেসক্লাব মোড়ে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সময় শিল্প চর্চা কেন্দ্রের পরিচালক শফিউল আলম স্বপনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র আইনজীবী মানেশ চন্দ্র সাহা, ডা. কামরুল ইসলাম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আবু রায়হান, শহীদ ওমর ফারুক ব্লাডডোনার সোসাইটির সভাপতি কামরুজ্জামান রাজু, কলেজ ছাত্রদল কর্মী রুবেল হোসাইন, ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি জহির রায়হান, বৈষম্যবিরুদী ছাত্র প্রতিনিধি রেদুয়ান আহাম্মেদ প্রমুখ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, এমন দৃশ্য দেখার জন্য আমরা নতুন করে দেশ স্বাধীন করিনি। ধর্ষকদের কোন জাত-ধর্ম নেই। এরা যে দলেরই হোক না কেনো, এদের দ্রুত বিচারকার্য শেষ করে, উন্মুক্ত স্থানে এনে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে হবে যেনো এমন শাস্তি দেখে বাংলার মাটিতে আর কেউ ধর্ষন করতে সাহস না পায়।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে তর্ক

বিএনপি নেতা আব্বাস আলীর বিতর্ক হয়। এ নিয়ে সন্ধ্যায় গ্রামের পণ্ডিত মোড়ে ইউপি সদস্য কবীর হোসেনের চাচাতো ভাই (আলতাফের ভাতিজা) শিপন আমাককে হুমকি দেয় ও আব্বাস-ওলিয়ারদের খুঁজতে থাকে। তখন আমি পণ্ডিত মোড় থেকে চলে যাই। তিনি আরও বলেন, পরে তারাবির নামাজের আগ দিয়ে গ্রামের মুদি দোকানের সামনে মামাতো ভাই আজগরসহ অন্যদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এ সময় আলতাফ হোসেনের আরেক ভাতিজা ইমরান পিস্তল উঁচিয়ে আমার (বিপুল) দিকে গুলি ছোড়ে। আমি সরে গেলে গুলি পাশে থাকা আজগরের পায়ে বিদ্ধ হয়। পরে স্থানীয়রা ইমরানকে আটক করে মারপিট করে এবং পুলিশে খবর দেয়। তবে এরই মধ্যে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা চিকিৎসা দেওয়ার নাম করে ইমরানকে নিয়ে সরে পড়ে। পুলিশ এসে গুলিবিদ্ধ আজগরকে উদ্ধার করে চৌগাছা হাসপাতালে ভর্তি করে। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে দুই রাউন্ড গুলি ও এক রাউন্ড ব্যবহৃত গুলির খোসাসহ একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। চৌগাছা থানার ওসি আনোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ আজগরকে উদ্ধার করে চৌগাছা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উন্নত চিকিৎসার্থে তাকে তার বাবা যশোর জেনারেল হাসপাতালে হাসপাতালে গেছেন। তিনি ফিরে এজাহার দায়ের করবেন। অভিযুক্তকে আটকের চেষ্টা চলছে।

মৌলভীবাজারে হঠাৎ শিলাবৃষ্টি

হয়েছে। আমাদের দাসের বাজার ইউনিয়নের অনেক গরিবের ঘরের চাল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষক কামাল মিয়া বলেন, বড়লেখা উপজেলার পৌর এলাকা, পাখিয়ালা, মুড়িরগুল, পানিধার, মুছেগুলসহ হাওরপারের এলাকাগুলোতে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়েছে। শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জুড়ী উপজেলার চেয়ে বড়লেখা উপজেলায় সবচেয়ে বেশি শিলাবৃষ্টি হয়েছে। গত শুক্রবার জুড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মাহমুদুল আলম খান বলেন, বর্তমানে শিলাবৃষ্টি হলে বোরো ধানের ক্ষতি হাওয়ার শঙ্কা নেই। তবে তরমুজ জাতীয় ফসলের ক্ষতি হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। তবে জুড়ীতে তেমন শিলাবৃষ্টি হয়নি যা কৃষকের ক্ষতি করতে পারে। তিনি বলেন, বড়লেখা উপজেলায় সবচেয়ে বেশি শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এইরকম কিছু ছবি আমার কাছে কয়েকজন দিয়েছেন। ছবিতে যে-রকম শিলাবৃষ্টি দেখা গেছে, এরকম হলে কৃষকের শীতকালীন সবজির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

নওগাঁর টুপি যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে

পারিশ্রমিক পাই। অবসর সময়ের এই আয় থেকে কৃষক স্বামীকে সহযোগিতা করে যাচ্ছি। সারা বছর উপার্জিত টাকা থেকে নিজের পছন্দের জিনিসপত্র কেনাসহ সন্তানের পড়ালেখার খরচ নিজেই চালিয়ে আসছি। একই গ্রামের আরেক গৃহবধূ সাবানা বেগম বলেন, প্রতিবেশীদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ৫ বছর আগে অবসর সময়ে টুপি সেলাইয়ের কাজ শিখেছিলাম। এখন সেই কাজকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি। সংসারে কাজের পাশাপাশি টুপি সেলাই করে বর্তমানে আমি নিজেই স্বাবলম্বী। তবে এ কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার পর থেকে দেখছি এখন অবধি আমাদের পারিশ্রমিক বাড়েনি। শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছি। একই কাজ পুরুষ শ্রমিকরা করলে অন্তত তিনগুণ বেশি পারিশ্রমিক পেতো। নওগাঁ শহরের আয়মান হস্তশিল্পের স্বত্বাধিকারী জীবন আহম্মেদ সুজন বলেন, টুপি তৈরির ক্ষুদ্র এ শিল্পে ৯০ শতাংশ কাজই নারী শ্রমিকদের দিয়ে করাতে হয়। পুরো জেলায় বর্তমানে ৪০ হাজারের অধিক নারী এ পেশায় নিয়োজিত। পুরুষরা এজেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকেন। বর্তমানে আমার অধীনে ৬ হাজারের অধিক নারী শ্রমিক টুপি তৈরির কাজ করছেন। আসন্ন ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের টুপি ওমানে রপ্তানির টার্গেট রেখেছিলাম। ইতিমধ্যে বেশিরভাগ টুপি ওমানে পাঠানো হয়েছে। বাকিগুলো পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র এই হস্তশিল্পে কাজের মানভেদে প্রতিটি টুপির দাম নির্ধারণ করেন বিদেশিরা। নকশাগুলো যত বেশি নিখুঁত হবে, তত বেশি দামে ওমানে টুপি বিক্রি করা সম্ভব। তবে আমাদের নারী শ্রমিকরা অতোটা দক্ষ নয়। শুধুমাত্র দক্ষতার অভাবে দীর্ঘসময় ব্যয় করার পরও তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক তারা পাচ্ছেন না। উদ্যোক্তারাও পুঁজি সংকটে ব্যবসা প্রসারিত করতে পারেন না। এ সংকট সমাধানে উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি নারী কারিগরদের সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া এখন সময়ের দাবি। নওগাঁ বিসিক শিল্পনগরীর উপ ব্যবস্থাপক শামীম আক্তার মামুন বলেন, রপ্তানিযোগ্য টুপি তৈরির শিল্প থেকে একদিকে জেলায় প্রায় অর্ধ লক্ষ নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। অন্যদিকে এ শিল্প থেকে প্রতি বছর অন্তত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন স্থানীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী-রা। তবে ফিলিপাইন ও ভারতের যেসব নারী এই শিল্পে সম্পৃক্ত তাদের তুলনায় আমাদের এ অঞ্চলের নারীরা শুধুমাত্র দক্ষতায় পিছিয়ে থাকায় কম পারিশ্রমিক পান। এ মজুরি বৈষম্য দূর করতে নারীদের প্রয়োজনীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বিসিকের। পাশাপাশি এই হস্তশিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে উদ্যোক্তারা চাইলে তাদের সহজ শর্তে ঋণ পেতে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে।

তিন মাসে ব্যাংকের হিসাবেই

আমানত ছিল এক লাখ ১৮ হাজার ৭৮৪টি ব্যাংক হিসাবে। কোটিপতির সংখ্যা আরও বেশি, ব্যাংকের হিসাবই সব নয় বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংকে কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন হিসাবের সংখ্যা ১ লাখ ২২ হাজার ৮১টি। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি আসল কোটিপতির সংখ্যা নয়। কারণ অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি নগদ টাকা বা অন্যান্য সম্পদ হিসেবে (স্বর্ণ, ফ্ল্যাট, জমি ইত্যাদি) অর্থ সংরক্ষণ করেন, যা ব্যাংকের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্য কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠান কোটিপতিদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণে কোনও পরিসংখ্যান পরিচালনা করে না। অর্থনীতিবিদদের মতে, ব্যাংকের তথ্য কেবল আমানতের চিত্র তুলে ধরে, কিন্তু দেশের প্রকৃত কোটিপতির সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে। কোটি টাকার হিসাব বৃদ্ধির কারণ অর্থনীতিবিদরা জানান, গত ৫ আগস্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে অতি মুনাফা হাতিয়ে নিয়েছেন। আবার সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে অনেক দুর্নীতিবাজ ও লুটপাটকারী অর্থপাচার করতে পারছে না। ফলে ব্যাংকে টাকা জমা করছে। যে কারণে ব্যাংকগুলোতে কোটি টাকার হিসাবের সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্লেষকদের মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতা কেটে যাওয়ার পর অনেক মানুষ ও প্রতিষ্ঠান আবার ব্যাংকে অর্থ জমা করছে, যার ফলে হিসাবের সংখ্যা ও আমানত দুটোই বাড়ছে। তারা বলছেন, সরকার অর্থপাচার রোধে কঠোর হওয়ায় এবং এক শ্রেণির ব্যবসায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা করায় অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ব্যাংকে অর্থ জমা রাখছে। অর্থপাচার কমার পাশাপাশি ব্যাংকে উচ্চ সুদের হারের কারণে বিত্তশালীরা ব্যাংকে অর্থ রাখছেন, ফলে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা বাড়ছে বলেও অভিমত কোনও কোনও অর্থনীতিবিদের। ব্যাংকিং খাতে আমানতের এই ধারা অব্যাহত থাকলে সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই মনে করছেন তারা। এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন মনে করেন, সরকারের কঠোর অবস্থান এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার পর অর্থনীতি স্বাভাবিক হতে থাকায় মানুষ ব্যাংকে টাকা ফেরত আনছে। তিনি বলেন, ‘গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেওয়ার প্রবণতা বাড়লেও এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় মানুষ আবার ব্যাংকে টাকা জমা করছে।’কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতে মোট হিসাব সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি ৩২ লাখ ৪৭ হাজার ৫৩২টি, যেখানে তিন মাস আগের হিসাব ছিল ১৬ কোটি ২০ লাখ ২৮ হাজার ২৫৫টি। উল্লেখ্য, ব্যাংকে কোটি টাকার হিসাব মানেই যে তা শুধু ব্যক্তিগত কোটিপতিদের হিসাব, তা নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থার হিসাবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দেশে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ অর্থনীতিবিদরা বলছেন, অর্থনীতির প্রসার, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং টাকার মূল্য কমে যাওয়ার কারণে দেশে কোটিপতির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে কালো টাকার প্রভাবও এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০০৮ সালে দেশে কোটিপতি ব্যাংক হিসাব ছিল ১৯ হাজার ১৬৩টি। ২০২০ সালে এই সংখ্যা ৯৩ হাজার ৮৯০টিতে পৌঁছায়। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা ১ লাখ ২২ হাজার ৮১টি হয়েছে। কোটিপতি হিসাবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশে কোটিপতি হিসাবধারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ জন। এরপর বছর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা লাফিয়ে বাড়তে থাকে। এরপর ১৯৭৫ সালে দেশে কোটি টাকা আমানতধারী হিসাব দাঁড়ায় ৪৭টি। পাঁচ বছর পর ১৯৮০ সালে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ৯৮টিতে। এরপর ১০ বছরে তা বৃদ্ধি পায় প্রায় ১০ গুণ। ১৯৯০ সালে কোটি টাকা আমানতধারী হিসাব বেড়ে দাঁড়ায় ৯৪৩টি। এরপর এমন হিসাব প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। ১৯৯৬ সালে ২ হাজার ৫৯৪টি, ২০০১ সালে ৫ হাজার ১৬২টি, ২০০৬ সালে ৮ হাজার ৮৮৭টি এবং ২০০৮ সালে কোটি টাকার ওপরে আমানতধারী হিসাব দাঁড়ায় ১৯ হাজার ১৬৩টিতে। গত ২০২০ সালে ১ কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছেড় এমন ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৩ হাজার ৮৯০টিতে। ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো এমন হিসাবের সংখ্যা লাখের ঘর ছাড়িয়ে যায়, সেবছর ১ লাখ ১ হাজার ৯৭৬টি হিসাবে কোটি টাকার ওপরে আমানত ছিল। আর ২০২২ সালে ১ লাখ ৯ হাজার ৯৪৬টি, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ১ লাখ ১৬ হাজার ৯০৮টি, ২০২৪ সালের জুন মাসে ১ লাখ ১৮ হাজার ৭৮৪টি, সেপ্টেম্বর ১ লাখ ১৭ হাজার ১২৭টি এবং গত ডিসেম্বর মাসে এ ধরনের হিসাবের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ২২ হাজার ৮১টিতে।

গাজীপুরে ট্রাক-অটোরিকশার

নিহত হন। আহতকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পাঠিয়েছে। তবে ট্রাকটি আটক করতে পারেনিন স্থানীয়রা।

বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা, কর্মসূচি থেকে

দাবিতে আজ বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে গণ মিছিল করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে শহীদ মিনার থেকে তাদের সরে যেতে আল্টিমেটাম দিয়েছিল ইনকিলাব মঞ্চ। ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা পুলিশের বাধায় শহীদ মিনারের দিকে যেতে না পারলেও নিজেদের কর্মসূচি স্থগিত করে বাম সংগঠনগুলো। শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অপসারণসহ ৭ দফা দাবি জানানো হয়। সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা বলেন, আমাদের এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। গতকাল থেকে গোয়েন্দা সংস্থা থেকে বলা হয়েছে, আমরা যেন এই কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করি, পালন না করি।মামলার ভয় দেখিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের আজকের সমাবেশ থেকে দাবি জানাই, অবিলম্বে জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে হবে। আওয়ামী লীগ আমল থেকে এই অন্তর্বর্তী সরকারের সময় পর্যন্ত যতগুলো হত্যাকাণ্ড হয়েছে, তার বিচার করতে হবে। আমরা আগামী দিনে আমাদের লড়াই-সংগ্রাম আরো দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাব। তিনি বলেন, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের গণমিছিল হওয়ার কথা ছিল শহীদ মিনার থেকে টিএসসি পর্যন্ত। সেই গণ মিছিল স্থগিত করে এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। সমাবেশের শুরুতে অবশ্য সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন বলেছিলেন, তারা গণ মিছিল করবেন। তিনি বলেন, সারা দেশে অব্যাহত ধর্ষণ, নারী নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ড বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, আছিয়াসহ সকল হত্যা, ধর্ষণ, নিপীড়নের বিচার এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অপসারণের দাবিতে আজ আমরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে গণ মিছিল করার কথা ছিল। তিনি বলেন, আপনারা জানেন জুলাই-আগষ্ট মাসজুড়ে এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ থেকে কর্তৃত্ববাদী স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারকে বিতাড়ন করা হয়েছে। বৈষম্যহীন সমাজের আকাঙ্ক্ষায় লাখো মানুষ এই গণ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। মানুষ আশা করেছিল হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে মানুষ একটা নিরাপদ সমাজ পাবে, পাবে স্বস্তির জীবন। কিন্তু গত ৫ আগস্ট স্বৈরাচার হাসিনার পতনের পর দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রত্যাশা থাকলেও বারবার আমাদের আশাভঙ্গ ঘটেছে। সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। অভ্যুত্থানের পরপরই বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, মাজারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। মব সন্ত্রাসের নামে মানুষকে পিটিয়ে হত্যা, পাওনা টাকার দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের হত্যা, রাজনৈতিক কর্মীদের হত্যা, চট্টগ্রাম কোর্ট প্রাঙ্গণে আইনজীবী হত্যাসহ কোনো অপরাধের বিচার করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সমর্থ হয় নাই। সরকারের ব্যর্থতা এবং বিচারহীনতার দীর্ঘ ইতিহাস অপরাধীদের অপরাধ সংঘটিত করতে উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। সারাদেশে অব্যাহত ধর্ষণ, নারী নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ড বন্ধে সরকার কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। উল্টো স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর নারী নিপীড়নকারী মব সন্ত্রাসীদের পরোক্ষ সমর্থন অপরাধীদের মনোবল দৃঢ় করেছে। সমাবেশে বলা হয়, আছিয়ার মৃত্যুতে সারা দেশ শোকাহত। কিন্তু আছিয়ার মতো ঘটনা বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। বরগুনায় কিশোরী ধর্ষণের পর বিচার চাওয়ায় কিশোরীর বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। সরকার ধর্ষকদের বিচার করতে না পারলেও, ধর্ষণের প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের উপর খড়্গহস্ত হয়েছে। পুলিশ দিয়ে হামলা করে পরবর্তীতে তাদের নামেই মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্রমাগত অভ্যুত্থানের চেতনা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

দুই দফা দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের

গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করবো। আমরা মানুষের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে আগামী ২৫ এপ্রিল শুক্রবার বিকেল তিনটার শাহবাগে শহীদি সমাবেশ করবো। এর আগে ‘হত্যা, ধর্ষণ, নিপীড়নের বিচার ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অপসারণ’ শীর্ষক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে গণমিছিলের ডাক দেয় বাম সংগঠনগুলো। গণমিছিলের ডাক দেওয়া আন্দোলনকারীরা রাজপথে নামার স্পর্ধা দেখালে শহীদ মিনার অভিমুখে মার্চ করে প্রত্যেককে ধরে ধরে আইনের হাতে তুলে দেবেন বলে ঘোষণা দেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। এদিকে, ইনকিলাব মঞ্চের পাল্টা কর্মসূচির ডাকে পিছু হটে বাম সংগঠনগুলো। পরে তারা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অপসারণের দাবিতে বাম সংগঠনগুলোর ডাকা গণমিছিল স্থগিত করে শহীদ মিনারেই সমাবেশ করে।

আজ রাজধানীর কয়েকটি এলাকায়

তিতাস গ্যাসের বিদ্যমান লাইন স্থানান্তর করা হবে। এজন্য আগামীকাল রোববার (১৬ মার্চ) সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত মোট ছয় ঘণ্টা ঢাকা মহানগরীর কামারপাড়া ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকা থেকে বলাকা ভবন পর্যন্ত সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া উত্তরার সব সেক্টর, উত্তরখান, দক্ষিণখান ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে। তবে গ্রাহকদের সাময়িক এ অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস কর্তৃপক্ষ।

রাশিয়াসহ ৪৩টি দেশের ওপর ভ্রমণে

কর্মকর্তা বলেছেন, তালিকায় পরিবর্তন আসতে পারে এবং এটি এখনো প্রশাসনের, বিশেষ করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রথম এই দেশগুলোর তালিকা প্রকাশ করে। সূত্র অনুযায়ী, প্রথম দলে ১১টি দেশকে লাল তালিকায় রাখা হয়েছে। লাল তালিকার মানে হলো এসব দেশে সব ধরনের ভ্রমণ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এসব দেশের নাগরিকেরা কোনোভাবেই যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে পারবেন না। এই দেশগুলো হলো আফগানিস্তান, ভুটান, কিউবা, ইরান, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া, সোমালিয়া, সুদান, সিরিয়া, ভেনেজুয়েলা ও ইয়েমেন। খসড়া প্রস্তাবে ১০টি দেশকে ‘কমলা’ তালিকায় রাখা হয়েছে। কমলা তালিকার মানে হলো, এসব দেশের নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি থাকবে, তবে ভিসা একেবারে বন্ধ থাকবে না। এই ১০টি দেশ হলো বেলারুশ, ইরিত্রিয়া, হাইতি, লাওস, মিয়ানমার, পাকিস্তান, রাশিয়া, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ সুদান ও তুর্কমেনিস্তান। ২২টি দেশকে ‘হলুদ’ তালিকায় রাখা হয়েছে। এ তালিকায় থাকা দেশগুলোকে তাদের ত্রুটি সংশোধনের জন্য ৬০ দিন সময় দেওয়া হবে। এ সময়ের মধ্যে তারা যদি ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে না পারে, তবে তাদের লাল বা কমলা তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার হুমকি দেওয়া হবে। এ তালিকায় আছে অ্যাঙ্গোলা, অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, বেনিন, বুরকিনা ফাসো, কম্বোডিয়া, ক্যামেরুন, কেপ ভার্দে, চাদ, রিপাবলিক অব কঙ্গো, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো, ডমিনিকা, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, গাম্বিয়া, লাইবেরিয়া, মালাউই, মালি, মৌরিতানিয়া, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট লুসিয়া, সাও তোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে, ভানুয়াতু ও জিম্বাবুয়ে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে সাতটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের নাগরিকদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। ওই সময় নীতিটি একাধিকবার পরিবর্তনের পর ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন পায়। পরে তালিকাটি আরও বিস্তৃত হয়। ২০২১ সালে জো বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ট্রাম্পের আরোপিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রত্যাহার করেন। গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর মার্কিন নাগরিকদের সুরক্ষার স্বার্থে নিষেধাজ্ঞাগুলো নতুন করে আরোপের ঘোষণা দেন। ওই আদেশ অনুযায়ী, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সদস্যদের ২১ মার্চের মধ্যে এমন দেশগুলোর তালিকা জমা দিতে বলা হয়, যাদের ‘পর্যাপ্ত যাচাই ও স্ক্রিনিং করার ব্যবস্থা নেই’ এবং এ কারণে তাদের ভ্রমণ আংশিক বা সম্পূর্ণ স্থগিত করা উচিত। ট্রাম্পের এই নির্দেশনা তার দ্বিতীয় মেয়াদের শুরুতেই শুরু হওয়া অভিবাসন দমন নীতিরই একটি অংশ। অবশ্য এ বিষয়ে এখনও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধের তাৎক্ষণিক কোনও জবাব দেয়নি।

পাবনায় শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে

থেকে সিগারেট এনে দিতে বলেন। দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে এসেই দরজা বন্ধ পেয়ে রাকিব প্রথমে ডাকাডাকি করে। তার সাড়াশব্দ না পেয়ে চিৎকার শুরু করেন জলি। এ সময় স্বজনরা এগিয়ে এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখতে পান, ঘরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে রাকিব ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। পরে পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। সাঁথিয়া থানার ওসি শহিদুল ইসলাম শহীদ এতথ্য নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করেছে। সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। তবে আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, রাকিব নিজেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বলা যাবে। এ ব্যাপারে ঈশ্বরদী থানায় একটি ইউডি (অপমৃত্যু) মামলা হয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে মামলা হবে।

সংসদে হবে মূল সংস্কার

দেবে। ৯১-এর মতো একটা ভোট করবে। আমরা রাজনৈতিক দলগুলো হাসিনার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ১৬ বছরের মধ্যে ৯ বছর যারা জেল খেটেছে, যাদের নেতাকর্মী গুম-খুন হয়েছে, তাদের ইচ্ছা এ নোবেল বিজয়ীর হাতে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন। সভায় সরকারের উদ্দেশে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আবদুস সালাম আজাদ বলেন, সংস্কার সংস্কার বলে নির্বাচন বন্ধ করে দেবেন না। সমস্ত ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে নির্বাচন দিতেই হবে। যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা দেশকে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সামাজিক পরিবেশ ও মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার চেয়ারম্যান এইচ এম ইব্রাহিম ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে ও দৈনিক ভোরের আওয়াজ পত্রিকার চিফ রিপোর্টার সুজন দের সঞ্চালনায় সভায় হিন্দু মহাজোটের সহ-সভাপতি তরুণ কুমার ঘোষ, অ্যাডভোকেট আবু সুফিয়ান, এস এম জহিরুল ইসলাম, সামির হোসেন সোহাগ, রেজাউল করিম ভূঁইয়াসহ সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ধর্ষণ থেকে বাঁচতে অটোরিকশা থেকে

সময় মেয়েটি আত্মরক্ষায় চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়। পরে খবর পেয়ে কিশোরীর বাবা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে দিরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে সুনামগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওই হাসপাতালের সেবিকা জানান, চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ায় বেশ আহত হয়েছে ওই কিশোরী। দিরাই থানার ওসি আবদুর রাজ্জাক বলেন, এ ঘটনায় গত শুক্রবার রাতেই দিরাই উপজেলার জকিগঞ্জ গ্রামের সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ইমন খান (২৫) ও মিঠু মিয়া নামের দুই জনকে আটক করা হয়েছে। আরেক যুবককে আটকের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। থানায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

সালিশে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনা ধামাচাপা

করেছেন। আগে এরকম অনেক ঘটনা সামাজিক সালিশে শেষ করার নজির আছে। এ জন্য অপরাধীদের সাহস দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুল ছাত্রীর মা জানান, এ সময় তিনি রান্নাবান্নার জন্য লাকড়ির বস্তা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন, বাড়ির আঙ্গিনায় কর্মরত অবস্থায় গ্রামের অভিযুক্ত প্রভাবশালী ধনাঢ্য পরিবারের যুবক মালিক লাল দাস তার মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করছে। এ সময় তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে মায়ের উপস্থিতি টের পেয়ে মানিক পালিয়ে যায়। এ ঘটনা গ্রামে জানাজানি হলে সমাজপতিরা বিষয়টি গোপন রাখতে নির্দেশ দেন ও সামাজিক সালিশে বিচারের কথা বলেন। প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য সমাজপতিদের ভয়ে তিনি তাদের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হন। কিন্তু সমাজপতিরা সালিশে বিচারের নামে তাকে মৃদু শাসন করে সমাধান করে দেন। যা তিনি ও গ্রামের প্রতিবাদী মানুষ মানতে পারেননি। সমাজপতিদের বিচার না মানায় তিনি প্রভাবশালী সালিশকারী পঞ্চায়েতের চাপ ও ভীতিকর অবস্থায় রয়েছেন। এ বিষয়ে শাল্লা থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, এ ধরনের ঘটনা নিয়ে কোনও সালিশ হতে পারে না। এ ধরনের ঘটনায় সামাজিক সালিশ আইন বিরোধী কাজ। পুলিশ অভিযুক্ত মানিক ও সালিশকারীদের ধরতে গত শুক্রবার রাত থেকে অভিযান চালাচ্ছে। পুলিশ সুপার তোফায়েল আহমদ বলেন, অভিযুক্ত মানিক ও সালিশকারীদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে। এ ধরনের ঘটনার সামাজিক সালিশে বিচার করা আইনের ব্যত্যয়। গ্রামের নিরীহ লোকজন জানান, অভিযুক্ত যুবক মানিক লাল দাস একই রকম আরও তিনটি ঘটনা করেছে। কিন্তু প্রভাবশালী ধনী পরিবারের সন্তান ও গ্রামে প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে মাতবরা সামাজিক সালিশ ও ভুক্তভোগীর পরিবারকে টাকা-পয়সা দিয়ে সমাধান করে দেয়। তাই ইজ্জত রক্ষায় পেশিশক্তি ও অর্থশক্তির প্রভাবে মামলা করেনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো। গ্রামের সাধারণ মানুষ মানিক ও সালিশকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে

করছে। বর্তমান অনিশ্চিত ও অর্থনৈতিক অস্থিরতায় দেশী বিনিয়োগকারীরাই যেখানে বিনিয়োগের জন্য আগ্রহী হচ্ছে না, সেখানে বিদেশীরা তো আরো বেশি সতর্ক। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সামনে বিদেশীদের কাছ থেকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড় আরো কমবে।

সূত্র আরো জানায়, বিদেশী ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড় কমলেও বিদেশী ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে বিদেশী ঋণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে ২৪২ কোটি ডলার। এর মধ্যে ১৫৫ কোটি ডলারের মূল ঋণ ও ৮৭ কোটি ডলার সুদ পরিশোধ করা হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে পরিশোধ করা হয়েছিল ১৮৬ কোটি ডলারের ঋণ। সে অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছে ৫৬ কোটি ডলার বা ৩০ শতাংশ। চলতি অর্থবছর শেষে সরকারের ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বাড়বে ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলারেরও বেশি। পর্যায়ক্রমে এ ঋণ পরিশোধের চাপ সামনের বছরগুলোয় আরো বাড়বে। কারণ গত অর্থবছরে বিদেশী ঋণের আসল পরিশোধ যে গতিতে বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি গতিতে বেড়েছে সুদ বাবদ খরচ। টাকার অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশী ঋণের সুদের পরিমাণ বেড়ে গেছে। তাছাড়া প্রকল্পের জন্য নেয়া ঋণের চাপও সামনে বাড়তে থাকবে। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণেও কমে গেছে নতুন করে সহায়তার প্রতিশ্রুতি। সরকার যেসব সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সেগুলোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত হলে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে সহায়তার পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত সরকার দেশে বড় বড় মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ বিদেশী ঋণ নিয়েছে। ওসব প্রকল্পের অনেকগুলোই বাস্তবায়ন হয়েছে। বেশ কয়েকটির কাজ এখনো চলমান। এরই মধ্যে বাস্তবায়িত অনেক প্রকল্পের বিদেশী ঋণ পরিশোধ শুরু হয়েছে। দুই বছরের বেশি সময় ধরে বিদেশী ঋণ পরিশোধের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। তাতে সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ দুটোই কঠিন চাপে রয়েছে। বর্তমান সরকারকেও বিভিন্ন ধরনের বকেয়া ও ঋণ পরিশোধের চাপ সামলাতে হচ্ছে। বাড়তি চাপ সামাল দিতে এরই মধ্যে আইএমএফ, এডিবি, বিশ্বব্যাংকসহ উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে বাড়তি অর্থ চেয়েছে সরকার। যদিও শর্ত পূরণ করতে না পারায় এরই মধ্যে আইএমএফের ঋণের কিস্তির অর্থছাড় আগামী জুন পর্যন্ত পিছিয়ে গেছে। এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মোট বরাদ্দের ২১ দশমিক ৫২ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২৭ দশমিক ১১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে ২ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৯ কোটি টাকার এডিপি বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে ব্যয় হয়েছে ৫৯ হাজার ৮৭৭ কোটি টাকা। আর গত জানুয়ারিতে মোট বরাদ্দের ৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ বা ৯ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকার এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে। আর গত বছরের জানুয়ারিতে ব্যয় হয়েছিল মোট বরাদ্দের ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ বা ১২ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা। বর্তমানে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রাথমিকভাবে সরকারের উন্নয়ন ব্যয় ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি থেকে কমিয়ে ২ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। এর মধ্যে বিদেশী ঋণের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৮১ হাজার কোটি টাকা। যদিও ওই পরিমাণ বিদেশী ঋণ আসবে কিনা সেটি এখনই নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

দুর্গাপুরে জুয়ার আসর পুড়িয়ে দিল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোণার দুর্গাপুরে একটি জুয়ার আসর পুড়িয়ে দিল পুলিশ। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি। শুক্রবার (১৪মার্চ) রাত ৮টার দিকে উপজেলার চন্ডিগড় ইউনি য়নের ৬নং ওয়ার্ডের সাতাশি গ্রামে এ জুয়ার আসরটি পুড়িয়ে দেয় দুর্গাপুর থানা পুলিশ। এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি চন্ডিগড় ইউনিয়নের সাতাশি গ্রামে একটি জুয়ার আসর পরিচালনা হচ্ছে। এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশের একটি দল ওই স্থানে অভিযান চালায়। ওসি আরও বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, খবর পেয়ে পুলিশ যাওয়ার আগেই জুয়াড়িরা পালিয়ে গেছে। জুয়াড়িদেও তৈরীকরা ঘরটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। এই উপজেলা অপরাধমুক্ত করে তুলতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

বালিয়াকান্দিতে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজবাড়ী বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন হয়েছে। শনিবার (১৫) মার্চ সকাল ১০ টায় এই ক্যাম্পেইন এর শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ ফারুক হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন আরএমও ডাঃ সৌরভ শিকদার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক (ইনচার্জ) মোঃ কামরুজ্জামান, এমটি ইপিআই গৌতম কুমার মৈত্র। ১৬৯ টি কেন্দ্রে এক যোগে খাওয়ানো হবে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল। লাল ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে ২৩৫২৬ জন শিশুকে, নীল ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে ৩৩১৫ জন শিশুকে। ১২ মাস থেকে ৫৯ মাসের বাচ্চাদের খাওয়া হবে লাল ক্যাপসুল ও ৬ মাস থেকে ১১ মাস বয়সী বাচ্চাদের নীল ক্যাপসুল খাওয়া হবে এই ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনে।

ছয় শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : বিভাগের ছয় জেলার ৬৪৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জীবন নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এসব স্কুলের ছাদ, পিলার ও দেয়াল খসে পরছে যখন তখন। এমনকি কিছু স্কুলের ভবনও রয়েছে ধ্বসে কিংবা হেলে পরার শঙ্কায়। ফলে চরম উৎকন্ঠায় চলছে এসব স্কুলের কার্যক্রম। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নগরীর বর্ধিত এলাকায় দিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সালে। বর্তমানে এখানে ভবন নামের একটি খোলস হয়ে পরে আছে। ক্লাশ চলাকালীন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের চোখ বই-খাতার চেয়ে বেশি থাকে জরাজীর্ণ ছাদের দিকে। ১১ শতক জমির ওপর স্থাপিত স্কুলটি যেকোন সময় ধ্বসে পরতে পারে পুকুরের মধ্যে। এর তিনটি কক্ষ ২০১২ সালে পরিত্যাক্ত ঘোষনা করা হলেও এখনো ক্লাশ চলে সেখানে। বৃষ্টির আগে বাতাস শুরু হলেই শিক্ষার্থীদের নামিয়ে আনা হয় স্কুলের বাহিরে। স্কুলের প্রধানশিক্ষক আফসানা মুন্নি বলেন, আমি যে ক্লাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এটিসহ আরো তিনটি ক্লাশরুম ১২ বছর আগে পরিত্যাক্ত ঘোষনা করা হয়েঠে। এটি আইসিটি ক্লাশরুম ছিলো। ক্লাশ চলাকালীন এখানে পিলার ও ছাদের পলেস্তারা এবং সিলিং ফ্যান খসে পরে। বর্তমানে যেকোন মুহূর্তে পুরো ভবনটি ধ্বসে পরার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা এখানে শিক্ষার উন্নয়ন করলেও একাধিকবার সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তকর্তাদের দ্বারস্থ হয়েও অবকাঠামোগত কোন উন্নয়ন করাতে পারিনি। ফলে দুর্যোগতো দূরের কথা আকাশে মেঘ দেখলেই আমরা বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাবো তা ভাবতে থাকি। অপরদিকে নগরীর প্রানকেন্দ্র সাগরদি বাজার এলাকায় ১৯৭৩ সাল থেকে সাগরদী রূপাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ফাউন্ডেশনহীন একটি দোতলা ভবনে। এখানে এ পর্যন্ত শিক্ষকসহ কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থী পলেস্তারা খসে পরে আহত হয়েছেন। একের পর এক কক্ষ ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পরায় বর্তমানে এখানে শিক্ষার্থী ভর্তি প্রায় শুন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে। স্কুলের প্রধানশিক্ষক শাহানারা বেগম বলেন, ভবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে সর্বদা চিন্তা করতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ভীম ও দেয়াল খসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আহত হচ্ছে। বিষয়টি দীর্ঘদিন থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েও কোন সুফল মেলেনি।একাধিক অভিভাবকরা বলেন, স্কুলে পড়াশোনা ভালো হলেও চরম ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবন। এ অবস্থায় আমরা বাচ্চাদের স্কুলে রেখে বাসায় নিশ্চিন্তে থাকতে পারছি না। সূত্রমতে, বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় ৬ হাজার ২৪১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ স্কুলের অবকাঠামোগত অবস্থা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। ওইসব ঝুঁকিপূর্ন এসব স্কুলে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলের তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে প্রাথমিক শিক্ষা বরিশাল বিভাগের উপ-পরিচালক নিলুফার ইয়াসমিন বলেন, বিভাগের ৬৪৬টি প্রাইমারি স্কুলকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণ এসব বিদ্যালয় পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিয়েছেন। সেমতে, ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলের তালিকা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে দ্রুত এসব স্কুলের ভবন পুনঃনির্মান করা হবে।

প্রবাসীর স্ত্রীসহ আটক শিবির, সেক্রেটারীকে স্থায়ী বহিস্কার

স্টাফ রিপোর্টার : রাতের আধাঁরে প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে অসামাজিক ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকার সময় জনতার কাছে হাতেনাতে আটক জেলার গৌরনদী উপজেলা ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারী মাইনুল ইসলাম পলাশকে সংগঠন থেকে স্থায়ী বহিস্কার করা হয়েছে। শনিবার সকালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি আকবর হোসেন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাকে স্থায়ী ভাবে বহিস্কার করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের আদর্শ, শৃঙ্খলা ও ইসলামী নৈতিকতা পরিপন্থী কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার অভিযোগে গৌরনদী উপজেলার সাথী ও উপজেলা সেক্রেটারি মাইনুল ইসলাম পলাশকে সংগঠন থেকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার (বাতিল) করা হয়েছে। ছাত্রশিবির সবসময় ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী নৈতিকতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন এবং সবধরনের কবিরা গুনাহ হতে দূরে থাকার প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে জনশক্তি গঠন করে থাকে। এরপরেও কখনো কারও মাঝে মানবিক দূর্বলতার প্রকাশ ঘটা অসম্ভব ও অবাস্তব কিছু নয়। এমন কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। গৌরনদী উপজেলার উক্ত ঘটনা জানার পর সাথে সাথেই মাইনুল ইসলাম পলাশের সাংগঠনিক সাথী পদ ও দায়িত্ব মুলতবি করা হয় এবং ছাত্র শিবিরের বরিশাল জেলা সেক্রেটারির নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠণ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, মাইনুলের বক্তব্য নিতে না পারলেও (পুলিশ হেফাজতে থাকায়) অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ঘটনার সাথে তার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। এরপর জরুরি দায়িত্বশীল মিটিং-এ সর্বসম্মতিক্রমে তাকে সংগঠন থেকে বহিস্কার (বাতিল) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যদিও শুক্রবার রাতে গৌরনদী উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আল আমিন বলেছিলেন, মাইনুল ইসলাম পলাশকে আগেই শিবির থেকে বাতিল করা হয়েছে। তার সাথে শিবিরের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। বিজ্ঞপ্তির প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করে ইসলামী ছাত্র শিবির বরিশাল জেলা সভাপতি আকবর হোসেন বলেন, ২৫ সেশনে দায়িত্ব পেয়েছিলো মাইনুল ইসলাম পলাশ। বিভিন্ন মাধ্যমে বিষয়টি জানার পরপরই তাকে সংগঠন থেকে স্থায়ী ভাবে বহিস্কার করা হয়। উপজেলা জামায়াত আমীরের বক্তব্যের বিষয়ে শিবির সভাপতি বলেন, উনি হয়তো জানতেন না। উল্লেখ, বৃহস্পতিবার (১৩ মার্চ) দিবাগত ভোর রাতে গৌরনদীর বদরপুর গ্রামের মুসল্লী বাড়ি মসজিদের ইমাম ও উপজেলা ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারী মাইনুল ইসলাম পলাশকে মসজিদ সংলগ্ন পাশের বাড়ির এক সৌদি প্রবাসীর স্ত্রী (দুই সন্তানের জননী) ঘরে অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকান্ডের সময় এলাকাবাসী হাতেনাতে আটক করে। পরবর্তীতে ৯৯৯ নাম্বারের মাধ্যমে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে প্রবাসীর স্ত্রীসহ মাইনুলকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। আটককৃত মাইনুল উজিরপুর উপজেলার পশ্চিম শোলক গ্রামের শাহ আলম ফকিরের ছেলে। গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. ইউনুস মিয়া বলেন, অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার দায়ে ওই দুইজনকে জনরোষ থেকে রক্ষা করে থানায় নিয়ে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুক্রবার বিকেলে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়। আদালতের বিচারক দুইজনকেই জেলহাজতে প্রেরণ করেন।

দুঃস্থ পরিবারের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হলো ইফতার সামগ্রী

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে দুঃস্থ পরিবারের বাড়িতে বাড়িতে নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ইফতার সামগ্রী। জেলার গৌরনদী উপজেলার চাঁদশী সমাজসেবা সংগঠনের উদ্যোগে দ্বিতীয়দিনের ন্যায় শনিবার চাঁদশী ইউনিয়নের চারটি গ্রামের শতাধিক দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে আলু, পিয়াজ, তেল, চিনি, মুড়ি, ছোলা, মসুর ডালসহ মোট ১১ প্রকার খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। এসময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. পলাশ সরদার, কোষাধ্যক্ষ মো. রাশেদ সিকদার ও ক্রীড়া সম্পাদ মো. রানা সরদারসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. পলাশ সরদার বলেন, সংগঠনের সদস্যদের অর্থায়নে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও সাধ্যমত ইফতার সামগ্রী দুঃস্থ পরিবারের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় ভবিষ্যতেও এ মানবিক কার্যক্রম চলমান থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে দোলযাত্রা বা দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সরকারি ছুটি কারণে আজ শনিবার (১৫ মার্চ) সকাল থেকে বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে। তবে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও দু-দেশের মধ্যে পাসপোর্টযাত্রী যাতায়াত অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক রয়েছে। বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি আলহাজ মহসিন মিলন জানান, ভারতীয় পেট্রাপোল কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্টস স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন থেকে পত্র দিয়ে জানিয়েছে ভারতে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সরকারি ছুটি থাকায় আজ (শনিবার) সকাল থেকে দু-দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানিসহ বন্দর ও কাস্টমসের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। আগমীকাল রোববার (১৬ মার্চ) সকাল থেকে পুনরায় এ বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হবে। ভারতের পেট্রাপোল সিঅ্যান্ডএফ স্টাফ ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, দোলযাত্রা বা দোল পূর্ণিমা উৎসবটি ‘হোলি’ নামে পরিচিত। অশুভ শক্তির বিনাশ হিসাবে ‘হোলি উৎসব’ হয়ে থাকে। এই উৎসবের কারণে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান–কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সিঅ্যান্ডএফ মালিক, কর্মচারী, হ্যান্ডলিং শ্রমিক, ট্রাকচালকরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যান। ফলে আজ এ বন্দর দিয়ে কোনো আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম হবে না। বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ ভূঁইয়া জানান, দোল পূর্ণিমায় আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও দু-দেশের মধ্যে পাসপোর্টযাত্রী যাতায়াত অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক রয়েছে। বেনাপোল বন্দরের উপ-পরিচালক মামুন কবীর তরফদার জানান, ভারতে দোল পূর্ণিমায় সরকারি ছুটি থাকায় আজ শনিবার এ পথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে। তবে বন্দরে পণ্য খালাস করা ভারতীয় খালি ট্রাকগুলো ফিরে যেতে পারবে। আগামীকাল রোববার সকাল থেকে যথারীতি এ বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম শুরু হবে।

ভালুকায় গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের ভালুকায় গৃহবধুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় ভালুকা মডেল থানায় মামলা হয়েছে। উপজেলার ভরাডোবা এলাকায় সালাম শেখের বাসায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ভরাডোবা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকার সালাম শেখের বাসায় ভাড়ায় বসবাস করেন ময়মনসিংহের কতোয়ালী রহমতপুরের জামাল উদ্দিনের ছেলে মো. সাইফুল ইসলাম। ওই ভাড়াবাসার পাশের কক্ষে শ্বাশুড়ি থাকেন। ঘটনারদিন বুধবার (১২ মার্চ) সকালে ওই গৃহবধুর স্বামী ও শ্বাশুড়ি কাজে চলে যায়। এ সুযোগে সাইফুল ইসলাম গৃহবধুর কক্ষে প্রবেশ করে ঝাপটে ধরে গৃহবধুকে ধর্ষণ করে। ঘটনা জানাজানি হলে গৃহবধু বাদি হয়ে শুক্রবার (১৪ মার্চ) রাতে ভালুকা মডেল থানায় মামলা করেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে শুক্রবার রাতেই সাইফুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। ভালুকা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আমিনুল হক জানান, ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে শনিবার আদালতে পাঠানো হয়েছে।

জাহাজের নাবিক হত্যায় মামলা হলেও অগ্রগতি নেই, পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাসিন্দা জাহাজের নাবিক আব্দুর রহমান হত্যার দুই বছর পর মামলা হলেও তদন্তকারী সংস্থার অসহযোগিতার কারণে কোন অগ্রগতি হচ্ছেনা বলে অভিযোগ করেছেন তার পরিবার। শনিবার দুপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়। এ সময় মামলার ধীরগতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের পাশাপাশি তদন্তকারী সংস্থা সিটিটিসি'র কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা ও অসদাচরনের অভিযোগ তোলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়েন মৃত আব্দুর রহমানের বড় ভাই হালিমুর রশিদ। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০২২ সালের ১ জুন চীনের জলসীমায় হক অ্যান্ড সন্সের একটি জাহাজে মারা যায় আব্দুর রহমান। প্রায় ৪০ দিন পর একই বছরের ১০ জুলাই আব্দুর রহমানের মরদেহ দেশে আসে। পরে ময়না তদন্তে হত্যার আলামত পাওয়া যায়। হাইকোর্টের নির্দেশে ২০২৪ সলের ২৬ জুন ঢাকার বিমান বন্দর থানায় মামলা দায়ের হয়। পরবর্তীতে মামলাটি তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয় কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম-সিটিটিসিকে। কিন্তু সিটিটিসি কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে মামলা রুজুর ৮ মাসেও কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। সংবাদ সম্মেলনে আরও অভিযোগ করা হয়, জাহাজটি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হক অ্যান্ড সন্সের কর্মকর্তারা আব্দুর রহমানের পরিবারকে বিভি-ন্নভাবে হুমকি দিচ্ছে। পাশাপাশি বিষয়টি মীমাংসা করে নেয়ার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহমানে মা আম্বিয়া খাতুন বলেন, আমার সন্তান হত্যার বিচার চাই। যারা হত্যা করেছে তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হোক। পাশাপাশি আমার ছেলেদের হয়রানী করা হচ্ছে এবং হুমকি দেয়া হচ্ছে তার অবসান চাই। আব্দুর রহমানের স্ত্রী মাহমুদা নূরে নাহরীন বলেন, স্বামীর সঙ্গে নিয়মিত কথা হচ্ছিল আমার। তিনি বারবার বলছিলেন, জাহাজের ত্রুটির কথা বলায় কয়েকজন তার উপর ক্ষুদ্ধ ছিল। ওই ক্ষুদ্ধ ব্যক্তিরাই আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হোক।

সম্পাদকীয়

অবৈধ পার্কিং বন্ধে কঠোর হোন

যানজট থেকে রেহাই নেই নগরবাসীর। চলার গতি হঠাৎ থমকে যায় দীর্ঘ যানজটে। এ অসহনীয় যানজটের মূল কারণ রাস্তার পাশে অবৈধ গাড়ি পার্কিং ও ফুটপাত দখল করে বসা হকাররা। নগরীর অনেক ফুটপাত বেদখলে। সেই সঙ্গে রাস্তার পাশে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং তো আছেই। ঢাকার রাস্তায় নামলেই একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে, শহরটাতে কোনো শৃঙ্খলাবোধ নেই। যে যার মতো গাড়ি পার্কিং করছে, মানুষের হাঁটার পথেই দোকান দিচ্ছে, রাস্তায় গাড়ি পার্কিং করছে। তাহলে তো যানজট হবেই। আমরা বরং দিন দিন খুবই বিশৃঙ্খল হয়ে উঠছি। আমাদের চিন্তায় ট্র্যাফিক আইন না মানার একটি ব্যাধি ঢুকে পড়েছে। এ ব্যাধিটার জন্য আমরা জনগণই দায়ী তা বলা ভুল হবে। সমস্যাটা এখানে যে, এদেশে আইন মানানো হয় না। অবৈধ পার্কিং এখন ঢাকা শহরে একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি যে আইনের বরখেলাপ তাই যেন সাধারণ মানুষ ভুলতে বসেছে। যেখানে-সেখানে গাড়ি থামিয়ে তারা যে আইন অমান্য করার পাশাপাশি অন্য মানুষের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা নিয়ে নেই কোনো সচেতনতা। তাও আবার সময় বাঁচাতে এবং নিজেদের সুবিধার জন্য তারা এই অনিয়ম করেই চলেছে। এই সমস্যাটি আজ বিশাল আকার ধারণ করেছে এবং সমাধানের কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হচ্ছে না। মতিঝিল, কারওয়ান বাজার, নিউমার্কেট, মগবাজার, মৌচাক, কাকরাইল, পল্টন, সচিবালয়, গুলশান, ধানমন্ডি ও বনানী এলাকার প্রায় সব রাস্তাতেই অবৈধভাবে গাড়ি পার্ক করতে দেখা গেছে। বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে, ঢাকায় ৩০ শতাংশ যানজটের জন্য দায়ী অবৈধ পার্কিং। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পার্কিং নৈরাজ্য বন্ধ করতে নগরীর প্রতিটি ভবন নির্মাণকালে গাড়ি পার্কিংয়ের পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে সিটি করপোরেশন ও রাজউকসহ সংশ্লিষ্টদের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে। যানজট নিরসন করতে হলে রাজধানীর অবৈধ পার্কিং বন্ধ করতে হবে। রাজধানীতে যানজটের অন্যতম কারণ যত্রতত্র পার্কিং। নীতিমালা না থাকায় এটি নিয়ন্ত্রণও করা যাচ্ছে না। এ শহরে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারিত জায়গা কখনোই রাখা হয়নি। বিশ্বের বিভি-ন্ন উন্নত ও মেগা শহরে এ ধরনের নীতিমালা রয়েছে। এতে শহরের ভেতরে পার্কিংয়ের জন্য গুণিতক হারে চার্জ আরোপ করা হয়। ঢাকা শহরেও চার্জ আরোপের ক্ষেত্রে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। নামমাত্র চার্জ ধার্য করা হলে নীতিমালা নিয়ে পার্কিং নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

বায়ুদুষণে ধুঁকছে রাজধানী সতর্ক হোন

বায়ুদূষণে ধুঁকছে রাজধানী ঢাকা। ধুলাবালি, যানবাহন আর কলকারখানার ধোঁয়ায় বছরের বড় অংশ জুড়ে ঢাকার বায়ুমান থাকে তলানিতে। সারা বছর চলা নির্মাণকাজ, সড়কের খোঁড়াখুঁড়ি আর আবর্জনা পোড়ানোয় দূষিত হয় বাতাস। মাস্ক ব্যবহার করেও দূষণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না মানুষ। ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর চিত্রও প্রায় একই। বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠা এলাকাগুলোতে বায়ুর মান বেশি খারাপ। গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জের মতো এলাকাগুলোতেও বায়ু মান থাকে 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' অবস্থায়। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণের শিকার দরিদ্র নারী, শিশুরা ব্যাপকভাবে ক্ষতির শিকার হচ্ছে। কারণ তারা বেশিরভাগই দূষিত এলাকায় বসবাস করেন। ফলে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বিকাশে ও স্নায়ুবিক ক্ষতি হতে পারে। রাসায়নিক মিশ্রণ আছে, এমন দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে থাকলে চোখ, নাক বা গলার সংক্রমণ বা ক্ষতির কারণ হতে পারে। একই সঙ্গে ফুসফুসের নানা জটিলতা, যেমন- ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়া, মাথাব্যথা, অ্যাজমাসহ নানাবিধ অ্যালার্জির সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এছাড়া গর্ভবতীদের শারীরিক ক্ষতির অন্যতম কারণ হলো বায়ুদূষণ। সমীক্ষায় দেখা গেছে, দূষিত এলাকায় বসবাসের ফলে গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত ও মৃত শিশু প্রসবের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মত, বায়ুদূষণে পুরুষের শুক্রাণু তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটছে এমনকি শুক্রাণুর মানও কমে যাচ্ছে। অন্যদিকে নারীদের ডিম্বাণু কল্পনাতীতভাবে কমে গেছে। আবার যে-সব ডিম্বাণু আছে সেগুলোও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে হার্ট অ্যাটাকে মারা যাওয়া মানুষের মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে বায়ুদূষণের জন্য। বায়ুদূষণ আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে, মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে এবং এর প্রভাবে মেজাজ খিটখিটে থাকে। যে কোনো কাজে সঠিকভাবে মনোযোগ দেয়া যায় না। ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়, হার্টের উপরে চাপ পড়ে। এছাড়া দূষিত বায়ু থেকে বিভিন্ন ধরনের ভারি সিসা বা ভারি ধাতব পদার্থ এটি আমাদের শরীরের ভিতরে শোষিত হয়ে যায় বা ফুসফুসের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া লিভার, কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। গর্ভস্থ শিশুর ওজন বৃদ্ধি ব্যাহত ও অসময়ে গর্ভপাতও হয় দূষিত বায়ুর কারণে। গর্ভকালীন সময়ে ২ দশমিক ৫ পিএম প্রতি ১০ মাইক্রোমিটার এক্সপোজার বেশি হওয়ার কারণে প্রায় ১৫ শতাংশ অটিজমের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে গর্ভবতীদের বাইরে বের হওয়া থেকে যতটা সম্ভব বিরত থাকতে হবে। একান্তই বাইরে বের হতে হলে মাস্ক পরিধান করতে হবে। এছাড়া, বায়ুদূষণ থেকে রক্ষা পেতে সবুজ পরিবেশে থাকার চেষ্টা করতে হবে। বায়ুদূষণ কমাতে আমাদের প্রত্যেকের সচেতন হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ুদূষণ রোধে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ঘর থেকে বের হলে অধিক সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে।

একই সঙ্গে ফুসফুসের নানা জটিলতা, যেমন- ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়া, মাথাব্যথা, অ্যাজমাসহ নানাবিধ অ্যালার্জির সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এছাড়া গর্ভবতীদের শারীরিক ক্ষতির অন্যতম কারণ হলো বায়ুদূষণ। সমীক্ষায় দেখা

রোগ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা

দ্রুত টিকার সংকট দূর করুন

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) সফল বাস্তবায়নের কারণে শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পোলিওসহ কয়েকটি রোগ থেকে দেশ এখন প্রায় মুক্ত। কিন্তু কয়েকটি টিকার অব্যাহত সংকটের কারণে নতুনভাবে কিছু রোগ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। জানা যায়, বেশ কিছু জেলায় গত জানুয়ারি মাস থেকে শিশুদের টিকার সংকট অব্যাহত আছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত এ সংকট পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় জন্মের পর থেকে ২৩ মাস বয়সের মধ্যে শিশুদের ১০টি বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক বা টিকা দেওয়া হয়। এসব টিকার মধ্যে বর্তমানে পিসিভি, আইপিভি, পেন্টা ভ্যালেন্ট, এমআরের সংকট চলছে। জানা যায়, সরকারি হাসপাতালসহ টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে বারবার গিয়েও শিশুদের টিকা দিতে না পারায় অভিভাবকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিকার দীর্ঘ বিরতিতে শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে নতুন করে বেশ কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। টিকা স্বল্পতার এমন ঘটনা এর আগেও ঘটেছে চট্টগ্রামে। সেখানে একটি এলাকায় হামের টিকা না দেওয়ায় অনেক শিশু হামে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ ছাড়া রোহিঙ্গা শিশুরা যখন বাংলাদেশে আসে, তখন ব্যাপক আকারে ডিপথেরিয়া দেখা দেয়। কারণ এসব শিশু মায়ানমারে বসবাসের সময় টিকা পায়নি। ডিপথেরিয়াসহ আরো কিছু রোগ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। টিকার সংকট আমরা ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করেছি করোনা মহামারির সময়। আন্তর্জাতিক উৎসগুলো থেকেও অনেক সময় টিকা পেতে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই টিকা তৈরির নিজস্ব উৎসকে শক্তিশালী করাসহ স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। এর আগে চলতি সংকট মোকাবেলায় দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা আশা করি, সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত টিকার সংকট দূরে উদ্যোগ নেবে।

বাংলাদেশে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় জন্মের পর থেকে ২৩ মাস বয়সের মধ্যে শিশুদের ১০টি বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক বা টিকা দেওয়া হয়। এসব টিকার মধ্যে বর্তমানে পিসিভি, আইপিভি, পেন্টা ভ্যালেন্ট

মব জাস্টিস প্রতিরোধে জনগণকেই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হবে

প্রকাশ ঘোষ বিধান

বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটি শব্দ হচ্ছে মব জাস্টিস। মব অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা। জাস্টিস অর্থ বিচার বা ন্যায়বিচার। মব জাস্টিস অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার। সংঘবদ্ধ কিছু মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতাকে মব জাস্টিস বলা হয়ে থাকে। মব জাস্টিস এখন নতুন এক আতঙ্কের নাম। সংঘবদ্ধ কিছু মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতা এক ভীতিকর পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে সর্বত্র। এ মব জাস্টিসে কাউকে গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছে, কারও বাসায় ঢুকে লুটপাট করা হচ্ছে, কোনো থানা ঘেরাও করা হচ্ছে, কাউকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, কাউকে বাধ্য করা হচ্ছে পদত্যাগে। সব মিলিয়ে এক নতুন আতঙ্কের নাম এখন মব জাস্টিস। বাংলাদেশ এখন একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। প্রতিদিনই নিত্যনতুন ঘটনা নতুন সংবাদের জন্ম দিচ্ছে। অনেক ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাৎক্ষণিকভাবে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু না তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আর এসবের ফলাফল সুদূরপ্রসারী। সাম্প্রতিক সময়ে এই মব জাস্টিসের নামে কাউকে গণপিটুনি, বাড়িতে ঢুকে লুটপাট, ধর্ষণ করা, কাউকে পদত্যাগে বাধ্য করা, কাউকে জুতার মালা পরিয়ে কান ধরে উঠবস করানো হচ্ছে। দলবদ্ধ হয়ে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করার ঘটনাও বেড়েছে। কাউকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে, যা উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মব জাস্টিসের শিকার হচ্ছেন রাজনীতিবিদ, পুলিশ, শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক থেকে শুরু করে চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সর্বত্র এক ধরনের ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দেশে বিপ্লব বা বড় কোনো পরিবর্তনের পর এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর সৃষ্ট এ পরিস্থিতি। বিগত সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল, তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে কিছু বেআইনি কর্মকাণ্ড ঘটতে পারে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর মানুষের মনের সেই ক্ষোভ দিনে দিনে কমে আসবে, এটাই সবাই আশা করেছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অভ্যুত্থানের ৭ মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও মব জাস্টিস বন্ধ হচ্ছে না, বরং দিন দিন তা প্রকট আকার ধারণ করছে। জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়াচ্ছে। মব জাস্টিসের নামে ধর্ষণ, গণপিটুনি, হামলা, ভাঙচুর, লুটপাটসহ একের পর এক বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হচ্ছেন দুষ্কৃতকারী ছাড়াও সাধারণ নিরপরাধ মানুষ। মব সৃস্টি করে ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনাও বেড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও কিছু মানুষ সংঘটিত হয়ে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে মবের ঘটনা সংঘটিত করছে, এতে বাড়ছে হত্যাকাণ্ডসহ নানা অপরাধ। ডাকাত-ছিনতাইকারীর পাশাপাশি অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষও ঘায়েল হচ্ছে এই মব জাস্টিসে। ফলে নাগরিক সমাজে উদ্বেগ বাড়ছে। হুজুগে জনতা মব জাস্টিস বাংলাদেশে নতুন নয়। মব সবসময়ই অনেক বেশি আবেগি, যুক্তিহীন ও দায়িত্বহীন। রাস্তাঘাটে পকেটমার বা ডাকাত বলে একজনকে সবাই মিলে মারছে। মবের জটলায় লোকজন হুড়াহুড়ি করে এসে সবার দেখাদেখি লাথি মারছে। লোকটার কি অপরাধ কেউ জানতে চাচ্ছে না। যে যার মতন পিটাচ্ছে। কী নিষ্ঠুরতা! কেউ ভাবছে না, লোকটা নির্দোষও হতে পারেন। জনতা উত্তেজিত হয়ে অপরাধী বলে মারধর করছে। মবের হাতে দুচার ঘা খাওয়া তেমন কোন সমস্যাই না বলতে পারেন, কিন্তু আরও কুড়ি পঁচিশজন দু চার ঘা করে বসিয়ে দিলে তখন মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক। যদি এতে অপরাধী ভাবা ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তা মব লিঞ্চিং হবে যা অবশ্যই বিচারবহির্ভূত হত্যা।

মব জাস্টিস উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার। আসামিদের যখন আদালতে আনা হয়, তখন জনতা ও আইনজীবীরা তার ফাঁসি চেয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। যখন আদালতে তোলা হয়, তখন লোকজন ও আইনজীবীরা চড়-থাপ্পড় মারেন। আসামি পক্ষের আইনজীবীকে মারধর করে আদালত থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আসামিরা রাষ্ট্রীয় হেফাজতে এবং আদালতের আঙ্গিনায়, তখন তাদের বা তাদের আইনজীবীর ওপর হামলা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক কাজ। যে সব লোক এর সঙ্গে জড়িত, অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বস্তুত এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল, তা দৃশ্যমান নয়। সরকারকে এক ধরনের নির্বিকার বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হলেও মব জাস্টিসের কোনো কোনো ঘটনায় সরকার তথা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রায় নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা। এরপরও দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। সর্বত্রই কেমন যেন একটা গাছাড়া ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। দেশে কেউ যাতে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে না পারে, সে ব্যাপারে সরকারকে বাস্তবেই কঠোরতার প্রমাণ দিতে হবে। এক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখতে চায় দেশবাসী। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর বিগত কয়েক মাসে মব জাস্টিসের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা প্রতিরোধে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। ক্রমাগত হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের কারণে দেশজুড়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম না হলে রাষ্ট্র ও সরকারের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা আছে। মব জাস্টিসে উৎশৃঙ্খল জনতার হিংসাত্মক ঘটনা প্রতিরোধে সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

লেখক : প্রকাশ ঘোষ বিধান; সাংবাদিক ও কলামিস্ট

শিশু আদালতের বিচার-প্রক্রিয়ার আইনি ও বাস্তবিক দিক

গাজী তারেক আজিজ

জুভেনাইল কোর্ট, যা তরুণ অপরাধীর বিচারের জন্য আদালত যা শিশু আদালত নামেও পরিচিত, একটি ট্রাইব্যুনাল যার বয়স পূর্ণ হয়নি এমন শিশুদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য রায় দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। বেশিরভাগ আধুনিক আইনি ব্যবস্থায়, যে শিশুরা অপরাধ করে তাদের সাথে আইনগত প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে ভিন্নভাবে আচরণ করা হয়, যারা একই অপরাধ করেছে। যদিও প্রচলিত ও ধারণাগতভাবে অনেকের মনে হতে পারে ১২ বছর পর্যন্ত শৈশব। ১২ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কৈশোর। তার পরবর্তী সময় তারুণ্য কিংবা যৌবন; কিন্ত আইনে নির্ধারিত মতে শৈশবের পরই প্রাপ্ত বয়স্ক। এখানে আলাদা করে আর যৌবনকে স্থান দেয়া হয়নি। সবাইকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর উর্ধ্বে যত যা-ই বয়স হোক না কেন। এক্ষেত্রে যদি সোজাসাপ্টা কথায় বলি তাহলে অপ্রাপ্তবয়স্ক আর প্রাপ্তবয়স্ক এই দুইটাই থাকে বয়সভেদে। যদি কোন শিশু অথবা কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে শিশু আদালতে তার বিচার প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে কিশোর আদালতের কথা বলা হলেও মূলত শিশু আদালতকেই বুঝানো হয়েছে। শিশুদের শাস্তির বিধান রয়েছে নির্ধারিত। রয়েছে কিশোর সংশোধনাগার। আবার আইনে নারী ও বৃদ্ধদের জন্যও কিছু অধিকার সুরক্ষিত। সেটাও যথাযথ নয়। শুধু জামিনের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়ার কথা বলা রয়েছে। কিন্ত নারীদের প্রতি সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নামে পৃথক বিশেষ আদালত (ট্রাইব্যুনাল) রয়েছে। বিচার ব্যবস্থার মধ্যে আইন নির্ধারিত একটি বিশেষ বিভাগ, কিশোর আদালত। অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিযুক্তদের মামলার বিচার করার দায়িত্বপ্রাপ্ত, যারা ফৌজদারি অপরাধ থেকে শুরু করে অবহেলা পর্যন্ত অভিযোগের সম্মুখীন হন, অথবা পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিংবা সমাজের স্বাভাবিক ধারায় না থাকাদের বলে মনে করা হয়। সাধারণত এই অভিযুক্তদের বয়স ১৮ বছরের কম হয়, যদিও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আইনি সীমা এখতিয়ার অনুসারে পরিবর্তিত হয়। তদন্তকার্যে এবং যথাযথ বয়স প্রমানসাপেক্ষে একই মামলায় যদি প্রাপ্তবয়স্ক কোন অপরাধী ব্যক্তি থেকে থাকে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলেও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য অভিযোগ পত্র আর শিশুদের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত করে দোষী পত্র প্রদান করা হলে আলাদা বিচার-প্রক্রিয়ায় বিচার অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে কেবল শিশু আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। শিশু যদি কোন ঘটনাচক্রে অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাহলে প্রচলিত আইনে আদালতে বিচার করার সুযোগ নেই। শিশুদের বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। এসব বিবেচনা থেকেই ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয় এবং ২০১৮ সালে তা সংশোধনও করা হয়। সংশোধিত আইনে শিশুদের জন্য আলাদা আদালত বা পৃথক এজলাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। কিন্ত এখনো তেমন কোনো ব্যবস্থা দেশের কোন আদালতে লক্ষ্যণীয় হয়নি; যা প্রণিত আইনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার শামিল বলেও মনে করা হয়ে থাকে। শিশুদের জন্য পৃথক সংশোধনাগার থাকলেও অপরাধের তারতম্য বিবেচনায় না নিয়ে সাধারণ ও গুরুতর অপরাধ তথা অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটানো কিংবা সংঘটন করা শিশুদের একই সাথে রাখা হচ্ছে। যাতে অপেক্ষাকৃত কম অপরাধ করা শিশু আর বেশি অপরাধ করা শিশু থেকে ধারণা শেয়ার করে নিজেও অপরাধ পরিক্রমায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা থেকে যায়। যার ফলে মূল লক্ষ্য বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর এতে নতুন সংকট তৈরি হতে পারে। পড়তে পারে ভয়ংকর বিপর্যয়ে। বিনষ্ট হতে পারে আশার আগামী! কিশোর আদালত প্রাপ্তবয়স্ক আদালতের থেকে আলাদাভাবে কাজ করে বলেই আমরা জানি। যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে নাবালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, সেসব মামলার বিচারের এখতিয়ার তাদের নেই। যদিও কিশোর আদালতের কার্যক্রম সবসময় প্রতিপক্ষীয় বিন্যাস মেনে চলতে পারে না, তবুও নাবালকদের বিজ্ঞআইনজীবীর মাধ্যমে আইনি প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হয়। অতিরিক্তভাবে, ইতিবাচক ফলাফল অর্জন এবং পুনরাবৃত্তি রোধ করার লক্ষ্যে অভিভাবক, সমাজকর্মী এবং প্রবেশন অফিসাররা কার্যক্রমে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। কিন্ত এই আনুষ্ঠানিকতার কারণে শিশুদের মনো-দৈহিক কোন প্রভাব পড়ছে কি-না আমরা কেউই সে খবর রাখি না। বিচার চলাকালীন শিশুদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের চিন্তা-চেতনায় কোন বিরূপ প্রভাব কিংবা নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠছে কি-না তা-ও নজর রাখতে হবে। অন্যথায় উক্ত শিশুদের সাথে মিশতে থাকা অপরাপর শিশুরাও প্রভাবিত হতে পারে। তবে গুরুতর বা বারবার অপরাধের ক্ষেত্রে, কিশোর অপরাধীদের কারাদ- হয়ে থাকলে আইনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে রাষ্ট্রীয় সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত হতে পারে। কিশোর আদালত বহুমুখী, যা নাবালকদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকা- এবং নির্ভরশীলতা উভয়কেই মোকাবেলা করে, যেখানে নাবালকের কল্যাণের জন্য পিতামাতার বাইরের অভিভাবকত্ব প্রয়োজন এমন পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে তাতেও অপরিচর্যার ফলে সুযোগ পেলেই শিশু-কিশোররা তেমন অপরাধ কর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইতেও পারে। সেদিকটায়ও নজরদারি করা সমীচীন বলে মনে করি। আমরা এক্ষেত্রে শিশু আইন-২০১৩ এর আলোকে বাদবাকি আলোচনা এগিয়ে নিতে পারি। যেখানে বলা আছে ১৮ বছরের নিচে যে কাউকে শিশু বিবেচনা করে আইনটির পঞ্চম অধ্যায়ে 'শিশু-আদালত ও উহার কার্যপ্রণালি' শিরোনামে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আইনটিতে 'শিশু-আদালত' নামে বিশেষ আদালতের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬, ১৭ ও ১৯ ধারায় এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধারা ১৬(১) অনুসারে আইনের সঙ্গে সংঘাত জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত যেকোনো অপরাধের বিচার করার জন্য দেশের প্রতিটি জেলা সদরে শিশু আদালত নামে এক বা একাধিক আদালত রাখতে বলা হয়েছে। অন্যথায় উপধারা (২) অনুসারে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০-এর অধীন গঠিত প্রত্যেক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপধারা (১)-এ উল্লিখিত শিশু আদালত হিসেবে গণ্য হবে বলে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোনো জেলায় এ রকম কোনো ট্রাইব্যুনাল না থাকলে সেই জেলার জেলা ও দায়রা জজ স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু আদালত হিসেবে গণ্য হবে বলেও আইনে বলা হয়েছে।

অর্থাৎ একটি বিষয় খুব পরিষ্কার! শিশু আদালতের বিচারক হিসেবে একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি থাকবেন। যিনি ব্যক্তিজীবনে একজন বিবাহিত, সমাজ সচেতন, পারিপার্শ্বিক জ্ঞানসম্পন্ন ও মানবিক হবেন। এই ধারণাটির কথা যদিও কোন আইন কিংবা অপর কোথাও উল্লেখ নেই তথাপিও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সেটাই ইঙ্গিত করে। কারণ একজন বিচারক যদি বিবাহিত হন স্বভাবতই তাঁর সন্তান থাকবে, আর তিনি বিচারিক মনোভাবে যতটুকু বিচারক সুলভ চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করার ঠিক ততোধিক থাকবে পিতৃত্বের সুশীতল স্নেহের আবরণে। আর এজন্যই একজন শিশুকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনায় না নিয়ে অভিযুক্ত হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে। আর তা-ই আইন নির্ধারিত এজলাস অন্যান্য আদালতের আদলে হবে না মর্মে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যদিও বাস্তবতা ভিন্ন! বাংলাদেশের কোথাও এমন শিশুবান্ধব এজলাস রয়েছে কিনা জানা নেই। শিশু আদালতের অধিবেশন ও ক্ষমতা সম্পর্কে ১৭ ধারায় বলা হয়েছে। ১৭(৪) ধারা মতে, যেসব দালান বা কামরায় এবং যেসব দিবস ও সময়ে প্রচলিত আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তা ব্যতীত যতদূর সম্ভব, অন্য কোনো দালান বা কামরায়, প্রচলিত আদালতের ন্যায় কাঠগড়া ও লালসালু ঘেরা বহুল প্রচলিত চিরায়ত আদালত কক্ষের পরিবর্তে একটি সাধারণ কক্ষে এবং অন্য কোনো দিবস ও সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ব্যতীত শুধু শিশুর ক্ষেত্রে শিশু-আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে হবে। বর্তমানে আদালতে নেই পর্যাপ্ত এজলাস। এই একটি কারণ দেখিয়ে এখনো শিশু আদালত নামে পৃথক কোনো এজলাস কক্ষ গড়ে ওঠেনি; যা শিশুবান্ধব হিসেবে শিশুদের বিচারকালীন সময়ে শিশু মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারে, এমন হবে না। একই এজলাসে বিচার চলছে ভাগাভাগি করে; যার কারণে অন্য আর দশজন অপরাধীদের সাথে একই বিবেচনায় বা শিশুদের প্রতি অবহেলা নির্দেশ করবে না, এমন নয়। এত এত আইনের গুরুত্বারোপ করা সত্ত্বেও অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের বিচার চলছে একই গৎবাঁধা নিয়মের সে-ই এজলাস কক্ষে। প্রায়ই দেখা যায়, শুনানির দিনে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুরা তাদের অভিভাবক বা প্রবেশন কর্মকর্তার মাধ্যমে আদালতের বারান্দায় অপেক্ষা করতে থাকে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে গুরুতর সব অপরাধের বিচার চলে। যেহেতু একই এজলাস ভাগাভাগি করতে হয় তাই আদালতের বাইরে সবাইকে একসঙ্গেই অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এরপর নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশের ডাকেই ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। কোনো আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে শিশুকে কাঁঠগড়ায় তুলে দেওয়া হয়। ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) বলছে, শিশু আদালত কর্তৃক শিশুর বিচার চলাকালে আইনজীবী, পুলিশ বা আদালতের কোনো কর্মচারী আদালত কক্ষে তাহাদের পেশাগত বা দাপ্তরিক ইউনিফরম পরিধান করতে পারবেন না, এমনকি বিচারকও তেমন থাকবেন। কিন্ত সে বিধান কি আদৌ মেনে চলার চেষ্টা করা হয়? ন্যুনতম বোধসম্পন্ন হলেও আইনি নির্ধারিত ও নির্দেশনা মোতাবেক কাঠামোগত শিশু আদালত এজলাস স্থাপন জরুরি। সারা দেশের আদালতগুলোয় নানা রকম অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে; কিন্ত এরপরও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল।

এছাড়া বিচারকের সংখ্যা যেমন কম, মামলার সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক বেশি। এসব কারণে নিম্ন আদালতের কোনো কোনো বিচারক একই সঙ্গে দুটি আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। কিন্ত এত কিছুর পরও শিশু আদালতের বিষয়টি উপেক্ষা করা মোটেও সমীচীন নয়। শিশু আদালতের বিচারকদের প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক আলোচনা আমরা শুনতে পাই। অন্য মামলার বিচার শেষে শিশু আদালতের বিচার পরিচালনা করতে হয় বিচারকদের। তাই প্রাপ্তবয়স্কদের মামলার বিচারের প্রভাব শিশুদের ওপর যেন না এসে পড়তে পারে, এজন্য বিচারকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। যদি একই বিচারক শিশু আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকেন সেক্ষেত্রে সপ্তাহে অন্তত একটা দিন নির্ধারণ করা গেলে সেই দিন আদালতের পরিবেশ শিশু উপযোগী করে রাখা যেতে পারে বাহ্যিকভাবে। তবে আমার মতে শিশু আদালত প্রচলিত আদালতের আঙিনায় পরিচালনা না করে ভিন্ন কোন পরিবেশে করা গেলে মনে হয় ভালো হতো। এতে করে প্রাপ্তবয়স্ক কিংবা দাগি কোন অপরাধীর সাথে শিশুদের আদালত অঙ্গনে দেখা কিংবা সাক্ষাৎ হতো না। একটি সমাজের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায় সেখানকার শিশুদের প্রতি আচরণের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিপর্যায়ে সবার। তাই পূর্ণাঙ্গভাবে শিশু আইন বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত।

[লেখক : অ্যাডভোকেট, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ফেনী

প্রতিবাদ থেকে প্রস্তাব : ধর্ষক নিধনে প্রয়োজন আইনগত পদক্ষেপ

মুসফিকুর রহমান সুভ

এই শহরে রাত গভীর হলে শুধু পথঘাট নয়, অগণিত মানুষের হৃদয়ও আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ধর্ষণের বর্বরতা কি কেবল রাতের আঁধারেই ঘটে? না, এই পাশবিকতা দিনের আলোতেও ঘটে, জনসমাগমের ভিড়েও ঘটে, এমনকি চার দেয়ালের মধ্যেও ঘটে। পত্রিকার পাতায় ধর্ষণের খবর আজ আর ব্যতিক্রম নয়, বরং যেন নিত্যদিনের এক স্বাভাবিক সংবাদ। মানুষ আজকাল আর হতবাক হয় না কেবল চোখ বুলিয়ে যায় শিরোনামের ওপর দিয়ে, যেন এটি এক প্রচলিত নিয়ম মাত্র। ধর্ষণ কি কেবল নারীদের অভিশাপ? না, এই ভয়াবহতার শিকার হয় শিশুরাও নিষ্পাপ, অবুঝ একরত্তি শিশুরা, যারা এখনো পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞা বোঝে না। কারও দুচোখের তারা, কারও কোলজুড়ে আসা আশার আলো, সেই শিশুরাও রেহাই পায় না কিছু বিকৃত মস্তিষ্কের হিংস্রতা থেকে। এক মাসের নবজাতকের বাবাও আজ আতঙ্কে ঘুমোতে পারেন না, ঠিক যেমন ঘুমাতে পারেন না এ দেশের কোন মেয়ের বাবা, স্ত্রীর স্বামী, কিংবা বোনের ভাই। আমরা সভ্যতার কথা বলি, উন্নয়নের জয়গান গাই, কিন্তু যে সমাজে নারীর চলার পথ অনিরাপদ, যেখানে শিশুর নিষ্পাপ হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে ভয়, সেখানে এই সভ্যতা এক নির্মম প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। ধর্ষণ শুধু একটি শারীরিক আক্রমণ নয়, এটি মানুষের পশুবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ, নৈতিকতার অপমৃত্যু। এটি একটি সভ্যতার ব্যর্থতা, যেখানে অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘোরে, আর সম্ভ্রম হারানো মেয়েটি সমাজের ভ্রুকুটির সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়। প্রতিবার ধর্ষণের ঘটনার পর শাস্তির দাবি ওঠে, মিছিল হয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় ওঠে, কিন্তু তারপর? কিছুদিন পর সব আবার আগের মতোই পত্রিকায় নতুন কোনো শিরোনাম আসে, আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই, প্রতিবাদের আগুন নিভে আসে। এভাবে কি বদলাবে কিছু? বদলাতে হবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। নারীর পোশাক নয়, পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। শিশুকে সাবধান করতে নয়, অপরাধীকে থামাতে হবে। কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার নির্ভুল প্রয়োগের পাশাপাশি, বদলাতে হবে সমাজের মানসিকতা। ধর্ষকের শাস্তি কেবল ফাঁসি বা কারাবাসেই সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, তাকে ঘৃণার প্রতীক বানাতে হবে, যেন সমাজ তাকে প্রত্যাখ্যান করে, যেন অপরাধ করার আগে সে হাজারবার ভাবে। এই লড়াই শুধু নারীদের নয়, শুধু ভুক্তভোগীদের নয় এটি পুরো সমাজের লড়াই। আমাদের একসঙ্গে রুখে দাঁড়াতে হবে, এক মুহূর্তের জন্যও এই ভয়ংকর বাস্তবতাকে স্বাভাবিক ভাবা চলবে না। ধর্ষণের আতঙ্কে রাত জাগা সমাজের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন এমন একটি সমাজ, যেখানে নারী, শিশু, সবাই নিরাপদে নিশ্বাস নিতে পারে, যেখানে পিতারা রাতভর দুশ্চিন্তায় জাগবেন না, বরং নিশ্চিন্তে ঘুমাবেন এই বিশ্বাসে যে তাদের মেয়ে, তাদের বোন, তাদের শিশু নিরাপদ। তবেই সত্যিকার অর্থে আমরা বলতে পারবো আমরা সভ্য হয়েছি। কবে শেষবার কোনো ধর্ষকের এমন শাস্তি কার্যকর হতে দেখেছি, যা দেখে অন্য এক ধর্ষক কেঁপে উঠবে? কবে শেষবার এমন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা দেখে সমাজে নতুন সূর্যের জন্ম হয়েছে? আমি মনে করতে পারি না। হয়ত আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল, অথবা হয়ত এমন কিছু ঘটেনি বলেই আমার মনে নেই। আমরা শুনেছি, আইনের শাসন আছে। আমরা শুনেছি, ধর্ষকের বিচার হবে, কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু কই, সে কঠোরতা? কই সে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি, যা দেখে অপরাধী এক মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে দাঁড়াবে? বরং আমরা দেখি বছরের পর বছর বিচারপ্রক্রিয়ার জটিলতায় আটকে থাকা ফাইলের স্তূপ। ক্ষমতাশালী অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়, আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়ার ধূর্ত কৌশল। আমরা এক নতুন ভোরের প্রতীক্ষায় আছি? যে ভোরে ন্যায়বিচার শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি হবে! সময়ের স্রোতে সমাজ বদলায়, শাসকের হাত ধরে আসে নীতি-নিয়মের সংস্কার। আজ, যখন পৃথিবীর বহু প্রান্তে নারী অধিকার নিয়ে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছে সভ্যতা, তখন আমাদেরও সময় হয়েছে নির্ভয়ে, দ্বিধাহীন কণ্ঠে একটি সংস্কারের দাবি তোলার এমন এক সংস্কার, যা নারীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে, যা দানবদের মনে ভয় জাগাবে, যা ধর্ষণ নামক ভয়ংকর অভিশাপকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলবে। একটি সমাজ তখনই সত্যিকারের সভ্য হয়, যখন সেখানে নারীর চলার পথ কণ্টকমুক্ত হয়, যখন সে জানে কোনো অন্যায় স্পর্শ তাকে কলঙ্কিত করতে পারবে না, যখন সে নিশ্চিত থাকে তার সম্ভ্রমের কেউ হাত বাড়ালে, রাষ্ট্র তার প্রতিরক্ষায় বজ্র কঠোর হবে। তাই, আজকের দিনে আমাদের একটাই দাবি ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠিনতম শাস্তির আইন, এমন আইন যা হবে দ্রুত কার্যকর, যা হবে ভয়ংকর দৃষ্টান্তমূলক। আমরা চাই, ধর্ষকের বিচার যেন হয় সর্বোচ্চ কঠোরতার সঙ্গে, যেন এক মুহূর্তও বিলম্ব না হয়। প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কিংবা এমন কঠিন শাস্তির বিধান চাই, যা দেখে আর কেউ নারীর প্রতি পাশবিকতা চালানোর সাহস পাবে না। আজ যদি এই সংস্কার হয়, তবে তা হবে নারীদের জন্য প্রকৃত উপহার শুধু এক দিনের জন্য নয়, চিরকালীন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। শান্তির প্রতীক, বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্ব ড. ইউনূস যখন বর্তমান সরকারের কাণ্ডারি। ইতিহাসের বাঁকে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু একজন নেতা নন, বরং এক আদর্শের প্রতীক, এক নতুন দিগন্তের স্বপ্নদ্রষ্টা। তখন ন্যায়ের জন্য আর কোনো শর্ত থাকতে পারে না। কোনো 'যদি' বা 'কিন্তু' নয়, আজই চাই ধর্ষক নিধন আইন। একবার যদি এই সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এক নতুন ভোরের সূচনা হবে যেখানে নারী সাহস নিয়ে পথ চলবে, নিরাপদে শ্বাস নেবে, আর ধর্ষকের অভিশাপ সমাজ থেকে চিরতরে মুছে যাবে। সমাজ বদলাতে পারে একটি সিদ্ধান্তেই, একটি সঠিক সংস্কারেই। আরেকটি কথা সমাজ পরিবর্তন কেবল সরকার নির্ভর নয়; এ পরিবর্তনের কাণ্ডারি হতে হবে আমজনতাকেও। প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হলেই কেবল সত্যিকার অর্থে ন্যায়ের সমাজ গড়ে ওঠে। সংস্কারের যাত্রা যদি একদিকে সরকার পরিচালিত হয়, তবে অপর দিকে জনগণের অংশগ্রহণই সেটির সফলতার মূল চাবিকাঠি। তাই, আমরা প্রত্যাশা করি এই সরকার, যার মূল ভিত্তি জনগণের আত্মত্যাগ, তারা দেশকে সত্যিকার ন্যায়বিচার ও শান্তির পথে পরিচালিত করবে। আমরা স্বপ্ন দেখি, আজকের এই পরিবর্তন কেবল একটি মুহূর্তের নয়, বরং তা হবে এক অবিরাম অভিযাত্রা একটি নতুন ভবিষ্যতের পথে, যেখানে নারী পুরুষ শিশু প্রতিটি মানুষ সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারবে, যেখানে সমাজের প্রতিটি স্তরে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এই অভিযাত্রায় শরিক হই, পরিবর্তনের শপথ নিই, এক নতুন সূর্যের প্রত্যাশায় এগিয়ে চলি।

তাই, আজকের দিনে আমাদের একটাই দাবি ধর্ষণের বিরুদ্ধে কঠিনতম শাস্তির আইন, এমন আইন যা হবে দ্রুত কার্যকর, যা হবে ভয়ংকর দৃষ্টান্তমূলক। আমরা চাই, ধর্ষকের বিচার যেন হয় সর্বোচ্চ কঠোরতার সঙ্গে, যেন এক মুহূর্তও বিলম্ব না হয়। প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কিংবা এমন কঠিন শাস্তির বিধান চাই, যা দেখে আর কেউ নারীর প্রতি পাশবিকতা চালানোর সাহস পাবে না। আজ যদি এই সংস্কার হয়, তবে তা হবে নারীদের জন্য প্রকৃত উপহার শুধু এক দিনের জন্য নয়, চিরকালীন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। শান্তির প্রতীক, বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্ব ড. ইউনূস যখন বর্তমান সরকারের কাণ্ডারি। ইতিহাসের বাঁকে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু একজন নেতা নন, বরং এক আদর্শের প্রতীক, এক নতুন দিগন্তের স্বপ্নদ্রষ্টা। তখন ন্যায়ের জন্য আর কোনো শর্ত থাকতে পারে না

লেখক : মুসফিকুর রহমান সুভ; সাংবাদিক ও কলামিষ্ট

ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করছে অভিবাসীরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফ্রান্স থেকে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে বিপজ্জনকভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করছে অবৈধ অভিবাসীরা। ২০২৫ সালের এই পর্যন্ত ৪ হাজারেরও বেশি মানুষ ছোট ছোট নৌকায় করে প্রবেশ করছে দেশটিতে। এতে অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা আবারো রেকর্ড গড়েছে। ব্রিটেনের ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু মার্চ মাসের প্রথম ৯ দিনেই এসেছে ২ হাজার ৭৫ জন। যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মধ্যকার রোডম্যাপ চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে ধারণা করা হচ্ছে, এই বছরেই ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিবাসী বিপজ্জনকভাবে নৌকায় প্রবেশ করতে পারে যুক্তরাজ্যে। যুক্তরাজ্যে ২০২৫ সালে প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিবাসী প্রবেশ করছে। সম্প্রতি হোম অফিসের প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, শুধু গত রোববারই ৪টি নৌকায় ২৩৭ জন অভিবাসী যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছে। আর গত ২ মার্চে একদিনেই ৫৯২ জন অতিক্রম করেছে ইংলিশ চ্যানেল। তারাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রবেশ করবে ব্রিটেনে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই হারে চলতে থাকলে ২০২৫ সালে ইংলিশ চ্যানেল হয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ হতে পারে। লিংকন চেম্বারস সলিসিটরের প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ গার্ডিয়ানকে বলেছেন, সিরিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ফ্রান্সের মাধ্যমে নৌকায় করে যুক্তরাজ্যে অবৈধভাবে অভিবাসীরা আসছেন। আর প্রতিবছরই এ সংখ্যা বাড়ছে। বিপজ্জনকভাবে নৌকায় অভিবাসীর প্রচণ্ড ঢেউ ঠেকাতে গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স একটি নতুন ‘রোডম্যাপ’ চুক্তি সই করেছে। এতে মানবপাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়। তবে অতীতে নেয়া এমন পদক্ষেপগুলোর বাস্তব প্রতিফলন হয়নি বলে মনে করছেন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা। আইন ও অভিবাসন বিশ্লেষকরা বলেছেন, এই দেশের জনসংখ্যার যে নির্দিষ্ট এলাকাগুলো আছে, যেমন- বিদ্যালয়, হাসপাতালসহ অর্থনীতিতে অনেক বেশি চাপ পড়বে।

যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যে এক্সে ব্যাপক বিভ্রাট, মাস্কের দাবি ‘সাইবার হামলা’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইলন মাস্কের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’ (সাবেক টুইটার) স্থানীয় সময় সোমবার সকালে বড় ধরনের বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের হাজারো ব্যবহারকারী সমস্যায় পড়েন। খবর বিবিসির। অনলাইন সমস্যা পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ডাউনডিটেক্টর জানায়, প্ল্যাটফর্মে প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র থেকেই দশ হাজারের বেশি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্যেও দুপুর ২টার কিছু আগে আট হাজারের বেশি বিভ্রাটের রিপোর্ট জমা পড়ে। বেশ কয়েকজন ব্যবহারকারী অ্যাপ ও ডেস্কটপ উভয় মাধ্যমেই লগইন ও ফিড রিফ্রেশ করতে ব্যর্থ হন এবং শুধুমাত্র লোডিং আইকন দেখতে পান। ইলন মাস্ক দাবি করেছেন, এই বিভ্রাট “ইউক্রেন অঞ্চলের” একটি “ব্যাপক সাইবার হামলা” ফলে এই বিভ্রাট তৈরি হয়েছে। তবে, তিনি তার দাবির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ দেননি এবং এ ঘটনায় কোনো রাষ্ট্র জড়িত আছে কি না, তা স্পষ্ট করেননি। এক্সে দেওয়া পোস্টে মাস্ক লেখেন, “এটি হয় একটি বৃহৎ সমন্বিত গোষ্ঠী, নয়তো কোনও দেশের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।”

পাকিস্তানে চলন্ত ট্রেনে হামলা ৪৫০ যাত্রী জিম্মি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে চলন্ত একটি ট্রেনে হামলা চালিয়ে ৪৫০ জনের বেশি যাত্রীকে জিম্মি করেছে জঙ্গিরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে জঙ্গিদের গুলিতে ট্রেনের চালক ও কয়েকজন যাত্রী আহত হন। পরে সশস্ত্র হামলাকারীরা ট্রেনে উঠে সেটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। প্রদেশের রাজধানী কোয়েটার জ্যেষ্ঠ রেলওয়ে কর্মকর্তা মুহাম্মদ কাশিফ ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, ‘‘বন্দুকধারীরা চলন্ত ট্রেনটির ৪৫০ জনেরও বেশি যাত্রীকে জিম্মি করেছে।’’ পাকিস্তানের রেলওয়ে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জাফর এক্সপ্রেস নামের ওই ট্রেনের ৯টি বগিতে ৪৫০ জনের বেশি যাত্রী ছিলেন। এটি বেলুচিস্তানের কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখাওয়ার পেশোয়ারের উদ্দেশে যাওয়ার পথে সশস্ত্র বন্দুকধারীদের হামলার শিকার হয়। বেলুচিস্তানের স্বাধীনতার দাবিতে কয়েক দশক ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসা সশস্ত্র গোষ্ঠী বেলুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) ট্রেন হামলার দায় স্বীকার করেছে। এক বিবৃতিতে বিএলএ জানিয়েছে, তারা ট্রেনের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যসহ যাত্রীদের জিম্মি করেছে। তবে প্রাদেশিক সরকার বা রেলওয়ের কর্মকর্তারা যাত্রী ও নিরাপত্তা সদস্যদের জিম্মি করার বিষয়ে নিশ্চিত করেননি। বেলুচিস্তানের রেলওয়ে বিভাগের একজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, বোলান জেলার মুশকাফ এলাকায় ট্রেনটিতে হামলা হয়েছে। ইতোমধ্যে ওই এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা পৌঁছেছেন। বেলুচিস্তানের সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র শহীদ রিন্দ জানিয়েছেন, যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধারে সরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যে এলাকায় ট্রেনটি থামানো হয়েছে, সেটি পার্বত্য এলাকা হওয়ায় জঙ্গিদের জন্য আস্তানা গড়ে তোলা এবং হামলার পরিকল্পনা করা সহজ হয়েছে। বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত বেলুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। সম্প্রতি তারা প্রদেশজুড়ে বেশ কয়েকটি হামলার দায় স্বীকার করেছে। গত নভেম্বরে, বেলুচিস্তানের একটি রেলওয়ে স্টেশনে পাকিস্তানি সৈন্যদের লক্ষ্য করে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল এই গোষ্ঠীর সদস্যরা। ওই হামলায় বেসামরিক পোশাক পরিহিত ১৯ সৈন্যসহ অন্তত ২৭ জন নিহত হন। সৈন্যরা ছুটিতে বাড়ি ফেরার জন্য ট্রেনে ওঠার কয়েক মিনিট আগেই হামলার শিকার হন।

ভিসা থাকার পরও বিমানবন্দর থেকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে ফেরত পাঠালো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বৈধ ভিসা থাকার পরও তুর্কমেনিস্তানে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত কে কে ওয়াগানকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তাকে লস অ্যাঞ্জেলেস বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনাকে কূটনৈতিক মহলে বিরল ও অস্বাভাবিক বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজ গতকাল মঙ্গলবার সকালে কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, রাষ্ট্রদূত কে কে ওয়াগানকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো করা হয়েছে। তার ভিসা সংক্রান্ত একটি সমস্যার কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর কী প্রভাব পড়ে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে বলে জানা গেছে। সূত্রগুলো জানায়, বৈধ মার্কিন ভিসা ও সব প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নথি থাকা সত্ত্বেও লস অ্যাঞ্জেলেসে ব্যক্তিগত সফরে যাওয়ার সময় রাষ্ট্রদূত ওয়াগানকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আটকায়।

ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জাতিসংঘের সহায়তা পুনর্বহাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা তহবিল কমানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা। দেশটিতে সংস্থাটির শীর্ষ এক কর্মকর্তা গতকাল মঙ্গলবার বার্তা সংস্থা এএফপি’কে এ তথ্য জানান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈদেশিক সহায়তা তহবিল স্থগিত ঘোষণার কয়েকদিন পর ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য তহবিল কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা। মিয়ানমারে নির্যাতিত হয়ে প্রতি বছর হাজারো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘ ও বিপজ্জনক সমুদ্র যাত্রায় মালয়েশিয়া অথবা ইন্দোনেশিয়ায় পাড়ি দেয়। এএফপি’র হাতে আসা ২৮ ফেব্রুয়ারি ইস্যুকৃত আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) চিঠিতে বলা হয়, সুমাত্রার পশ্চিম দ্বীপের পেকানবারু শহরে প্রায় এক হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তবে ইন্দোনেশিয়ায় আইওএম-এর মিশন প্রধান জেফ্রি ল্যাবোভিটজ এএফপি’কে জানিয়েছেন, ‘কোনো কারণ ছাড়াই তহবিল কমানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। মানবিক সহায়তা প্রদান করতে বৃহৎ কর্মসূচি পুনরায় চালু করা হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘আমি নিশ্চিত, বর্তমানে এই পরিষেবাগুলো কমানোর কোনো পরিকল্পনা নেই।’ সংস্থাটি ই-মেইলে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেছে, অতীতের ধারাবাহিকতায় ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের কোনো দেশই স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দিচ্ছে না। ফলে ইন্দোনেশিয়ায় আশ্রয় নেওয়া দুই হাজারের বেশি রোহিঙ্গা আইনি অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আশ্রয় ও সাহায্যের জন্য তাদের জাতিসংঘের সহায়তা তহবিলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আইওএম গত সপ্তাহে বলেছে, মার্কিন সহায়তা স্থগিতের ঘোষণা আমাদের কর্মী, কার্যক্রম ও আমরা যাদের সেবা করি, তাদের ওপর প্রভাব ফেলছে। এ বিষয়ে এএফপি জাকার্তায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসকে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ জানালে তারা তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি। ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘের শরণার্থী কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ নয়। দেশটি বলেছে, মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের গ্রহণে তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং তারা প্রতিবেশী

দেশগুলোকে তাদের তীরে আসা রোহিঙ্গাদের বোঝা ভাগ করে নেওয়ার ও পুনর্বাসনের আহ্বান জানিয়েছে। সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ওয়াশিংটন উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি’র ৫ হাজার ২শ’টি কর্মসূচি বাতিল করছে। তবে এক হাজার কর্মসূচি পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে থাকবে। সহায়তাকারী গোষ্ঠীগুলো যুক্তি দেখান, বিদেশে স্থিতিশীলতা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে বেশিরভাগ সহায়তা মার্কিন স্বার্থকে সমর্থন করে।

মস্কোতে ইউক্রেনের বড় ড্রোন হামলা, নিহত ১

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে ইউক্রেন বড় ধরনের ড্রোন হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে রাশিয়া। গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর ৪টার দিকে মস্কো ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। এতে এখন পর্যন্ত একজনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছে অন্তত ৩ জন। ওই অঞ্চলে বিমান ও ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবি-য়ানিন জানিয়েছেন, মস্কোর দিকে আসা অন্তত ৬৯টি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। মস্কো ও আশপাশের অঞ্চলে প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ মানুষের বসবাস। এটি ইউরোপের বৃহত্তম মহানগরীগুলোর মধ্যে একটি। রাশিয়ার বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, হামলার পর নিরাপত্তার স্বার্থে মস্কোর চারটি প্রধান বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া মস্কোর পূর্ব দিকে ইয়ারোস্লাভল এবং নিজনি নভগোরোদ অঞ্চলের আরও দুটি বিমানবন্দরও বন্ধ রাখা হয়েছে। গভর্নর আন্দ্রে ভোরোবিয়ভ বলেছেন, ক্রেমলিন থেকে ৫০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে রামেনস্কোয়ে জেলায় এক বহুতল ভবনে কমপক্ষে সাতটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হামলার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রুশ সংবাদ সংস্থা আরআইএ জানিয়েছে, মস্কোর দক্ষিণে প্রায় ৩৫ কিমি দূরে ডোমোদেদোভো জেলার একটি ট্রেন স্টেশনের রেল অবকাঠামো ড্রোনের ধ্বংস-াবশেষ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাশিয়ার নিরাপত্তা সংস্থার ঘনিষ্ঠ বাজা নামে একটি টেলিগ্রাম নিউজ চ্যানেল এবং অন্যান্য রুশ সংবাদ মাধ্যম মস্কোর বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় আগুন লাগার ভিডিও পোস্ট করেছে, যা তারা দাবি করেছে ড্রোন হামলার কারণে ঘটেছে। একাধিক ভিডিওতে শহরের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য দেখা গেছে। রয়টার্স এই দাবিগুলোর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। এই হামলা এমন সময়ে ঘটল যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তিন বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার মার্কিন ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা সৌদি আরবে শান্তি আলোচনা করতে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। কিয়েভ বারবার বলেছে যে তাদের এই ধরনের হামলার লক্ষ্য রাশিয়ার সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করা, যা মস্কোর সামগ্রিক যুদ্ধ প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা এটিও দাবি করেছে যে এই হামলাগুলো রাশিয়ার অব্যাহত ইউক্রেন বোমাবর্ষণের পাল্টা জবাব। উভয় পক্ষই সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউক্রেনীয়।

বিনোদন

ইন্ডাস্ট্রিকে থেকে তারা আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল : গোবিন্দ

ডউছঠৈদই ডেস্ক : একসময়ের জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ। তার নাচের মুদ্রাগুলো ভক্তদের হৃদয়ে এখনো অমলিন। নাচের আলাদা ধরন আর অভিনয় গোবিন্দকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। তবে এই যাত্রা কন্টকাকীর্ণ ছিল। তার অভিযোগ– বলিউডে তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে। কয়েক দিন আগে মুকেশ খান্নার ইউটিউব চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেন গোবিন্দ। এ অভিনেতা বলেন, ‘আমি মানহানিকর পর্যায়ে গিয়েছিলাম এবং এটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল। ইন্ডাস্ট্রিকে থেকে তারা আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম তারা সবাই শিক্ষিত। আমি অশিক্ষিত ও বহিরাগত হয়েও তাদের জায়গায় প্রবেশ করেছি। তাই তারা আমার সঙ্গে খেলা খেলতে শুরু করে। আমি তাদের নাম বলতে পারছি না। তবে কাজের কারণে ইন্ডাস্ট্রিতে এখনো টিকে আছি।’ ক্যারিয়ারে এমনও সময় পার করেছেন, যখন ১০০ কোটি রুপির প্রজেক্টের কাজ ফিরিয়ে দিয়েছেন গোবিন্দ। এ তথ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, “তারা যখন লিখছিলেন– আমার কাজ নেই, তখন আমি ১০০ কোটি রুপির সিনেমার কাজ প্রত্যাখ্যান করেছি। সেই অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার পর, আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে থাপ্পড় মারতাম। নিজেকে বলতাম, ‘তুমি পাগল হয়ে গেছো; এই অর্থ তুমি নিজের জন্য খরচ করতে পারতে।” গোবিন্দ তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। তার ভাষায়, ‘নিজের প্রতি সৎ থাকা এবং বিবেকের কথা শোনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’ আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে বলিউডে পা রাখেন গোবিন্দ। তার প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমা ‘ইলজাম’ ও ‘লাভ ৮৬’ মুক্তি পায়। দুটো সিনেমাই হিট। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি গোবিন্দকে। এরপর ‘রাজা বাবু’, ‘কুলি নম্বর ১’, ‘হিরো নম্বর ১’, ‘সাজন চলে সসুরাল’-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করে জনপ্রিয়তা লাভ করেন নব্বই দশকের এই ব্যস্ত অভিনেতা।

ওমরাহ হজ পালন করতে মক্কায় বর্ষা

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড চিত্রনায়িকা আফিয়া নুসরাত বর্ষা। শোবিজের পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিজীবন নিয়েও ব্যস্ত থাকেন তিনি; নিয়মিতই পালন করেন ধর্মীয় আচার-রীতি। এদিকে চলছে পবিত্র রমজান মাস, এরই মধ্যে ওমরাহ হজ পালন করতে মক্কায় গেছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে খবরটি জানান বর্ষা নিজেই; সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবিও পোস্ট করেন তিনি। ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, ‘আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন, আমিন। আমার আত্মাটা রেখে গেলাম। ইনশাআল্লাহ আবার ফিরে আসব।’ এদিকে গণমাধ্যমে বর্ষা জানিয়েছেন, গত ৬ মার্চ ওমরাহ পালনের উদ্দেশে পবিত্র নগরী মক্কায় পৌঁছান তিনি।

আগামী ১৩ মার্চ তার ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে। বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে অনন্ত-বর্ষা জুটির নতুন সিনেমা ‘নেত্রী দ্য লিডার’। সর্বশেষ এ অভিনেত্রীকে দেখা গেছে ‘কিল হিম’ সিনেমায়। মোহাম্মদ ইকবালের পরিচালনায় এতে স্বামী অনন্ত জলিলের বিপরীতে অভিনয় করেন তিনি।

এবার ভারতীয় সিনেমায় দেখা যাবে হানিয়া আমিরকে

বিনোদন ডেস্ক : ‘কাভি মে কাভি তুম’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে আলোচনায় আসা পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির কাজ করছেন ভারতীয় সিনেমায়। পাঞ্জাবি সিনেমা ‘সরদার জি-৩’ থাকবেন হানিয়া। এ সিনেমায় হানিয়ার বিপরীতে দেখা যাবে দিলজিৎকে। এছাড়া সিনেমাটিতে অভিনয় করবেন পাঞ্জাবি সুপারস্টার নিরু বাজওয়া। ইতোমধ্যে সিনেমাটি নিয়ে দর্শকরা আলোচনা শুরু করেছেন। সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হয়েছে সিনেমার শুটিংয়ের ভিডিও ও স্থির চিত্র। সরদার জি-৩ সিনেমার গল্প নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এমনকি সিনেমাটি কবে মুক্তি পাবে তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে দিলজিৎ জানিয়েছে, সরদার জি-৩ মুক্তি পাবে চলতি বছরের জুনে। কয়েক মাস আগে লন্ডনে গিয়েছিলেন হানিয়া। সে সময় সেখানে শো করছিলেন দিলজিৎ। সেই শোতে গিয়ে হাজির হন পাকিস্তানি অভিনেত্রী। ওই সময় হানিয়াকে স্টেজে ডেকে নেন দিলজিৎ।

উত্তোলন করা হলো তানজিন তিশার সহকারীর লাশ

বিনোদন ডেস্ক : মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে দীর্ঘ ৭ মাস পর কবর থেকে তোলা হয়েছে অভিনেত্রী তানজিন তিশার সহকারী ও জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদ আলামিনের লাশ। গত সোমবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাসুদ পারভেজের নেতৃত্বে এবং উত্তরা পশ্চিম থানা ও শ্রীনগর থানা পুলিশের তত্ত্বাবধানে শ্রীনগর উপজেলার বালাসুর কাশেমনগর কবরস্থান থেকে আলামিনের লাশ উত্তোলন করা হয়। পরিবার সূত্রে জনা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই ঢাকার উত্তরায় গুলিতে নিহত হন আলামিন। পরে তাকে উত্তরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে ময়নাতদন্ত ছাড়াই ২০ জুলাই শ্রীনগর উপজেলার কাশেমনগর কবরস্থানে তার গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়। ঘটনার চার মাস পর ডিসেম্বরে নিহতের বড় ভাই বাদল খলিফা বাদী হয়ে উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এবার আলামিনের বাবা আইয়ুব খলিফার সম্মতিতে কবর থেকে লাশ উত্তোলন করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেছে পুলিশ।

সমালোচনার জবাব দিলেন প্যারিস জ্যাকসন

বিনোদন ডেস্ক : আন্তর্জাতিক ফ্যাশন শো-এর খোলামেলা পোশাকে ধরা দিয়ে বেশ সমালোচনার শিকার হয়েছেন মাইকেল জ্যাকসনের মেয়ে প্যারিস জ্যাকসন। বিতর্কের মাঝে এবার এ বিষয়ে মুখ খুলে পালটা যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘পোশাক নিয়ে প্রত্যেকের মতামত ভিন্ন। আমি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। সকলেই নিজের মতো প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন। আমি বুঝতে পারছি না এই বিষয়টি নিয়ে এত আলোচনা কেন? এটা কোনও বড় কথা নয়। পশুরা পোশাক পরে না। মানুষেরও পশুর মতোই শরীর রয়েছে। তাই তা বড় করে দেখার নেই। এর থেকে পৃথিবীতে আরও নানা বড় কাজ রয়েছে।’ প্রসঙ্গত, পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসন। মঞ্চে যখন অবতীর্ণ হতেন, অবাক হয়ে বিশ্ব তাকিয়ে থাকত তার ‘মুনওয়াক’-এর দিকে। প্রায় একদশক হতে চলেছে ইহজগতকে বিদায় জানিয়েছেন তিনি।

ইফতারে যোগ দিয়ে তোপের মুখে বিজয়

বিনোদন ডেস্ক : অভিনয় ছেড়ে বর্তমানে রাজনীতিতেই সক্রিয় দক্ষিণী সুপারস্টার থালাপতি বিজয়। তাইতো সামাজিকতা রক্ষার্থে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন এই অভিনেতা। সম্প্রতি মুসলিমদের পবিত্র মাস রমজান উপলক্ষ্যে এক ইফতার আয়োজনে যোগ দেন বিজয়। বিষয়টি নিয়ে নায়ক সম্প্রীতির প্রশংসায় ভাসলেও এই কাজের পেছনে রাজনৈতিক যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন অনেকেই; তা নিয়ে অবশ্য সমালোচনাও কম হয়নি! এবার এই ইফতারে যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে থানায় অভিযোগ গেল অভিনেতার বিরুদ্ধে। গত ৭ মার্চ সন্ধ্যায় চেন্নাইতে একটি ইফতার পার্টির আয়োজন করেছিলেন অভিনেতা। বিজয়ের আমন্ত্রণে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং চলচ্চিত্র জগতের বেশ কিছু পরিচিত মুখ ইফতারে অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়াও চেন্নাইয়ের ১৫টি মসজিদের ইমামরাও আমন্ত্রিত ছিলেন ওই ইফতারে। প্রায় তিন হাজার মানুষের অংশগ্রহণে ছিল ব্যাপক আয়োজন। শুধু তাই নয়, ইফতারের আগে মোনাজাতে অংশ নেন অভিনেতা। যেখানে ‘আমিন আমিন’ ধ্বনিতে মুখর হতে দেখা যায় বিজয়সহ উপস্থিত সকলকে। কিন্তু বিজয়ের এই কর্মকাণ্ড ঘিরে এক বিস্ফোরক অভিযোগ আনল তামিলনাড়ুর সুন্নাত এ জামাত নামে একটি সংগঠন। তাদের দাবি, অভিনেতা বিজয় যা করেছেন, তা মুসলিম সম্প্রদায়কে অপমান করেছে। সংগঠনটি এও দাবি করেছে, ইফতারের মতো ধর্মীয় এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন অনেককেই অংশগ্রহণ করেছে সেখানে; বিশেষ করে উচ্ছৃঙ্খল ও মাতাল মানুষদের ডেকে ইফতার করিয়েছেন বিজয়- এমনই দাবি। শুধু তাই নয়, এই ইফতার সমাবেশে এমন বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল যা মুসলমানদের প্রতি অবমাননাকর এবং আপত্তিকর ছিল বলেও দাবি করা হয়। ইতোমধ্যে এই অভিযোগ নিয়ে চেন্নাই থানার দ্বারস্থ হয়েছে সেই সংগঠনটি, বিজয়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ। সেখানে বলা হয়েছে, প্রচারের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত সংগঠিত এমন অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত আনে। এ ঘটনায় বিজয়কে দুঃখ প্রকাশ করার পাশাপাশি ক্ষমা চাইতেও বলা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অভিযোগ পর্যালোচনার ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে। এরপর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

ভারতের ফিল্মফেয়ারে মনোনীত হলেন বাংলাদেশি তিন তারকা

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের শিল্পী, নির্মাতা ও কলাকুশলীদের সম্মান জানিয়ে সাত দশক ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার। এটি দেয়া হয় মুম্বাইয়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আয়োজনটির গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়েছে। এটি ছড়িয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের চলচ্চিত্র শিল্পেও। এটি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ‘জয় ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস বাংলা’ শিরোনামে। সেই ধারাবাহিকতায় আসছে ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালের আসরটি। এই আয়োজনে ২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলোর মধ্য থেকে সেরাদের বাছাই করা হবে। এবার সেই মনোনয়ন তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের তিন তারকা- জয়া আহসান, মোশাররফ করিম ও চঞ্চল চৌধুরী। তারা তিনজনই ২০২৪ সালে কলকাতার সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তাদের মধ্যে মূল বিভাগে সেরা অভিনেত্রী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন জয়া আহসান। তিনি

‘বহুরূপী’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন। তার সাথে মনোনয়ন তালিকায় আছেন অপরাজিতা আঢ্য (এটা আমাদের গল্প), কৌশানি মুখার্জি (বহুরূপী), ঐন্দ্রিলা সেন (মির্জা), ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত (অযোগ্য) ও শুভশ্রী গাঙ্গুলি (বাবলি)। ফিল্মফেয়ার মঞ্চে জয়া আহসান এক পরিচিত নাম। বহু বছর ধরে তিনি টালিউডে কাজ করছেন এবং প্রায় প্রতিবছরই মনোনয়ন তালিকায় তার নাম থাকে। তিনি চারবার পেয়েছেনও পুরস্কারটি। এবার জয়ার সামনে পঞ্চম পুরস্কারটি জিতে নেয়ার সুযোগ। চঞ্চল চৌধুরী সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত কিংবদন্তি নির্মাতা মৃণাল সেনের বায়োপিক ‘পদাতিক’-এ অভিনয় করেন। এ ছবি দিয়ে তিনি কলকাতার সিনেমায় যাত্রা করেন। সিনেমাটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে জয় ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস বাংলা ২০২৫-এ সেরা অভিনেতা হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন চঞ্চল।

কয়েকজন শিশু পথের ধারে ঈদ কার্ড বিক্রির জন্য পসরা সাজিয়েছে। ফুলবাড়ী মধ্যপাড়া, বগুড়া শহর।

সরাইলে কৃষি প্রযুক্তি মেলা সাঁঝে আছে কাজে নেই!

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলের ৩ দিন ব্যাপি কৃষি প্রযুক্তি মেলা সাঁঝের শেষ নেই। কিন্তু কাজের ফলাফল শুন্য। উদ্ধোধনী দিনই ১০ টি ষ্টলের মধ্যে অধিকাংশ ষ্টলই নেই দায়িত্বশীল কোন লোক। ডিসপ্লে গুলো চকচক করলেও জনমানব শুন্য ষ্টল গুলো খাঁখাঁ করছে। পরামর্শ কেন্দ্রে নেই পরামর্শ দেয়ার কেউ। হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন চাষীরা। ফলে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে সরকারী টাকায় আয়োজিত মেলার মূল লক্ষ ও উদ্যেশ্য। তবে লোক না থাকায় পরামর্শ কেন্দ্র থেকে কেউ ফিরে গিয়ে থাকলে আমি ক্ষমা প্রার্থী বললেন মেলার দায়িত্বে থাকা কৃষি কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির। সরজমিন অনুসন্ধান ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ফ্লাড রিকনস্ট্রাকশন ইমারজেন্সি এসিসটেন্স প্রজেক্টের (ফ্রিপ) অর্থায়নে সরাইল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে ও বাস্তবায়নে তিনদিন ব্যাপি এই মেলার উদ্ধোধন হয়েছে গতকাল। কৃষি প্রযুক্তির সমূহের সাথে কৃষকদের পরিচিত করানোই এই মেলার মূল লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তবের চিত্রে উঠে এসেছে ভিন্নতা। চমৎকার রঙ্গিন কাপড়ে ডেকোরেশন করা ষ্টল গুলো চকচক করছিল। সাঁজে কোন ঘাটতি ছিল না। সকাল সাড়ে ১০ টায় উদ্ধোধন হলেও বেলা পোনে ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দেখা যায় মেলার অধিকাংশ ষ্টলেই দায়িত্বশীল (যারা দেখাবেন ও বুঝাবেন) লোক নেই। স্বল্প সংখ্যক কৃষক ও চাষী উপস্থিত হলেও তারা শুধু ঘুরছেন। প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করেই পরামর্শ কেন্দ্র। ওই কেন্দ্রে শুধু চেয়ার টেবিল আছে। সামনে দাঁড়িয়ে ২-৩ জন লোক হ্যাঁ হুতাশ করছেন। জানতে চাইলে সরাইল সদরের উচালিয়া পাড়ার বাসিন্দা মো. রূহুল আমিন রূবেল ও শাহজাদাপুর ইউনিয়নের দেওড়া গ্রামের মো. মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ছাদে ও মাটিতে শাকশব্জি ফলমূলের চাষ করছি। মেলায় পরামর্শের জন্য আসছিলাম। কিন্তু পরামর্শ কেন্দ্রে কেউ নেই।

সময় বাড়িয়েও সম্পন্ন হয়নি ক্যান্সার হাসপাতালের নির্মাণ কাজ

বরিশাল প্রতিবেদক : দুইবার সময় বাড়িয়েও নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি বরিশালের ক্যান্সার, কিডনি ও হৃদরোগীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের নির্মাণ কাজ। আগামী ৩০ জুন কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নির্মান কাজের অগ্রগতি হয়েছে মাত্র ৬৫ ভাগ। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, যন্ত্রপাতি আমদানির জটিলতা এবং নির্মাণ কাজে ধীরগতির কারণে দ্বিতীয় দফায় বাড়ানো সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হওয়া নিয়ে ইতোমধ্যে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সূত্রমতে, ২০২১ সালের ২৩ জুলাই বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাশে আড়াই একর সম্পত্তির উপর ক্যান্সার, কিডনি ও হৃদরোগীদের জন্য ৪৬০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শুরু হয়। যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৩ সালের জুন মাসে। নানা জটিলতায় কাজ শেষ না হওয়ায় মেয়াদ দুইবছর বাড়ানো হয়। তবে এরপরেও শেষ হচ্ছে না নির্মান কাজ। হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণে বিলম্ব হওয়ায় বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চাপ বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন রোগীদের সঠিকভাবে সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের। বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজের সহকারী পরিচালক রেজওয়ানুর আলম বলেন, হাসপাতালটি চালু হলে একই জায়গায় আধুনিক সব চিকিৎসা পাবেন ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীরা। বরিশাল গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী কামাল হোসেন বলেন, নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ার পেছনে যন্ত্রপাতি আমদানির জটিলতা ও নির্মাণ কাজে ধীরগতিই দায়ী। তবে নির্ধারিত সময় ৩০ জুনের মধ্যে ৯০ ভাগ কাজ শেষ করার আশা করা যাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রতি মাসে গড়ে চারশ' ক্যান্সার রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু হলে শেবামেক'র ওপর রোগীর চাপ অনেক কমে আসবে।

জুমের উৎপাদিত সুগন্ধি চালের ধান শুকানোর পর বস্তায় ভরছেন এক ব্যক্তি। নীলাচল, বান্দরবান।

দুর্গাপুরে হত্যা ও গরু লুটের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোণার দুর্গাপুরে জয়নাল মিয়া (৬৫) নামের এক পাহারাদারকে হত্যা করে একটি ফার্মের সাত গরু ডাকাতির মামলায় ৩ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ। এর আগে গত সোমবার দুর্গাপুর উপজেলার রামবাড়ী এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো, উপজেলার কাকৈরগড়া ইউনিয়নের রামবাড়ীর দূর্গাশ্রম গ্রামের দোলন মিয়া দুলাল (২৮), রামবাড়ী গ্রামের আঃ আউয়াল ওরফে আবাল (৩২, শুকনাকুড়ি গ্রামের আঃ মান্নান ওরফে মান্নান (৪২)। প্রেস ব্রিফিং সূত্রে জানা গেছে, তথ্য-প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ডাকাত দোলন মিয়া দুলাল'কে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে হত্যার দায় স্বীকার করে দোলন মিয়া। পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য আব্দুল মান্নান ওরফে মান্নান ও আঃ আউয়াল ওরফে আবাল'কে গ্রেপ্তার করা হয়। হত্যা ও ডাকাতির ঘটনায় মোট ৭জন জড়িত ছিলো বলেও জানায় পুলিশ। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এর আগে ৬ মার্চ দিবাগত রাতে এ ঘটনাটি ঘটে। পরদিন ৭ মার্চ সকালে খড়ের ঘরের পালার সাথে, বাঁধা অবস্থায় জয়নাল মিয়ার মরদেহ দেখতে পায় তার সহকর্মী। এ ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নিহতের ছেলে জালাল উদ্দিন বাদী হয়ে ৮/১০ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে মামলা দায়ের করেন মামলা নং-৪। নেত্রকোণা জেলা পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ আরও বলেন, ঘটনায় জড়িত অন্যান্য ডাকাতদের গ্রেফতার, লুণ্ঠিত গরু উদ্ধার এবং ঘটনায় ব্যবহৃত পিকআপ গাড়ীটি সনাক্ত করে আটকের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

হিলিতে বেড়েছে সব ধরনের সবজির দাম

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : হিলি বাজারের একটি সবজির দোকান সাত দিনের ব্যবধানে দিনাজপুরের হিলি বাজারে বেড়েছে প্রতিটি সবজির দাম। এই বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ৩০ টাকার পরিবতে বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা কেজিতে, ১০ টাকার শিম বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা কেজিতে, টমেটোর কেজি ১০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা। হঠাৎ সবজির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া নিম্নআয়ের মানুষ। ব্যবসায়ীরা জানান, চাহিদার তুলনায় আমদানি কম হওয়ায় বাজারে প্রায় প্রতিটি সবজির দামেই বাড়ছে। হিলি বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রমজানের আগের দিন বেগুনের দাম ছিল প্রতি কেজি ১৫ টাকা। এখন সেই বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে। ১০ টাকার আলু বিক্রি হচ্ছে ১৫ টাকা কেজিতে। শসার কেজি ২০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা। একইভাবে বাজারে দাম বেড়েছে ফুলকপি ও বাঁধাকপিরও। এই সবজি দুইটির দাম পাঁচ টাকা বেড়ে ১৫ টাকা পিস হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। ৩০ টাকার পেঁয়াজ ৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে নতুন পটল বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কেজি দরে। ভারত থেকে আমদানিকৃত সজনে ডাঁটা বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকা কেজিতে। সবজি কিনতে আসা মোসলেম আলী বলেন, "সুযোগের সবাই সৎ ব্যবহার করে। রোজার দুই দিন আগে যেসব সবজি যে দামে কিনলাম, আজ সেসব সবজির দাম কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এভাবে দাম বাড়লে আমরা সাধারণ মানুষ চলব কি করে?"রিকশাচালক গোলাম রাব্বানী বলেন, "আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। দিনে যে সামান্য উপার্জন হয়, তা দিয়েই সংসার চলানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর বাজারে সব সবজির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকদিন আগেও দাম নাগালের মধ্যে ছিল।" হিলি বাজারের সবজি ব্যবসায়ী আব্দুল খালেক মন্ডল বলেন, "রোজার আগেও আমরা কম দামে প্রতিটি সবজি বিক্রি করেছি।

কাহারোলে ডাবোর ইউপি বিএনপির ইফতার মাহফিল

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ১ নং ডাবোর ইউনিয়ন বিএনপির ইফতার মাহফিল গত সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাবোর বিএনপির সভাপতি মোঃ ওবায়দুর রহমান। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন উপজেলা ছাত্র বিষয়ক মোঃ জুয়েল রানা। ইফতারের পূর্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, দিনাজপুর -১ আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশি জেলা বিএনপির সহসভাপতি এবং বীরগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনজুরুল ইসলাম মনজু। বিষেশ অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন - সাধারণ সম্পাদক ও কাহারোল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম মোস্তফা বাদশা। কাহারোল উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক মোঃ শামিম আলী। কাহারোল উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ মাইন উদ্দিন। কাহারোল উপজেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদক মোঃ সাঈদ হোসেন বাবু। আলোচনা শেষে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাজিতপুরে ভাসমান ডিজেল পাম্প উদ্বোধন

হাওর অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার দিঘীরপাড় পাটুলী ফেরী ঘাটে হাজী আমরু মিয়ার ভাসমান ডিজেল পাম্প উদ্বোধন করেন প্রয়াত সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান মঞ্জুর ছেলে বিএনপি নেতা মোস্তাফিজুর রহমান মামুন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা যুবদলের সভাপতি কাইছার মাহমুদ রিপন, বিএনপি নেতা কামাল হোসেন কামিল, দিঘীরপাড় ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ ফজলুল হক, নৌ পরিবহনের সাবেক সভাপতি মোঃ মাছুম, জিয়া স্মৃদি সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আহমেদ, শহীদ জিয়ার স্মৃতি সংসদের সভাপতি হুমাইয়ুন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন, কাউছার আহমেদ প্রমুখ। পরে এ উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মানুষ ও বুনোহাতির দ্বন্দ্ব নিরসনে মতবিনিময় সভা

শেরপুর প্রতিনিধি : মানুষ ও বুনোহাতির দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষে করনীয় নির্ধারনে স্থানীয় জনগণ ও এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম (ইআরটি) এর সদস্যদের নিয়ে শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে উপজেলার মধুটিলা ইকোপার্কের রেঞ্জ কার্যালয় প্রাঙ্গণে ওই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ বিভাগীয় বনকর্মকর্তা আ.ন.ম আব্দুল ওয়াদুদ। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের উপসচিব ডক্টর মো. সাইফুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকার বন অধিদপ্তরের বন্যপ্রাণি ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষক মো. ছানাউল্যা পাটওয়ারী, অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও বন্যপ্রাণি বিশেষজ্ঞ মো. মদিনুল আহসান। অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ, আরণ্যক ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোতালেব।

হিলিতে ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠির পরিবারের মাঝে বকনা বিতরন

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দিনাজপুরের হিলিতে ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠির ৩৯টি সুফলভোগী পরিবারের মাঝে বিনামুল্যে ক্রস জাতের বকনা বিতরন করা হয়েছে। সমন্বিত প্রানীসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপজেলা প্রানী সম্পদ দপ্তর ও ভেটিরিনারী হাসপাতালের আয়োজনে উপজেলা প্রানী সম্পদ দপ্তর চত্বরে সুফল ভোগীদের মাঝে এই বকনা তুলে দেওয়া হয়। সেই সাথে গরু লালন পালনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষধ বিনামুল্যে বিতরন করা হয়। উপজেলা প্রানীসম্পদ কর্মকর্তা ডা.শফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত রায়, ভেটিরিনারী সার্জন ডা.মোনতাসির মামুনসহ অনেকে। এদিকে বকনা পেয়ে দারুন খুশি ক্ষুদ্র নৃ তাত্বিক গোষ্ঠির সদস্যরা এসব লালন পালন করে সংসারের উন্নতির কথা ভাবছেন তারা।

দেশব্যাপী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে নবাবগঞ্জে মানববন্ধন

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দেশব্যাপী নারী ধর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। দাউদপুর কলেজ গেট থেকে মিছিল বের করে শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা।

সাপাহারে গণহত্যা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

সাপাহার, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর সাপাহারে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস ও ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী আফিসার সেলিম আহমেদ এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবিদা সিফাত, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আরিফুজ্জামান সহ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, উপজেলা বিএনপ্পির সভাপতি রফিকুল ইসলাম বেনু, উপজেলা জাতায়াতের আমির আবুল খায়ের তরুন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আনসারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এবারে এই আয়োজনে আংশিক পরিবর্তন থাকবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম আহমেদ।

দেবহাটায় শহীদ আসিফের পরিবারকে ইফতার সামগ্রী প্রদান

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেবহাটা উপজেলার পক্ষ থেকে কবর জিয়ারত, আসিফের পরিবারের সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ এবং শহিদ আসিফের পরিবারকে ইফতার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। গত সোমবার বিকালে শহীদ আসিফের বাড়িতে যেয়ে তার পিতা মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সাথে কুশল বিনিময় ও ইফতার সামগ্রী প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা ও উপজেলা ক্রীড়া কমিটির সদস্য আমিনুর রহমান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেবহাটা উপজেলার প্রধান ছাত্র প্রতিনিধি মুজাহিদ বিন ফিরোজ, ছাত্র প্রতিনিধি তাসনুভা আফরিন মিলি, আরিফুল ইসলাম, মোঃ শাহারিয়ার, নাজমুল হুদা, আবু সাঈদ, মোঃ আহছানউল্লা, ইমরান বাশার, তাসনীম বাবু হৃদয় প্রমুখ। এসময়ে শহিদ আসিফের কবর জিয়ারত শেষে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন ছাত্র প্রতিনিধি মোঃ আহছানউল্লা।

চাঁদপুরে ২লাখ টন আলু উৎপাদিত ঢুকছে কোল্ড স্টোরেজে

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরে এবার বেশি জমিতে আলু চাষাবাদ হবার পর কোল্ডস্টোরেজে উঠা শুরু করেছে কৃষকের সাড়ে ৭ হাজার হেক্টর জমির উৎপাদিত ২ লাখ মে.টন আলু। চলতি রবি মৌসুমে সাড়ে ৭ হাজার হেক্টরে আলু উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার মে.টন। ট্রাক বা ছোট ছোট পিকাপ করে জেলার ১২ টি কোল্ড স্টোরেজে পাঠানো হচ্ছে। দিন-রাত চাষীরা আলু ঘরে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে। চালকগণ চলতি রমজান ও আসন্ন ঈদুল ফিতরের জন্যে আয়-রোজগার করার লক্ষ্যে রাত-বেরাত আলু ভর্তি ট্রাক-মিনি ট্রাক, পিকাপ ও অটো দিয়ে পরিবহন করে কোল্ডস্টোরেজ নিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে জানা যায়, কৃষকরা এখন মাঠ থেকে আলু বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। এতে কৃষকের মুখে হাসির ঝিলিক দেখা গেলেও, দাম নিয়ে রয়েছেন ব্যাপক দুশ্চিন্তায়। আলু উৎপাদনে চাঁদপুর দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মুন্সিগঞ্জের পরেই চাঁদপুর জেলা রয়েছে- উৎপাদনের তুলনামূলক হিসেবের তালিকায়। এ বছর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭ হাজার ৫শ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হয় আলু। এ জেলা একটি নদীবিধৌত কৃষি ভিক্তিক অঞ্চল বিধায় কৃষকরা সময়মত চাষাবাদ, বীজবপন ও সঠিক পরিচর্যায় পারদর্শী বলে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। তথ্য মতে, উপজেলাওয়ারী দেখা যায় - এবার চাঁদপুর সদরে এবার আলু চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ হাজার ৭শ হেক্টর ও উৎপাদন ৪৪ হাজার ২শ মে.টন। মতলব উত্তরে ৬শ ৫০ হেক্টর ও উৎপাদন ১৬ হাজার ৯শ মে.টন। মতলব দক্ষিণে চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা ২ হাজার ৩শ হেক্টর ও উৎপাদন ৫৯ হাজার ৮শ মে.টন, হাজীগঞ্জে চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা ৫শ ২৫ হেক্টর ও উৎপাদন ১৩ হাজার ৬শ ৫০ মে.টন, শাহরাস্তিতে চাষাবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৪০ হেক্টর ও উৎপাদন ১ হাজার ৪শ মে.টন এবং কচুয়ায় চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা ২ হাজার ২০ হেক্টর ও উৎপাদন ৫২ হাজার ৫শ ২০ মে.টন, ফরিদগঞ্জে চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা ৯৫ হেক্টর ও উৎপাদন ২ হাজার ৪শ ৯০ মে.টন এবং হাইমচরে চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা ১শ ৭০ হেক্টর ও উৎপাদন ৪ হাজার ২শ ৩০ মে.টন। এ সব আলু দু' থেকে আড়াই মাস পর ক্ষেত থেকে উঠানো হয়েছে। এদিকে জেলা ব্যাংকগুলো যথারীতি ফসল ঋণ প্রদান করে কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যাপক সহায়তা দিচ্ছে। বর্তমানে নতুন আলু উঠেছে বাজারে। যার কেজি খুচরা মূল্য ২০-২৫ টাকা। নতুন আলু মুন্সিগঞ্জ, বগুড়া, রংপুরসহ বিভিন্ন স্থান থেকেও চাঁদপুরে আসতে দেখা যায়। চাঁদপুরে মৌসুমের শুরুতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় স্থানীয় কৃষকরা তাদের জমিতে কিছুটা বিলম্বে আলু আবাদ করেছে। বিগত ক'বছর ধরেই চাঁদপুরে ব্যাপক আলু উৎপাদন হচ্ছে।

মাঠ থেকে তুলে আনা গাজর ধুয়ে পরিষ্কার করছেন একদল কৃষক। আলতার বাজার, গাবতলী, বগুড়া।

পিরোজপুরে দু'শত পরিবারকে রমজানের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পবিত্র রমজান উপলক্ষে পিরোজপুর সদর উপজেলার সুবিধা বঞ্চিত অতি দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা উদ্দীপন। পিরোজপুর সদর উপজেলার শহীদ ওমর ফারুক অডিটোরিয়ামে মুসলিম এইড ইউকে এর আর্থিক সহায়তায় উদ্দীপনের উদ্যোগে দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিবন্ধী দু'শ পরিবারের সদস্যের মাঝে এ খাদ্য সহায়তা বিতরণ করা হয়। যোনাল ব্যাবস্থাপক শহীদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এবং অমিত বিশ্বাষের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামু-নুর রশীদ। উপস্থিত ছিলেন উদ্দীপন প্রধান কার্যালয়ের ম্যানেজার নূরুন্নাহার স্বপ্না, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক উদ্দীপন কাইয়ুম হোসেন, প্রধান কার্যালয় কমিউনিটি রিলেশন অফিসার ফাহমিদা আফরোজ, মুসলিম এইড কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. ফরহাদ হোসেন, মুসলিম এইড পিরোজপুরের বেল্লাল হোসেন, শাখা ব্যবস্থাপক মেহেদী হাসান। প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ বলেন- উদ্দীপন পবিত্র রমজান মাসে দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সমাজের সব সেক্টর থেকে বিপদগ্রস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে আরো বেশি কাজ করতে হবে। প্রকল্পের শুরু হতে উদ্দীপন জেলা উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন করেছে। স্বচ্ছ জরিপ পরিচালনা করে সুচারুভাবে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য উদ্দীপনকে সাধুবাদ জানাতে হয়। দাতা সংস্থা মুসলিম এইড ও উদ্দীপনকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে ধন্যবাদ জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপকারভোগীদের হাতে রমজান এর খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। দু'শ পরিবারের সদস্যের জন্য প্রতি প্যাকেটে ২০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি খেজুর, ১ প্যাকেট নুডুলস, ৩ কেজি আলু, ২ কেজি পেঁয়াজ, ২ কেজি মুড়ি, ২ কেজি সয়াবিন তেল, ১ কেজি লবন, ১ কেজি ছোলা বিতরণ করা হয়।

রাজারহাটে ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের দাবি

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজারহাট সোনালী ব্যাংক চত্বর এলাকায় রাজারহাট উপজেলাবাসীর আয়োজনে ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের দাবীতে এবং দেশীব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল বের করে রাজারহাট বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে সোনালী ব্যাংক চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সোহানুর রহমান শামি, আরিফুল ইসলাম, রাজু আহম্মেদ, শোয়েব মাহমুদ, মামুন, আব্দুল হালিম ও রাশেদুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা ইসলামী শরিয়াহ্ আইনে ধর্ষকের মৃত্যুদন্ড দাবী করেন সরকারের কাছে।

মান্দায় অভয়াশ্রম থেকে মাছ লুট, রিংজাল জাল জব্দ

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় আত্রাই নদের বাগাতিপাড়া কবরতলাদহ অভয়াশ্রম ও আশপাশের এলাকা থেকে নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ লুটের অভিযোগ উঠেছে। নদের পানি কমে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি এলাকার কিছু অসাধু লোকজন গত কয়েকদিন ধরে অবাধে মাছ লুট করে নিয়ে যাচ্ছেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে অভয়াশ্রম এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তর। এসময় সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ রিংজাল জব্দ করা হয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, নদের বাগাতিপাড়া অভয়াশ্রমসহ এর আশপাশের এলাকায় শতশত নিষিদ্ধ চায়না রিংজাল ফেলে মাছ শিকার করা হচ্ছে।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বরিশালের ৮০ শতাংশ ইভিএম নষ্ট

বরিশাল প্রতিবেদক : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বরিশালের প্রায় ৮০ শতাংশ ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) অচল হয়ে পরেছে। অবশিষ্ট মেশিনগুলোর অবস্থাও ভালো নয়। আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থ বরাদ্দ না পেলে এখনও সচল থাকা মেশিনগুলো রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। সূত্রমতে, ২০১৯ সালের ২৫ মে বরিশাল নির্বাচন অফিসে স্বয়ংক্রিয় ভোটগ্রহণের জন্য ২ হাজার ২৬৮টি ইভিএম সরবরাহ করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠিতে আরও ২ হাজার ৮১৯টি মেশিন পাঠানো হয়। প্রায় ১৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সংগ্রহ করা এই মেশিনগুলো শুরু থেকেই প্রত্যাশিত মানের ছিলনা।

কয়েকটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সীমিত আকারে এসব ইভিএম ব্যবহার করা হয়। তবে নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাব ও উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণের অভাবে মেশিনগুলো দ্রুত ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। বরিশাল নির্বাচন অফিসের প্রোগ্রামার আসিফুর রহমান জানান, সর্বশেষ চেকিংয়ে ২ হাজার ২৬৮টি মেশিনের মধ্যে মাত্র ১১শ' টি সচল পাওয়া গেছে। বর্তমানে ঠিক কতোগুলো মেশিন কার্যকর রয়েছে সেটাও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। কারণ বেশ কয়েক মাস ধরে নিয়মিত চেকিংও বন্ধ রয়েছে। সূত্রমতে, একটি ইভিএম মেশিন সচল রাখতে ১১টি ইউনিট ঠিক থাকা প্রয়োজন।

সিলেটের বাজারে উঠেছে মৌসুমি ফল তরমুজ। বরিশাল অঞ্চল থেকে ট্রাকে করে সিলেট নগরের কদমতলী ফলের আড়তে আনা হয়েছে তরমুজ। বিক্রির জন্য সাজিয়ে রেখেছেন বিক্রেতারা। ছোট-বড় আকারভেদে প্রতিটি তরমুজ পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে ৮০-২৫০ টাকায়। কদমতলী, সিলেট।

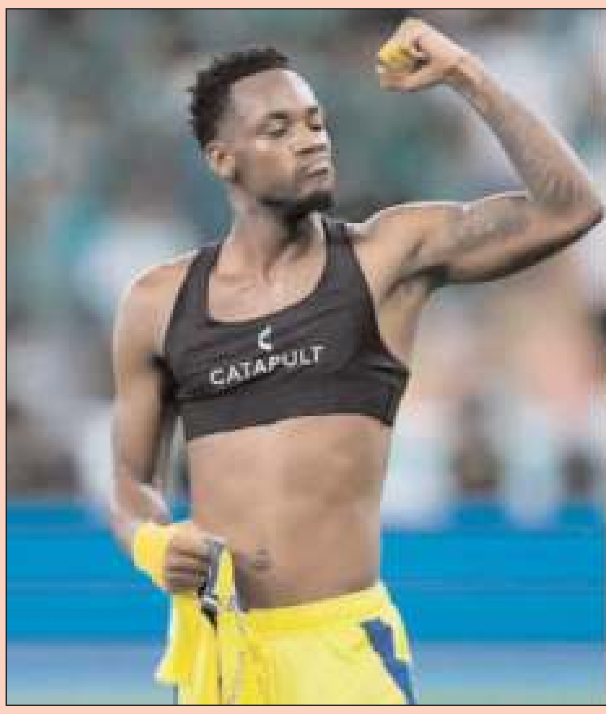

রোনালদোর গোলে কোয়ার্টারে আল নাসর

স্পোর্টর্স ডেস্ক : প্রথম পর্বে তেহরানে গিয়ে ইস্তেগলালের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে এসেছিলো আল নাসর। যদিও ওই ম্যাচটা খেলতে তেহরান যাননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তবে ফিরতি পর্বে রিয়াদে ঠিকই খেললেন সিআর সেভেন এবং গোলও করলেন তিনি। সে সঙ্গে জোড়া গোল করলেন জন ডুরান। রোনালদো এবং জন ডুরানের গোলে ঘরের মাঠে ইস্তিগলালকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছে সৌদি ক্লাব আল নাসর। দুই লেগ মিলে আল নাসরের জয় ৩-০ গোলেই। অন্যদিকে দোহায় অনুষ্ঠিত এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে আরব আমিরাতের ক্লাব আল ওয়াসলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেছে কাতারি ক্লাব আল সা'দ। দুই লেগ মিলিয়ে আল সা'দের জয় ৪-২ ব্যবধানে। কোয়ার্টার ফাইনালসহ বাকি পর্বের খেলাগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হবে সৌদি আরবের জেদ্দায় আগামী ২৫ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত। আল নাসর- ইস্তিগলাল ম্যাচের ৯ম মিনিটেই স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন জন ডুরান। কলম্বিয়ান এই ফুটবলারকে ইস্তিগলাল গোলরক্ষক সাইয়েদ হোসেইন হোসেইনি নিজেই ২৫ গজ দুরে বল পাস দেন।

বিষয়টা যে ভুলে হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। বল পেয়ে জন ডুরান হোসেইনির মাথারও পর দিয়ে বলটা জড়িয়ে দেন ইস্তিগলালের জালে। ২৭ মিনিটে সাদিও মানেকে বক্সের মধ্যেই ফাউল করেন ইস্তিগলালের মোহাম্মদ নিকনাফ। রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজালে স্পট কিক নিতে আসেন রোনালদো। দারুণ আত্মবিশ্বাসে শটটি নিলেন এবং জড়িয়ে দিলেন প্রতিপক্ষের জালে। এ নিয়ে ক্যারিয়ারে ৯২৭তম গোল হলো সিআর সেভেনের। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে (৪৫+১ মিনিটে) ইস্তিগলালকে আরও বিপদে ফেলে লাল কার্ড দেখেন দলটির ফুটবলার মেহরান আহমাদি। কনুই দিয়ে তিনি গুঁতা দেন মোহাম্মদ আর ফাতিলকে। রেফারি দ্বিতীয় হলুদ কার্ড সমান লাল কার্ড দেখিয়ে মেহরানকে মাঠ থেকে বের করে দেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের তৃতীয় গোল করেন জন ডুরান। ম্যাচ শেষে আল নাসর স্ট্রাইকার সাদিও মানে বলেন, 'আমি মনে করি, আমরা ভালো খেলেছি। অনেকগুলো সুযোগ তৈরি করেছি আমরা। যেখান থেকে তিনটি গোল করতে সক্ষম হয়েছি।'

টেস্ট ক্রিকেটের দেড়শ বছর পূর্তিতে দিবারাত্রির ম্যাচ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ২০২৭ সালে টেস্ট ক্রিকেটের দেড়শ বছর পূর্তিতে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দিবারাত্রির টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। গতকাল মঙ্গলবার এ খবর জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ থেকে মেলবোর্নে টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ টেস্টে মুখোমুখি হয়েছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। টেস্টের দেড়শ বছর পূর্তিতে ২০২৭ সালের ১১-১৫ মার্চ দিবারাত্রির টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। গত মাসের শুরুতে নারীদের অ্যাশেজ দিবারাত্রির টেস্টের পর মেলবোর্নের ভেন্যুতে প্রথমবারের মত দিবা-রাত্রির টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। সিএ'র নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহি টড গ্রিনবার্গ বলেন, 'এমসিজিতে ১৫০তম বার্ষিকীর টেস্টটি ক্রিকেটের অন্যতম বড় ইভেন্টগুলির মধ্যে একটি হতে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'ফ্লাডলাইটের নিচে আমাদের

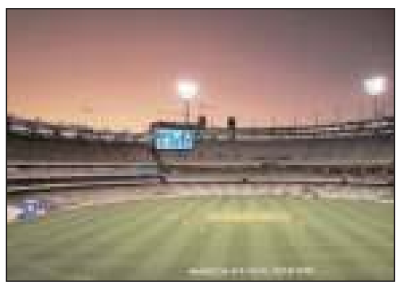

খেলাটার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও টেস্ট ক্রিকেটের আধুনিক রূপে উদযাপনের একটি দুর্দান্ত উপায় হবে। এই মৌসুমে শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজ সিরিজের দুই বছরের মধ্যে ঐতিহাসিক টেস্টের আকর্ষণ অনেকখানি বেড়ে যাবে। ঐতিহাসিক উপলক্ষটি যত এগিয়ে আসছে আমরা সেটি উদযাপনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।' এই বছরের নভেম্বরে অ্যাশেজ সিরিজে পাঁচ টেস্টের জন্য ইংল্যান্ডকে আতিথেয়তা দিবে অস্ট্রেলিয়া। ২০২৭ সালে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ ম্যাচের সিরিজের পর দেড়শ বছর পূর্তির টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৭৭ সালে টেস্ট ক্রিকেটের ১'শ বছর পূর্তিতে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বিশেষ ম্যাচ আয়োজন করা হয়। গ্রেগ চ্যাপেলের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে হারায় টনি গ্রেগের ইংল্যান্ডকে।

আইপিএলের জন্য পাকিস্তান সিরিজ খেলবেন না স্যান্টনার-রাচিন

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) অংশগ্রহণের কারণে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন না নিউজিল্যান্ডের মিচেল স্যান্টনার-রাচিন রবীন্দ্রর মত প্রথম সারির ক্রিকেটাররা। টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিবেন স্পিন অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল। ২২ মার্চ থেকে শুরু হওয়া আইপিএলে খেলবেন নিয়মিত অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার, রাচিন রবীন্দ্র, ডেভন কনওয়ে, লুকি ফার্গুসন এবং গ্লেন ফিলিপসহ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। ফলে ১৬ মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য পাকিস্তান সিরিজে দলের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের পাবে না নিউজিল্যান্ড। সদ্য শেষ হওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রানার্স-আপ হয় নিউজিল্যান্ড। দলকে ফাইনালে তুলতে বড় ভূমিকা রাখেন ব্রেসওয়েল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা সাতজন খেলোয়াড় আছেন টি-টোয়েন্টি সিরিজে। গত বছর পাকিস্তান সফরে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রেসওয়েল। প্রথবারের মত দেশের মাটিতে নেতৃত্বের সুযোগ পাওয়া ব্রেসওয়েল বলেন, 'দেশের হয়ে অধিনায়কত্ব করা অনেক বড় সম্মান ও গর্বের বিষয়। সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে স্যান্টনার ভালো করেছে। আমি তার সাফল্যকে অব্যাহত রেখে সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করব এবং ছেলেদের পারফর্ম করার জন্য উপভোগ্য পরিবেশ তৈরি করব।' পাকিস্তানকে দলকে সমীহ করে ব্রেসওয়েল বলেন, 'সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে সবসময়ই বিপজ্জনক দল পাকিস্তান। তাদের দলে অনেক ভালো মানের ব্যাটার ও গতির বোলার আছে। আমরা জানি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ায় তারা হতাশ। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হয়ে আছে তারা।' হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি থেকে সুস্থ হয়ে দলে ফিরেছেন পেসার বেন সিয়ার্স। এছাড়াও দলে ফিরেছেন স্পিনার ইশ সোধি, ফিন অ্যালেন, জিমি নিশাম এবং টিম সেইফার্ট। আগামী বছর ভারতে অনুষ্ঠিতব্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এই সিরিজ দিয়ে প্রস্তুতি শুরু করছে নিউজিল্যান্ড।

নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করলেন গার্দিওলা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ম্যানসিটিতে ২০১৬ সালে যোগ দেয়ার পর থেকে শুধু সাফল্যই দেখে এসেছেন পেপ গার্দিওলা। ৬টি প্রিমিয়ার লিগ, একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ অসংখ্য ট্রফি জিতেছেন ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে। একের পর এক সাফল্যে যখন আকাশে উড়ছিলেন এই স্প্যানিশ কোচ, তখন মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখা শুরু করলেন এবার। চলতি মৌসুমে একের পর এক পরাজয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে বহু আগেই শিরোপা দৌড় থেকে ছিটকে পড়া, এফএ কাপে নড়বড়ে অবস্থানে থাকা- সব মিলিয়ে স্মরণকালের সবচেয়ে খারাপ সময় বিরাজ করছে যেন পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটিতে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা এ মৌসুমে আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, এ ধ্রুব সত্যটা এরই মধ্যে বুঝে গেছেন গার্দিওলা। সে কারণে চলতি মৌসুমে আর চ্যাম্পিয়নশিপ নয়, নতুন একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির কোচ। চলতি মৌসুমে যে অবস্থা দলের, তাতে গার্দিওলার মতে তার দল যদি আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে, তাহলে সেটাই হবে এ মুহূর্তে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়া।' ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত চার মৌসুমে টানা চ্যাম্পিয়ন ম্যানসিটি। সেই দলটি এবার রয়েছে পয়েন্ট

তালিকার ৫ নম্বরে। লিগ শেষ হতে আর মাত্র ১০ ম্যাচ বাকি। পেপ গার্দিওলার দুর্ভাগ্য, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার ইনজুরিতে রয়েছেন। বিশেষ করে, গত মৌসুমে ব্যালন ডি'অর জয়ী রদ্রি গত সেপ্টেম্বর থেকেই ইনজুরির কারণে মাঠের বাইরে। ম্যানসিটি বস, সব বিবেচনা করে নিশ্চিত হলেন যে এবার যে অবস্থা, তাতে আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত করাটাই হবে বড় সাফল্য। গার্দিওলা বলেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা এখন আমাদের জন্য অনেক বড়। তবে অবশ্যই আপনাকে জয় পেতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ালিফাই করতে চাই আগে। এটা কোনোভাবেই ভালো হবে না (চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মিস করা), তবে আমি দেখছি, অতীতে প্রিমিয়ার লিগের দলগুলোর সঙ্গে কী হয়েছে।'

আবারও ইনজুরিতে পড়লেন নেইমার

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ইনজুরি থেকে মুক্তিই মিলছে না ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমারের। দীর্ঘদিনের চোট কাটিয়ে গত মাসে মাঠে স্বরূপে ফেরার আভাস দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই চোটের কারণে আবারও মাঠের বাইরে সান্তোস তারকা। উরুর চোটের কারণে গত সোমবার পওলিস্তা চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে করিন্থিয়াসের বিপক্ষে খেলতে পারেননি নেইমার। তার দল সান্তোস এই ম্যাচে হেরেছে ২-১ গোলের ব্যবধানে। আগের ম্যাচে ব্রাগান্তিনোর বিপক্ষে সান্তোস জিতেছিলো ২-০ গোলে। ওই ম্যাচেই বাম পায়ের উরুর মাংসপেশিতে হালকা টান লাগে নেইমারের। যে কারণে অস্বস্তিবোধ করায় করিন্থিয়াঙ্গের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। সাইডবেঞ্চে বসে বসে দলের হার দেখতে হলো তাকে। করিন্থিয়াঙ্গের কাছে হারের পর নিজের চোট নিয়ে নেইমার বলেন,

'দুর্ভাগ্যবশত গত কয়েকদিন ব্যথা অনুভব করছি। সত্যিই আমি খেলতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আজ সকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ব্যথা অনুভব করি।' কত দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে, সেটা অবশ্য জানা যায়নি। বছরের শুরুতে শৈশবের ক্লাবে ফিরে সাত ম্যাচে তিনটি করে গোল অ্যাসিস্ট করেছেন। প্রায় ১৭ মাস পর ব্রাজিল দলে ফেরার সুখবরও পান ৩২ বছরের এই ফরোয়ার্ড। এ মাসেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলবে সেলেসাওরা। এই ম্যাচ দুটিতে নেইমারকে পাওয়া নিয়ে এখন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

লাইফস্টাইল

রোজায় পানিশূন্যতা দূর করবেন যেভাবে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রমজানে দীর্ঘ সময় পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। ফলে শরীরে পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন দেখা দিতে পারে। তাই আপনাকে এমনভাবে পানি ও তরল খাবার খেতে হবে যেন ২৪ ঘণ্টার পানির চাহিদা মিটে যায়। তাই বলে সেহরির শেষ সময় একসঙ্গে অনেক বেশি পানি পান করবেন বিষয়টা এমন নয়। বরং শরীরে পানির ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য আপনাকে পানি পান করতে হবে ধাপে ধাপে। পানি ও তরল খাবারের পাশাপাশি খেতে হবে ফলমূলও, যেন দেহে পর্যাপ্ত পানি থাকে। রোজায় শরীরে পানিশূন্যতার লক্ষণ >> বেশি বেশি তৃষ্ণা পাওয়া। >> গলা শুকিয়ে যাওয়া।>> ক্লান্ত বা দুর্বল লাগা >> মুখ শুকিয়ে যাওয়া। >> বুক ধড়ফড় করা। >> মূর্ছা যাওয়া বা মাথা ব্যথা করা। রোজায় পানিশূন্যতা দূর করবেন যেভাবে, যেসব জুস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, সেহরিতে যেসব খাবার খেলে দিনে ক্ষুধা কম লাগে, সুস্থ থাকতে সেহরিতে যেসব খাবার রাখতে পারেন, রোজায় শরীরের পানিশূন্যতা কমাতে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত-

>> ইফতারে পরিমিত পানি পান করুন। এসময় খেতে পারেন ফল, শসা, খেজুর, দই, দই-চিড়া, কলা-দই-চিড়া, লাচ্ছি, লাবাং, মাঠা, বিটের জুস, ডাবের পানি, লেবু-পানি, আখের গুড়ের শরবত, তরমুজ ও স্ট্রবেরি স্মুদি, বেলের শরবত। এসব পানীয় শরীরের পানিশূন্যতা কমাতে সহায়তা করবে। >> ইফতারে অল্প চিনি ও লবণের তৈরি খাবার খান। ইফতারে চাকফির পরিবর্তে জিরা-পানি বা আদা-পানি পান করতে পারেন। রোজায় পানিশূন্যতা দূর করবেন যেভাবে, >> ইফতারের পর সাহরির আগ পর্যন্ত যতক্ষণ জেগে থাকবেন, অল্প অল্প করে পানি পান করুন। এতে শরীরে পানির ভারসাম্য বজায় থাকবে। >> সেহরি ও ইফতারে খাদ্যতালিকায় সুষম, উচ্চ আঁশসমৃদ্ধ খাবার রাখতে পারেন। পাশাপাশি ডিম, মাছ ও মাংস খেতে পারেন। এছাড়া খেতে পারেন দুধকলাভাত কিংবা ১ কাপ ননি তোলা বা লো ফ্যাট দুধ বা টকদই। এসব খাবার শরীরে পানির ভারসাম্য বজায় রাখবে। >> সেহরিতে চিয়া সিড ভেজানো পানি বা তোকমার শরবত কিংবা ইসবগুল মিশিয়ে এক গ্লাস দুধ পান করতে পারেন। চিয়া সিড শরীরে পানি ধরে রাখতে সহায়তা করবে।

যে কারণে দুঃখের স্মৃতি মনে বেশীদিন থাকে

লাইফস্টাইল ডেস্ক : জীবনে সুখ-দুঃখ আসে পালাক্রমে। সুখের সময় দ্রুত কেটে যায়। তবে কঠিন ও বিপদের কোনো ঘটনা যেন জীবনের সব আনন্দ বিষাদময় করে তোলে। সুখের সময়গুলো সেভাবে আপনাকে স্মৃতিকাতর করে না তুললেও ভয়ংকর বা খারাপ কোনো স্মৃতি কিন্তু আজীবন মনে রয়ে যায়। চাইলে তা ভোলা যায় না। তবে কেন এমনটি ঘটে? তুলেন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও টাফটস ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের গবেষকরা এর কারণ খুঁজে পেয়েছেন। তারা আমাদের মস্তিষ্কের সংবেদনশীল কেন্দ্রে ভীতিকর স্মৃতির গঠন অধ্যয়ন করেছেন। অ্যামিগডালা ও তাদের প্রক্রিয়াটির পেছনে একটি তত্ত্ব আছে। তারা দেখেছেন, স্ট্রেস নিউরোট্রান্সমিটার নরপাইনফ্রাইন ফাংশনগুলো মস্তিষ্কের অ্যামিগডালায় প্রতিরোধক নিউরনকে উদ্দীপিত করে মস্তিষ্কে প্রক্রিয়াকরণের ভয় দেখায়। যাতে বৈদ্যুতিক স্রাবের পুনরাবৃত্তিমূলক বিস্ফোরণ প্যাটার্ন তৈরি হয়। বিস্ফোরিত প্যাটার্নটি অ্যামিগডালায় মস্তিষ্কের তরঙ্গের দোলনের ফ্রিকোয়েন্সিকে বিশ্রাম থেকে উত্তেজিত অবস্থায় পরিবর্তন করে। যা ভয়ের স্মৃতি গঠনের প্ররোচনা দেয়। তুলেন সেল ও আনবিক জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক জেফরি টাস্কার, নিউরোসায়েন্সের ক্যাথরিন ও হান্টার পিয়ারসন চেয়ার ব্যাখ্যা করেছেন, 'যখন কেউ আপনাকে বন্দুকের মুখে আটকে রাখবেন, তখন আপনার মস্তিষ্ক একগুচ্ছ স্ট্রেস নিউরোট্রান্সমিটার নোরপাইনফ্রিন নিঃসরণ করে, একটি অ্যাড্রেনালিন রাশ।'

মজাদার হালিমের ঝটপট রেসিপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক : হালিম খেতে পছন্দ করেন না এমন মানুষ খুব কম। মজাদার এই খাবারের চাহিদা সব সময়ই থাকে। তবে রমজানে এর চাহিদা দ্বিগুণ হয়ে যায়। অনেকেই ইফতারে হালিম খেতে পছন্দ করেন। চলুন জেনে নেই মজাদার এই খাবার তৈরির প্রক্রিয়া- ৭০০ গ্রাম হাড়সহ গরুর মাংস, দুই কাপ হালিম মিক্স, এক টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া, আধা টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, এক টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া, হালিমের মসলা পরিমাণ মতো, স্বাদমতো লবণ, আধা কাপ তেল, পেয়াজ কুচি এক কাপ, ধনেপাতা কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি, শসা কুচি, আধা কুচি ও লেবু। ঝটপট হালিমের মজাদার রেসিপি, পদ্ধতি, প্রথমেই মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে পরিষ্কার করে নিতে হবে। চুলায় প্যান বসিয়ে তেল দিতে হবে। তেল গরম হলে পেয়াজ ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ বাদামিরঙা হলে কিছুটা তুলে রাখতে হবে পরিবেশনের জন্য। এরপর বাকি পেয়াজের সঙ্গে মাংস ও মসলা দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। ঘরেই তৈরি করুন দোকানের মতো মচমচে আলুর চপ, ইফতারে প্রাণ জুড়াবে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী মলিদা ইফতারে রাখুন স্বাস্থ্যকর বেলের শরবত, অন্যদিকে, এক লিটার গরম পানিতে হালিম মিক্স আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর মাংস কষানো হলে সেদ্ধ করার জন্য কিছু পানি দিতে হবে।

মাংস সেদ্ধ হলে এতে ভিজিয়ে রাখা হালিম দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মেশানো হয়ে এতে আরও ১ লিটার ফুটন্ত পানি দিয়ে দিতে হবে। এরপর ১০-১৫ মিনিট মিডিয়াম আঁচে রান্না করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে হালিম যেন হাড়িতে লেগে না যায়। মাঝে মধ্যে নেড়ে দিতে হবে। রান্নার শেষ পর্যায়ে ১ টেবিল চামচ হালিমের মসলা দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। হালিম বেশি ঘন হওয়ার আগেই নামিয়ে নিতে হবে। কারণ ঠান্ডা হলে হালিম আরও ঘন হয়ে যাবে। ব্যস হয়ে গেলো মজাদার হালিম। এবার পেয়াজের বেরেস্তা, আধা, ধনেপাতা, কাঁচা মরিচ, শসা ও লেবু দিয়ে পরিবেশন করুন পছন্দমতো পাত্রে।

রোজায় কেমন হবে ডায়াবেটিস রোগীর খাবার?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : প্রতিটি মুসলমানের জন্য এই রমজান মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ মাসে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তারা রোজা রাখতে ভয় পান। তবে এ সময় নিয়ম মেনে খাবার খেলে সহজেই রোজা রাখা সম্ভব হবে। কেননা ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যার সঙ্গে খাবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। খাবারের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগীকে মেনে চলতে হয় অনেক নিয়ম-কানুন। একই সঙ্গে জীবনযাপনে আনতে হয় শৃঙ্খলা। তবে রোজার সময় আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে অনেক পরিবর্তন হয়। সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয় খাবার খাওয়ার ধরন ও সময়ের ক্ষেত্রে। তবে সঠিকভাবে নিয়ম মেনে চললে ডায়াবেটিস রোগীরাও নিশ্চিন্তে রোজা রাখতে পারবে। সুস্থ থাকতে সেহরিতে যেসব খাবার রাখতে পারেন, রমজানে পেট ঠান্ডা রাখার সেরা ৫ খাবার, ইফতারে প্রাণ জুড়াবে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী মলিদা জেনে নিন রমজানে ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে- >> সেহরিতে লাল চালের ভাত, লাল আটার রুটি বা চিড়া বা ওটস, দুধ, কলা, মাছ, মাংস, সবজি, ডাল রাখার চেষ্টা করতে হবে। শেষ সময়ে খাবার খেতে হবে। রোজায় কেমন হবে ডায়াবেটিস রোগীর খাবার? >> ইফতারে ভাজাপোড়া খাবার, মিষ্টি ও চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না। সব সময় পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমন- খেজুর, কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স

যুক্ত ফল, ফলের জুস, টক দই, ডাবের পানি, চিড়া, একটা ছোট চাপা কলা, কাবাব, রুটি ইত্যাদি খেতে পারেন। >> পর্যাপ্ত পানি ও পুষ্টিকর তরল খাবার খেতে হবে, যেন পানিশূন্যতা দেখা না দেয়। >> রাতে হালকা খাবার যেমন- সুপ, লাল আটার রুটি, মাছ বা মাংস, ওটস, চিড়া ইত্যাদি খেতে পারেন। সর্বোপরি রোজা রাখার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। শারীরিক সুস্থতার ওপর ভিত্তি করে রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জেনে নিন মাত্র ১০ মিনিটে গ্লামার মেকআপ করার টিপস

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আপনি কি জানেন, মাত্র ১০ মিনিটে গ্লামার মেকআপ করার সহজ নিয়ম? না জানলে আজকের এই মেকআপ টিপস ফলো করতে পারেন। এ সহজ নিয়মে মাত্র ১০ মিনিট মেকআপের পেছনে ব্যয় করলেই সুন্দর ও আকর্ষণীয় একটি লুক পেতে পারেন। যে লুকে সবার চোখ আটকে থাকবে শুধু আপনার দিকেই। পার্টিতে অংশ নিতে কম সময়ে মেকআপ করতে চাইলে প্রথমে আপনাকে ভালো ব্র্যান্ডের একটি ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে। এরপর গুঁড়া দুধে লেবুর রস মিশিয়ে মুখে ম্যাসাজ করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরিষ্কার ভেজা তোয়ালেতে মুখ মুছে নিন। চেষ্টা করুন মুখে হালকা একটু ভেজা ভাব রেখে মুখ মুছতে। এবার আপনি ১০ মিনিটকে ৫টি ভাগে ভাগ করে নিন। প্রথম ২ মিনিটে ভালো করে ম্যাসাজ করে লাগান একটি ময়েশ্চারাইজার। দ্বিতীয় ২ মিনিটে একইভাবে ম্যাসাজ করে লাগান ক্রিম প্রাইমার। তৃতীয় ২ মিনিটে ব্রাইড শেডের ফেস পাউডার ছোট মেকআপ ব্রাশের মাধ্যমে লাগিয়ে দিন। চতুর্থ ২ মিনিটে আই মেকআপ ব্রাশের মাধ্যমে কালো আইশ্যাডো দিয়ে আই ব্রো এবং চোখের পাতায় পীচ আইশ্যাডো দিন।

রমজানে রূপচর্চায় বেসন যেভাবে ব্যবহার করবেন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রমজানে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক খাবার তৈরিতে বেসন ব্যবহার হয়। বেগুনি, আলুর চপ, বেসন দিয়ে লাড্ডু বানানো, আবার বেসনের পরোটাও বানানো যায়। তবে জানেন কি, বেসন আপনার রূপচর্চায় সমান কাজে দেবে। ঈদের আগে ত্বকের যত্নে ব্যবহার করতে পারেন বেসন। বেসন যেভাবে ত্বকে ব্যবহার করবেন- বেসনের সঙ্গে হালকা পানি মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। পেস্ট মুখে লাগিয়ে পাঁচ মিনিট রেখে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বকের তেলচিটে ভাব দূর হবে এবং ত্বক মৃসণ ও পরিষ্কার হবে। ত্বকের ছোট ছোট ছিদ্র ও ব্ল্যাক হেডস দূর করতে বেসন সাহায্য করে। বেসন ব্যবহারের পূর্বে হালকা গরম পানি দিয়ে মুখ ভালোভাবে ধুতে হবে। বেসনের পেস্ট নিয়ে মুখে ম্যাসাজ করে অতন্ত ১৫ মিনিট রেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের উজ্জ্বলতা

ও দাগ দূর করতে বেসনের সঙ্গে ৩ চা চামচ কাঁচা দুধ অথবা ১ চা চামচ টক দই মিশিয়ে মুখে ২-৩ মিনিট ভালো করে ম্যাসাজ করুন। শুকিয়ে যাওয়ার পরে কুসুম গরম পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই গরমে ত্বকে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যা দেখা দেয় তা হচ্ছে রোদে পোড়াভাব। এই সমস্যা সমাধানে ২ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ টক দই নিয়ে রোদে পোড়া স্থানে মাখুন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে ত্বকের অনেকটাই পোড়াভাব চলে যাবে। সুস্থ, উজ্জ্বল আর মৃসণ ত্বক পেতে ব্যবহার করতে পারেন এই পদ্ধতিগুলো। বেসনে থাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, যা ত্বকের উজ্জ্বলতা ও দাগ দূর করে ত্বককে করে মৃসণ।